



# ରୁଦ୍ର-ଲୀଳା

ଶ୍ରୀଅମୂଲ୍ୟଚନ୍ଦ୍ର ଷଟ୍ଟକ

ପ୍ରୀତ୍ତରୁ ଲାହେବେରୀ

୨୦୫, ବିଧାନ ସରଣୀ, କଲିକାତା-୬

ପ୍ରଥମ ପ୍ରକାଶ—

ଆଷାଢ଼ : ୧୩୬୭

ପ୍ରକାଶକ—

ଶ୍ରୀଭୁବନମୋହନ ମଞ୍ଜୁମଦାର, ବି. ଏସ୍.-ସି

ଶ୍ରୀଗୁରୁ ଲାହିବ୍ରେରୀ

୧୦୫, ବିଧାନ ସରଣୀ

କଲିକାତା-୬

ସୁଦ୍ଧାକର—

ଶ୍ରୀଭୁବନମୋହନ ମଞ୍ଜୁମଦାର

ଶ୍ରୀଗୁରୁ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ୱାର୍କସ

୧୦୫, ବିଧାନ ସରଣୀ

କଲିକାତା-୬

ଦାୟ—

## প্রশান্তি

শ্রীঅমূল্যচন্দ্র ঘটক প্রণীত রুদ্র-লীলা নাটকখানির বিষয়বস্তু পুরাণ থেকে গৃহীত। শিবের বরে বিশ্বকর্মা, নাটকে দৃষ্টা নামে পবিচিত, বৃত্তাস্ত্র নামে অজেয় পুত্র লাভ, তাব স্বর্গ জয় অবশেষে তাব পতন—এই হচ্ছে নাটকের মূল কাহিনী। এ কাহিনী নিয়েই হেমচন্দ্রের রত্নসংহার আখ্যায়িকা কাব্য লিখিত। “তবে সেখানা কাব্য, এখানা নাটক।

রুদ্র-লীলা নাটকে একটি নীতিকথা আছে। শিবের বরে অজেয় হওয়া সম্ভব, কিন্তু যে নৈতিক মূল্যের উপরে চবাচরের নির্ভর, সে মূল্য লঙ্ঘন করবার অধিকার দিতে স্বয়ং মহাদেবও অক্ষম। সেই নৈতিক মূল্য লঙ্ঘন করবার ফলেই বৃত্তের পতন ঘটলো। এই সত্যকথাগী পৌরাণিক যুগ সম্বন্ধে যেমন সত্য এ যুগের পক্ষেও তেমনি। সেইজন্তই বর্তমান নাটকখানি বিশেষভাবে স্মরণীয়, কারণ নৈতিক মূল্যকে অস্বীকার করবার একটা ঝোঁক এ যুগে বিশেষ লক্ষণ।

নাটকখানির কাহিনী বিভ্রাস, চরিত্র স্ফূরণ, ভাষার বিষয়োপযোগিতা উল্লেখযোগ্য। পাঠক বা দর্শকের মনোযোগ আকর্ষণ করে রাখবার ক্ষমতা আছে। যাত্রার আসরে ও থিয়েটারের রঙ্গমঞ্চে, কিম্বা পেশাদার বা শৌখিন দলে সর্বত্র নাটকখানি অভিনয় হওয়ার যোগ্য। নাটকের গানগুলি সুলিখিত। রুদ্র-লীলা নাটকের যাত্রাপথ সুগম ও সফল হোক কামনা করে এই কয় ছত্র প্রশস্তিরূপে লিপিবদ্ধ করলাম।

তীপ্রমথনাথ বিনী



## নিবেদন

রুদ্র-লীলা পৌরাণিক নাটক। ঋগ্বেদ ও মহাভারত হইতে ইহার উপাদান সংগৃহীত। দেবাদিদেব মহাদেবকে কেন্দ্র করিয়া দেবতা, দানব ও মানবকে লইয়া এই নাটকের আখ্যান বস্তু। বলা বাহুল্য নাটকের প্রয়োজনে কল্পনার আশ্রয় অবলম্বিত হইয়াছে। দুই এক স্থানে অমর কবি হেমচন্দ্রের প্রভাব স্বীকার করি।

রুদ্র-লীলা ঢাকুরিয়া বান্ধব সমাজ কর্তৃক “দধীচি” নামে বিভিন্ন আসরে বহুবার প্রদর্শন সহিত অভিনীত হইয়াছে। এই নাটক প্রয়োজনায় সমাজেব সভাগণেব ও শ্রীযুক্ত শান্তি ভট্টাচার্যের উত্তম কৃতজ্ঞতা বস্তু স্বরণ করি।

নাটকখানি অল্পদূর সাফল্যের সহিত অভিনীত হইয়াছে। স্বল্প চবিজ বিশিষ্ট ও খুঁটিনাটি বর্জিত বলিয়া সহজে অভিনয় করা যায়।

আমার অনুজ স্বর্গীয় অনুপমের স্মরণে রুদ্র-লীলার সঙ্গীত সমৃদ্ধ। স্বর্গীয় শৈলেন রায়, শ্রীযুক্ত গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ও শ্রীযুক্ত শান্তি ভট্টাচার্য স্বতঃপ্রস্তুত হইয়া এই নাটকের সঙ্গীত বচনা করিয়া আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। ইহাদের প্রত্যেকের নিকট আমি ঋণী।

শোকসন্তপ্ত চিত্তে স্বরণ কবি আমার ভ্রাতা ও ভ্রাতৃপ্রতিম সেই সকল প্রতিভাবানদের যাহারা এই নাটক সম্পর্কে আমাকে অযাচিতভাবে সাহায্য ও পরামর্শ দান করিয়া অকালে মহাপ্রয়াণ করিয়াছেন।

প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক শ্রীযুক্ত গজেন্দ্রকুমার মিত্র ও শ্রীযুক্ত লাইব্রেরীর শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন মজুমদার আমার বিশেষ ধন্যবাদার্থ। নাটকখানি প্রকাশ বিষয়ে ইহারা আমাকে সাহায্য করিয়াছেন।

শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বিদ্যায় মহাশয়কে রুদ্র-লীলার প্রশস্তি রচনার জন্ত আমার অন্তরের কৃতজ্ঞতা জানাই।

শ্রীঅমূল্যচন্দ্র ঘটক<sup>F</sup>



## রুদ্র-লীলা

পাত্র :

মহাদেব

নারদ

ইন্দ্র

ঋষ্টা

জয়ন্ত

নন্দী

ব্রহ্মাসুর

রুদ্রপীড়

দধীচি

অবোধাসুর

নির্বোধাসুর

চিন্তাদেব

পাত্রী :

শচীদেবী

ঐন্দ্রিলা

ইন্দুমতী

\* ‘ঋষ্টা দেবগণের অন্ত্রনির্মাতা পুরাণের বিশ্বকর্মা । ইনি ইন্দ্রের বজ্র নির্মাণ করেন’—ঋগ্বেদ—১ম মণ্ডল, ৩২ সূক্ত ।

ঋষ্টার অসুরী পত্নীর গর্ভজাত পুত্রকে ইন্দ্র বধ করেন । ঋষ্টার শিব আরাধনা

—কাশীরাম দাস





## শিবের ধ্যান

ও ব্যোমেন্নিন্যং মহেশং বজতগ্ৰিবিমিভ্ৰ চাকচল্যাবত স  
বহ্নাকাল্লাজ্জলজং পবন্তুম্ৰগববাভীতিহন্তং প্রসন্নম  
পদ্মাস'নং সমন্তাৎ স্বতমমবগগৈৰ্ব্যাস্ত্রকৃষ্টি' বসান  
বিশ্বাত্মং বিশ্ববীজং নিখিল ভয়ং পঞ্চবক্ত° ত্ৰিশ'নবম ।

## প্রণাম

ওঁ নমঃ । শিবায শান্তায কাবণত্রযহেতব  
নিবেদযামি চাত্মানং ত্বং গতি. পবমেশ্বব ।



# প্রথম অঙ্ক

## প্রথম দৃশ্য

### হিমালয়

[ নাবদ ও নন্দীব মহাদেবের ধ্যান ও প্রণাম মন্ত্র পাঠ ]

( মহাদেবের প্রবেশ )

মহাদেব

কে কঁাদে ?

কে ডাকে ?

কাঁদিয়া কাঁদিয়া কে ডাকে আমায় ?

ব্যথা ভরা হিয়া,

একান্ত পরাণে,

‘অগতির গতি’ বলি,

শঙ্করে কে করে স্মরণ ?

নন্দী

প্রভু ! ইষ্টদেব !

মহাদেব

প্রভু ইষ্টদেব মানি,

ভক্তি ভরে, মনে প্রাণে—

যে পূজে আমায় ।

‘তুমিই সর্বস্ব’ জ্ঞানে,

অসংশয়ে,

নিজেরে নীপিয়া দেয় উদ্দেশ্যে আমার,

কল্যাণ কারণ তার,—  
 ব্যাপ্ত আমি জগৎ মাঝার ।  
 ওরে, আয়—আয়,—  
 আর নাহি ফেল আঁখি জল ।  
 নন্দী !

নন্দী  
 মহাদেব  
 নন্দী

প্রভু, পরম ঈশ্বর !  
 দূরে, বহুদূরে,—  
 ধূমরাশি ঢেকেছে আকাশ,  
 অগ্নিশিখা উঠিছে গগনে ।

মহাদেব  
 নন্দী

হোমানলে উদ্ভাসিত দিশি—  
 করি অনুমান,  
 মহাযজ্ঞ এক হয় অনুষ্ঠান—

মহাদেব

‘শিব-শিব’ বলি,  
 আমারই চরণে— ;  
 পূর্ণাহুতি করিল প্রদান !  
 তৃপ্ত আমি—তৃপ্ত আমি !

নন্দী

কেবা ঐ যোগী ?  
 উন্মাদের প্রায়—  
 বন্ধ চাপি ধরি,  
 কড়ু কাঁদে—  
 কড়ু উর্ধ্বদিকে চায়,  
 কি জানি কি আহুতি জানায় !  
 প্রভু, প্রভু—  
 কেবা ঐ ঋষিক ?

মহাদেব স্বষ্টা ঐ বিশ্বকর্মা,  
 শ্রেষ্ঠ শিল্পী রূপে  
 খ্যাত যিনি ত্রিভুবনে !  
 আহা,—  
 স্বজনী প্রতিভাদীপ্ত,  
 হের ও ত্রীমুখ মণ্ডল,—  
 কত দুঃখে হয়েছে মলিন !  
 নিত্য নব সৃষ্টির আনন্দে বিভোর—  
 ও নয়ন হ'তে,  
 অশ্রুধারা ঝরে অবিরাম !  
 ওরে ভক্ত, ওরে প্রিয়,—  
 আয়, আয়—  
 আমিই দেখাইব পথ,  
 সত্যপথ—মুক্তির উপায় ।

নন্দী তোমারই রূপায় প্রভু—  
 মুক পায় ভাষা, পঙ্খ লঙ্ঘে গিরি !  
 ক্লান্ত, শ্রান্ত দেহ,  
 তবু কৈলাস শিখর পানে—  
 স্থির দৃষ্টি রাখি হন আত্মস্থান !  
 শিলা, উপশিলা—  
 বন, গিরি-নির্ঝর—  
 ফেলিয়া পশ্চাতে—

মহাদেব দেবতা ! সকল হ'তে বড়,  
 সর্বজ্ঞাধার, জ্ঞানের ভাণ্ডার,

তবু পুত্র শোকে  
 গৃহীসম কত বিচঞ্চল !  
 হায় ইন্দ্র !  
 কেন নিলে ত্রিশিরার শির ?  
 বিনাদোষে কেন বা বধিলে স্বষ্টাপুত্রে,  
 পরম ধার্মিকে,—  
 শাস্ত্রপাঠ, বেদগান,  
 আছিল যাহার কর্তব্য প্রধান ?  
 স্বষ্টারে আমি কেমনে করি নিবারণ !  
 নন্দী, যাও স্বরা করি,  
 যাও ভক্ত স্বষ্টার নিকট,  
 যত্ন করি, হাতে ধরি—  
 ওরে হেথা করো আনয়ন ।  
 ও যে ভক্তিদারে বেঁধেছে আমায় !

[ প্রস্থান

নন্দী

স্বষ্টা !  
 তুমি ভাগ্যবান মহা—  
 মহেশ্বরে করিয়াছ বিচলিত অতি !  
 ধন্য তুমি—  
 ধন্য তব অন্তরের শ্রদ্ধা ভক্তিকণা !

গীত

ওগো লীলাময়,  
তোমার লীলা যে বুঝিতে পারি না হায়  
কখন ভাঙ্গিয়া কখন আবার গড় ।  
কতু জালা, কতু রূপায় তোমার  
কারো হিয়া মরু স্থধা শ্যামলিম কব ।  
তুমি যে চালাও চলি আমি তাই  
তুমি বিনা আর মোর কোন গতি নাহ  
দ্বঃখে যখন ভেঙ্গে পড়ি গো  
মোবে নব প্রেবণায় ভব ।

[ প্রস্থান

( দ্বষ্টাব প্রবেশ )

দ্বষ্টা

ত্রিশিরা, ত্রিশিরা—  
ওরে প্রাণাধিক !  
দেবকার্য সাধন রত তনয় আমার,  
অমরের হিংসাপাত্র হয়ে—  
বিনা দোষে দিলি প্রাণ—  
ইন্দ্র তোর বধিল পরান !  
ওগো দয়াময় !  
একি অত্যাচার—  
পুত্রহারা আমি !  
ত্রিশিরা, ত্রিশিরা—



হে দেবাদিদেব, মহাদেব,  
 ভোলানাথ, আশুতোষ,—  
 স্বল্পে তুষ্ট তুমি চিরদিন !  
 দয়া কর, কর দয়া প্রভু,  
 ফিরে দাও সন্তানে আমার ।  
 ত্রিশিরা, ত্রিশিরা—  
 এই বক্ষে ফিরে আয় পুনঃ—  
 আয়রে ছলল আমার,  
 স্কুমার, স্কোমল—  
 না না—নহে স্কুমার, স্কোমল,  
 নহে শাস্ত্রবিদ্—  
 নহে'ক ধার্মিক রূপেতে,  
 শক্তিমান, তেজবলে বলীয়ান—  
 দয়ামায়াহীন—  
 অশ্বরের রূপে আয়,—  
 রুদ্রের প্রসাদে আয়,—  
 ওরে আয় রুদ্ররূপে !

( নন্দীর পুনঃ প্রবেশ )

নন্দী

কে,—কে তুমি ?  
 চিনিলে না ?  
 চিনিবে না তুমি,  
 সে পদ্মচরণ ছাড়া—  
 আজি কিছু নাই মনে !

ঘৃষ্টা

কে গো এলে ঈশ্বর করুণা ?  
দেখি, দেখি মিলাইয়া,  
হাঁ-হাঁ—ঠিক-ঠিক,  
অনুমান নহে মিথ্যা মোর,—  
তোমারই মাঝে দেখি মহেশ সন্ধান ;  
শিব-শিব— !

নন্দী

শিব—শিব— !  
আমারই মাঝে পাইয়াছ মহেশ সন্ধান ?  
শ্রেষ্ঠ শিল্পী তুমিহে !  
দৃষ্টি কেন আচ্ছন্ন তোমার ?  
ভৃত্য আমি,  
কর্ম মোর প্রভু গুণগান ।  
গুণের অতীত তিনি  
গুণের আকর—  
নিঃসংশয় সত্ত্ব তিনি হুঃখ হরণ ।

### নন্দীর গীত

মহাদেব বিনা কে হুঃখ হরে  
ওয়ে হুঃখহরণ  
মায়া অন্ধকারে যার জ্যোতি ঝঞ্ঝে  
ও যে রক্তবরণ ।  
ও অন্ধমানে আনে বরাভয় আর  
সে আর্তজনে ঢালে শান্তি জোয়ার  
ও যে প্রেমের দ্বীপে শিরে গজা ধরে  
সে যে ভকতশরণ ।

স্বষ্টা

শুনে নাম সার্থক পরাণ,  
পাই যেন নব বল হৃদে ।  
কিস্তি অবসন্ন দেহ মোর,  
কাঁপে কলেবর !

নন্দী

এসো দেব, এসো ভক্ত,  
আমার প্রভুর  
একান্ত অনুরক্ত ।  
ধর হাত,  
তোমার সকল অবসাদ,  
শিব নামে হ'য়ে যাক—  
অনন্তে বিলীন !  
ভালো কার্যে পাঠাইলে ধাতা,  
ভক্তরে লইয়া চলি ভগবান কাছে  
দেখা দাও, দেখা দাও ।  
প্রভু বিশ্বেশ্বর !

স্বষ্টা

[ উভয়ের প্রস্থ ]

( নারদের প্রবেশ )

নারদ

মায়া ডোরে গাঁথা এ জগৎ  
মায়ার প্রভাবে অনর্থ উদ্ভব ।  
ছায়হীন এক আচরণে  
বহু অছায় হয় সংঘটন ।  
তবু কেহ বুঝেও বুঝে না ।  
নিজেরে লইয়া ব্যস্ত  
মোহগ্রস্ত—

আপনাতে আপনি বিভোর ।  
প্রতিকার কতদিনে কে করিবে এর '  
কত দিনে হিংসা-ধ্বংস ভুলি,  
আত্ম-পর মিলি,  
এক সাথে—  
সবে হ'য়ে এক যাপিবে জীবন ?

### নারদের গীত

ভগবান তুমি মায়া মোহ কর দূর  
প্রেম অম্বতে জীবন বীণায়  
ভরে তোল নব স্বর ।  
কালিমা কলুষ হৃদয় গহনে  
আন জ্যোতি অগ্নি দহনে  
চিন্তা আমার তোমারই পরশে  
ক'রে তোল স্মরণ ।

[ প্রস্থান

( দ্বিষ্ঠার পুনঃ প্রবেশ )

দ্বিষ্ঠা

দেখা দাও, দেখা দাও,—  
প্রভু বিবেচক !  
বড় জালা—প্রতিহিংসা জালা—  
সর্ব শক্তি মোর ক'রেছে বিকল !  
দয়া কর, ওগো দয়াময়,  
এখনও কি হয়নি সময় ?  
বাগ—যজ্ঞ—ভজন—সাধন—

( মহাদেবের পুনঃ প্রবেশ )

মহাদেব      সাধনায় তুষ্ট আমি তোর,  
 চাহ বর যেনা ইচ্ছা হয় ।

স্বষ্টা      আসিয়াছ দেব !  
 আসিয়াছ প্রভু সম্মুখে আমার !  
 কৃপা করি দিলে দরশন ।  
 চাহ দিতে বর ?  
 তবে ফিরে দাও মোরে—

মহাদেব      কি চাহ ফিরায়ে ?

স্বষ্টা      পুত্রে ফিরে দাও,  
 প্রভু গৃহুজ্যেয় !

মহাদেব      তাই হবে ।

স্বষ্টা      তাই হবে ?  
 পুত্র ফিরে দিবে ?  
 তবে দাও বল, তেজ দাও তারে ।  
 নব কলেবারে দাও প্রমত্ত বিক্রম,  
 ইন্দ্রের ইন্দ্র যেন  
 পারে সে করিতে হরণ !

মহাদেব      তাই হ'ক ।  
 পুত্রে ফিরে নাও—  
 আকাজকা তব চটক পূরণ !  
 বিলম্বের নাহি প্রয়োজন ;  
 কামনা করিয়া পুত্র—

মম তৃপ্তি হেতু,  
 পূর্ণাহতি যেই যজ্ঞে  
 ক্ষণ আগে করেছ প্রদান,  
 বৃত্তাকার সেই যজ্ঞকুণ্ড হ'তে—  
 উদ্ভূত অশ্বব,—বৃত্তাস্বর নামে,—  
 সর্বাঙ্গে লইয়া পূর্ণ যৌবনকান্তি,  
 তেজ বীর্যে পূর্ণ হয়ে—  
 তব পুত্ররূপে—  
 এই মাত্র লভুক জনম ।

( বৃত্তাস্বরের আবির্ভাব )

বৃত্তাস্বর	হাঃ হাঃ হাঃ—
ঈষ্টা	ত্রিশিরা—পুত্র, বৃত্তাস্বর—পুত্র—
মহাদেব	কিন্তু আছে মাত্র দুই নিবেধ আদেশ ।

[ বৃত্তাস্বরের অন্তর্ধান ]

ঈষ্টা	নিবেধ আদেশ ?
মহাদেব	নীচ মন, নীচ প্রাণ, নীচ বৃত্তিতে হইয়ে চালিত, নীচ কার্য কোন, জগতের চক্ষে যাহ! হয়ে চিরদিন, যেন না করে দানব, কিঞ্চি তার না হয় সহায় !
ঈষ্টা	অবশ্য অবশ্য । যোর পুত্র কভু—

করিবে না নীচ কার্য :  
 আমি তারে করিব নিষেধ ।  
 দ্বিতীয় নিষেধ আমার—  
 বল, বল, প্রভু ।  
 তোমা সনে তার,—  
 যেন না হয় মিলন !  
 আমা সনে— ?  
 মিলন যেন না হয় কভু  
 তোমা সনে তার ।  
 থাকে যদি অদৃষ্ট লেখন,  
 উভয়ের পরিচয় পিতাপুত্র রূপে,  
 রাখিও স্মরণে,—  
 সে মিলন হবে অতি ক্ষণস্থায়ী,  
 পরস্পরে বাধিবে না  
 প্রীতির ঈশ্বিত বন্ধনে,  
 স্নিগ্ধরসে জুড়াবে না প্রাণ ;  
 বিপরীত পথগামী হইয়া দুজনে,  
 অখশান্তি দিবে বিসর্জন ।  
 অখশান্তি দিব বিসর্জন—  
 পুত্র মুখ করি নিরীক্ষণ ?  
 হে পরম পিতা—  
 তব বাসনা করিতে পূরণ,  
 অমঙ্গলে করিতে মঙ্গল  
 যাত্রা এই ছুই নিষেধ আদেশ ।

দৃষ্টা

বুঝিতে অক্ষম আমি  
দেখিব না পুত্র মুখখানি  
ধরিব না বুকে—

মহাদেব

নীচ গতি পুত্র সনে—  
পিতার মিলন,  
মহা আবর্তের এক করিবে স্বজন।  
মুহূর্তে উঠিবে জ্বলি—  
প্রদীপ্ত অনল,  
তাহারই স্বযোগ লভি,  
ইন্দ্র যদি কোন কালে—  
দাঁড়ান আসি সম্মুখে তোমার,  
উভয়ের সেই সে মিলন হতে,  
জেনো স্থির,—রক্তের সংহার।

[ প্রস্থান

দৃষ্টা

প্রভু ! প্রভু !  
বর দিলে, লভিসু তনয়,—  
এতই করুণা যদি করিলে আমায়,  
তবে কেন এই নিষেধের নিগড় গড়ি—  
পিতা পুত্রে ব্যবধান করিলে রচনা ?  
এষে প্রভু, পুত্র দিয়ে,—  
পুনঃ পুত্রহারা করিলে আমায়।  
কি করিলে তুমি শ্মশানেশ্বর !

[ প্রস্থান



( চিন্তদেবের প্রবেশ )

গীত

সাগর জলে ডুব দিয়ে ছায়,  
 ঝিলুক নিলি তুলে  
 পাশে ছিল বন্ধুখনি  
 দেখলি না চোখ তুলে ।

প্রদীপ দেখে ভ'রল আঁখি  
 সূর্য দেখা বঠল বাকী  
 কূলের ধাঁধায় রইলি বাঁধা  
 এসে অকূল কূলে ।

মরীচিকার অমুরাগে ধারা জলের গান  
 শুনলি না ছায় খেয়াল বশে  
 বন্ধ রেখে কান ।

মোক্ষ লাভের মন্ত্র সেধে  
 মাযার পায়ে ধরলি কেঁদে  
 রূপেব মেলায় অরূপ মিলায়  
 যোগের বাঁধন খুলে ।

[ প্রস্থান

( ব্রহ্মাসুরের প্রবেশ )

ব্রহ্মাসুর

শিব-শঙ্কু !

কে আমি ?

দেব, দৈত্য, মানব না দানব ?

অতি স্পষ্ট কে যেন কয়ে গেল কানে—

নাম মোর ব্রহ্মাসুর !

অসুর-অসুর—

তাই বুঝি এত বল—  
 এত তেজ ধরি এই দেহে !  
 দৈত্যকুলে লভেছি জনম,  
 লক্ষ্য মোর দেবতা দলন !  
 কে হাসে অদূরে ? স্নেহমাখা হাসি !  
 দূরে চলে যায় ।  
 কেন নাহি আস সম্মুখে আমার ?  
 কে—কে ? না-না—ভ্রম-ভ্রম—  
 কেহ নাহি নিকটে আমার !  
 একা আমি !  
 হিংসা জাগে মনে,—  
 স্বর্গ, দেবতা, ইন্দ্র,—ইন্দ্র ?  
 কি ছার সে ইন্দ্র,—  
 কত শক্তি ধরে সেই দেবতার রাজা,  
 নাহি পরিভ্রাণ কভু বুড়োহর করে !  
 ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব আমি করিব হরণ ;  
 স্বর্গ রাজ্য অবশ্য জিনিব ।  
 শিব শত্ৰু ।

[ প্রস্থান

## দ্বিতীয় দৃশ্য

### প্রাস্তর

( অবোধাস্থর ও নির্বোধাস্থরের প্রবেশ )

- অবোধাস্থর      জয় অস্থররাজ বুড়াস্থরের জয় ।
- নির্বোধাস্থর      ও দাদা, একটু দাঁড়ানা বাবা । বলি তুই হলি কি ?  
হাঁটতে জানিস না ? কেবল দৌড় ? হাঁপাতে হাঁপাতে প্রাণ  
যে যায় । যুদ্ধ করতে এসে দেখছি বিপদে পড়লাম ।
- অবোধাস্থর      ওরে বিপদ থেকে উদ্ধার পাবার জন্তেই যুদ্ধ । চোখের  
সামনে দেখলি ত, প্রভু বুড়াস্থর, কত অল্প সময়ের মধ্যে, শুধু  
যুদ্ধ করে করেই আমাদের এই অস্থর জাতটাকে পাতাল থেকে  
স্বর্গে নিয়ে চলেছেন ।
- নির্বোধাস্থর      সেই জন্তেই তো বলি, দেবাস্থরের এই বিবম যুদ্ধ না  
বাধালেই ছিল ভাল, হট করে স্বর্গে যাওয়াটা শুভকর্ম নয় ।
- অবোধাস্থর      কেন অশুভ কিসে ? এই ত সুষোণ ! দেবতাদের সব অত্যাচার  
অবিচারের দিন শেষ । মনে কর দেখি সমুদ্র মন্থন হল, অমৃত  
উঠল, বিষও উঠল, দেবতারা নিলেন অমৃত, আর বিষের  
বেলা অস্থর ।
- নির্বোধাস্থর      তা হক, ওকথা মনে রাখিস না । ওরা ত আমাদের পর নন—  
নিকট আত্মীয় । ওটুকু সহ্য করতে হবে বৈকি ।
- অবোধাস্থর      জানি, তুই বলবি, আমরা সকলেই সেই এক কণ্ঠপের  
সন্তান । অস্থরেরা দিতি আর দেবতারা অদিতি মায়ের ছেলে
- নির্বোধাস্থর      নিশ্চয়ই, দেবতারা আমাদের বৈমাত্রেয় ভাই ।

অবোধাস্তব বৈমাত্রেষ ভাই-ই বটে, আমাদের বসাতলে পাঠিয়ে দেবতাবা চিবকাল স্বর্গ উপভোগ করতে থাকলেন। দেবতাবা অতি গীন, নীচ, স্বার্থপর।

নির্বোধাস্তব মিথ্যে চটিস ভাঙি। ঐ দেবতাবা আবাব মাঝে মাঝে এগিয়ে এসেছেন, আমাদের সঙ্গে ভালবাসার সম্বন্ধ স্থাপন করতে, আত্মীয়তা প্রতিষ্ঠা করতে। শোন, ইন্দ্রের ইন্দ্রাণী—ঐ শচী দেবী—তিনিও ত পুলমন কত্তা পোলোমী।

অবোধাস্তব পূর্বের অবস্থার সম্রাট পুলমন কত্তা পোলোমী। শচী তো তাহলে আমাদেরই হে।

নির্বোধাস্তব তবে আব বলছি কি? ওবে দাদা, তোমার শ্যালীটি, বাবা, ঐ বিকটদশনা যে বকম ভয়ানক হুন্দরী আব ডাগব ডোগবটি জয়ছে দেখলাম, ভবিষ্যতে কোন দেবতা যদি—

অবোধাস্তব অনুগ্রহ ক'রে বিয়ে করেন?

নির্বোধাস্তব তোব কপাল ফিববে।

অবোধাস্তব শ্যালীর বিয়েতে তোব কপাল ফিকক। ওবে চিবকাল আবামে সহজ জীবন যাপন ক'বে ক'বে, দেবতাদের কি আব কারোব কথা মনে থাকে?

নির্বোধাস্তব থাকে বে থাকে। সব দেবতা সমান নয়। তুষ্টি দেবতা, ঐ বিশ্বকর্মা, তিনি ত অস্থবের ঘরে এক বিয়ে কবেছিলেন। কোনদিন ভুলতে পেরেছেন সে সম্পর্ক? অস্থব পত্নীর একটি ছেলে জয়েছিল, কি ভালই বাসতেন তাকে। তপস্শা ক'বে যদি সে দেবত্ব পায় এ কারণে ইন্দ্র তাকে বধ করেন। মৃত পুত্রের পক্ষ নিয়ে, দেবতা হয়ে, তিনি দেবতাদের সঙ্গে

শক্রতা পর্যন্ত করেছেন। দেবতাদের প্রতি ক্রোধে, ঘৃণায়  
স্বর্গদেব গুনেছি স্বর্গ ছেড়ে চলে গেছেন।

অবোধাস্বর শুধু তোমার ঐ এক স্বর্গদেবকে নয়, এবারে সব দেবতাকে -  
স্বর্গ ছেড়ে চলে যেতে হবে। অস্বরবাহিনীর সম্মুখে, প্রভু  
ব্রহ্মাস্বরের কালকের ঘোষণা শুনিস্ নি ?

নির্বোধাস্বর কোন ঘোষণা দাদা ? তিনি আবার কি বলেছেন বাবা ?  
অবোধাস্বর তিনি বলেছেন আমরা স্বর্গের অতি নিকটে এসে পড়েছি।  
স্বর্গে যেতে আর কতক্ষণ !

নির্বোধাস্বর স্বর্গে যেতে যে আর বেশীক্ষণ নয়, সে তো স্পষ্ট বুঝতে  
পারছি। যে রকম তরোয়ালের বন্বনানি, বর্ষা ছোড়ার  
শন্বনানি আর ধনুক তীরের বন্বনানি, আর রক্ষা নেই। যাবো  
একেবারে স্বর্গে যাবো।

অবোধাস্বর প্রাণ নিয়ে দেখছি তোর প্রাণান্ত !  
নির্বোধাস্বর প্রাণে বাঁচলে নরকে যেতেও আমি প্রস্তুত, বেঁচে থাকতে,  
তোদের এই স্বর্গযাত্রায় আমি নেই।

অবোধাস্বর ওরে নরকে বিষ, স্বর্গে অমৃত, বিষে বাঁচবি কতক্ষণ ? স্বর্গে  
গিয়ে পেটে অমৃত খেয়ে, গলায় পারিজাতের মালা ছুলিয়ে—

নির্বোধাস্বর পারিজাতের মালা ?

অবোধাস্বর আয় সঙ্গে আয়, স্বর্গে গিয়ে আমি নিজে তোর গলায়  
পারিজাতের মালা গাঁখে পরিয়ে দেব।

নির্বোধাস্বর সে কাজটি তোমার না করলেও চলবে। স্বর্গে যদি কোনরকমে  
একবার স্বশরীরে পৌঁছুতে পারি, যে আমার গলায় মালা  
দেবে, তাকে আমি নিজেই দেখে বেছে নেব। তুই কেবল,  
আমায় উর্বসী, মেনকা, রক্তাদের নাচ গানের আশরটা চিনি

দিবি—ব্যস,—আর তোকে কিছু করতে হবে না,—আমি সব করে কন্মে নেব ।

অবোধাস্থর ঐরাবতে চড়বি না ?

নির্বোধাস্থর ঐরাবত হাতী ; তা চড়তে পারি, আগে তুই উঠেঃশ্রবা ঘোড়ার পিঠে টগবগিয়ে যদি একবার অঙ্গরাদের আস্তানা ঘুরিয়ে আনতে পারিস—তারপর—

অবোধাস্থর তারপর—তারপর—আমরা একদিন নন্দন কাননের ভিতর দিয়ে কুসুমাস্তীর্ণ পথ বেয়ে, ত্রাণে পাগল কস্তুরী যুগসম,—ধীরে ধীরে, অপূর্ব সব দৃশ্য দেখতে দেখতে, এগিয়ে মন্দাকিনীর তটে পৌঁছাব । স্নানরতা অনন্তযৌবনা দেববালা—

নির্বোধাস্থর না ! আগে কল্পরক্ষের সন্ধান ! ভিক্ষা করে কুবেরের ভাণ্ডার জমিয়ে নিতে হবে না ? হাত ভারি থাকলে, তবে তো মজা ।

অবোধাস্থর নিশ্চয়ই, কল্পরক্ষের নীচে দাঁড়িয়ে, চোখ বুজে জোড় হাতে ভক্তিভাবে—গদ-গদ স্বরে, শিখে—নে—

নির্বোধাস্থর ( চেষ্টা ক'রে ) লোভ দেখিয়ে ক্ষেপিয়ে মজা দেখছ ? দেখ দাদা, আমি তোমায় সাবধান করে দিচ্ছি বাবা, স্বর্গে যদি একান্তই যেতে হয়, তোমায় আগে সেখানে পাঠিয়ে, কায়ম করে, তারপর ওরে দাদা—আমার ভাগ্যে যা আছে বাবা—

অবোধাস্থর নির্বোধে, কাঁদিসনি, হাস, বেশ করে প্রাণ খুলে হাস । স্বর্গে যে যায় সে হাসে—যে যায় না কান্নার পালা তার ।

[ উভয়ের প্রস্থান ]

## তৃতীয় দৃশ্য

স্বর্গ

( ইন্দ্র, শচী ও জয়ন্তের প্রবেশ )

ইন্দ্র

চিন্তামাত্র হায় আজি সম্বল আমার ।  
নাহি জানি কতদিনে,  
অসুরের আক্রমণ হতে পাব পরিভ্রাণ ?  
প্রতিদিন আসে বুত্র দৈত্যরাজ,  
প্রতিদিন করিছে নিষ্ফল—  
দেবের সকল সমরায়োজন !  
অক্ষম দেখি আজি দেবতা মণ্ডল,  
প্রতিহত করিবারে দানবের দলে !

শচী

অসুর সমাজ যেন  
মহাশক্তি করিয়া হরণ,  
আপন উদ্দেশ্যে তাহা করে আরোপণ !  
মহাবলে বলীয়ান—দর্পী বুত্রাসুর,  
নাহি জানি কি অনর্থ ঘটাবে এবার !  
হে দেব, স্থানত্যাগ বিনা—  
নাহি দেখি কোন গতি আর ।

জয়ন্ত

স্থানত্যাগ ?  
একি কথা শুনাইলে মাতা ?  
জান না কি, বুঝনা জননী,  
কত ব্যথা বাজে:বুকে,—

একবার করিলে স্ববর্ণ—  
 স্বর্গহাবা মোরা ?  
 দেবাস্তবে বেঁধেছে সংগ্রাম,  
 আজি মোবা যদিও বিজিত—  
 কল্য হ'তে পাবি জয়ী ।  
 নাহি জানে কেহ  
 ভবিষ্যৎ গর্ভে কি আছে নিহিত ।  
 কুমাব !  
 জয়ন্ত !  
 মাতা অমবাবতী !  
 আশৈশব যাব কোলে হয়েছি বর্ধিত,  
 প্রতি পলে,  
 নানা মূর্তি ধবি সম্মুখে সবাব—  
 আশিস ধাবায় যেবি—  
 সন্তানেবে কবেছে চঞ্চল,  
 শত্রু হস্তে তুলে দিয়ে—  
 সেই জন্মভূমি মায়ে,  
 কোন প্রাণে, কহ গো জননী,  
 করি স্থানত্যাগ,  
 দূবে যাবো চলি ?  
 আজি যেতে হবে দূরে ।  
 ত্যাগ বিনা পরম সম্পদ—  
 বিশ্ববাসী পারে কি লভিতে ?  
 স্বর্গচ্যুতি বেদনা ব্যথার,

ইন্দ্র

শচী

জয়ন্ত

ইন্দ্র



তীব্র হয়ে উঠুক সবার ।  
 সর্বশক্তি করিয়া নিয়োগ  
 অস্তরে প্রদানি শান্তি,  
 দেবের স্বাধিকার,—  
 স্প্রতিষ্ঠিত করিব আবার ।

শচী

নাহি জানি কবে—  
 দেব রাজ্য মাঝে আসিবে সেদিন,  
 অস্তুরগণে করি বিতাড়িত,  
 অমর চিত্ত হবে ভয়-ভাবনাহীন :

জযন্ত

আসিবে সেদিন মাতা—  
 নিশ্চয় আসিবে ।  
 অমরার পরাজয় ত্রিজগৎ মাঝে—  
 পরম বিস্ময় !

ইন্দ্র

জানি, অমরার পরাজয়—  
 অতীব বিস্ময় ।  
 কিন্তু দেখ নাই পুত্র,  
 কি অপূর্ব তেজে—  
 যুঝে সে দানব বৃদ্ধ ।  
 গতিরোধ কে করিবে তার ?  
 হতাশন, পবন আদি—  
 দেবগণ সনে করিয়া মন্ত্রণা  
 এ সঙ্কটকালে—  
 উপায় নাহিক দেখি—  
 স্থানত্যাগ বিনা ।

জয়ন্ত স্বর্গরাজ্য পরিত্যজ্য—  
দেব সবা কার ।  
এ সংবাদ শুনিবার আগে—  
মৃত্যু কেন হ'লো না আমার !

( নারদের প্রবেশ )

নারদ অমরের মৃত্যু নাই,  
তাই মৃত্যু হ'লো না তোমার ।  
ইন্দ্র দেবর্ষি !  
অসময়ে তব আগমন—  
নহে কভু উদ্দেশ্য বিহীন ।  
হে নারদ, হে ঋষি,  
শ্রীহরি চরণে তুমি  
প্রাণ-মন করেছ অর্পণ,—  
দাও প্রভু ভক্তিমান,  
দাও দেব পথের সন্ধান ।  
দেবদূত ! কহ কি কর্তব্য আমার !

শচী তোমারই যে আশাপথ চাহি,  
দণ্ড পল করেছি গণনা,  
ত্রিজগৎ মাঝে—  
কোন দিন কোন কালে—  
কিছু তব নাহিক অজানা ।  
কহ ঋষি,  
মন্দভাগ্য কেন আজি দেবতা সমাজ ?

বৃত্ত ভয়ে কেন আজি—  
 ত্রিদিবের ঘরে ঘরে উঠে হাহাকার ?  
 কেন আজি দেবের সকল শক্তি  
 চূর্ণ হলো বৃত্তাস্ত্রের রণে ?  
 দুঃখে উঠে কাঁদিয়া হৃদয়,  
 মনে মোর জেগেছে সংশয় ;  
 পাপ বুঝি পশিয়াছে—  
 পুণ্যময় দেবতার কুলে !  
 জয়ন্ত, দেবেন্দ্রকুমার !  
 অনুমান নহে মিথ্যা তব ।  
 দেবরাজ !  
 পড়ে কি স্মরণে আজ ত্রিশিরার কথা ?  
 আছে কি মনে,  
 অসুরীর গর্ভজাত,  
 শ্রেষ্ঠ শিল্পী স্বষ্টাপুত্র—  
 সাধন ভজন রত পবিত্র বালকে ?  
 ইন্দ্র দেবর্ষি ! আছে মনে,  
 সন্ম বটে ত্রিশিরার শির নিছি আমি,  
 স্বষ্টাপুত্রে করিয়াছি বধ ।  
 কিন্তু সে তো দেবের কল্যাণে ।  
 যতক্ষণ আছি আমি দেব সিংহাসনে,  
 দেবকুল রক্ষণ—  
 দেবকুল মঙ্গল সাধন—  
 সেই মোর ধর্ম, কর্তব্য প্রধান !

নাবদ

কিস্ত নিজ ইষ্ট সাধনের লাগি,  
অবহেলে পর প্রাণ নাশ—  
কোন যুক্তি বলে  
ধর্ম তুমি कह দেবরাজ ?

ইন্দ্র

একি ইচ্ছিত তুমি করিছ আমার ?  
দেবতার অধীশ্বর আমি ।  
মোর চক্ষে,—

দেব কার্যে অনধিকারী যেবা—  
দৃঢ় হস্তে শাসনের তার,  
আছে মোর পূর্ণ অধিকার ।

নারদ

কোথা কবে কে আছে এমন—  
এ তিন ভুবনে,  
দেবকার্যে—ধর্মে—কর্মে—  
অধিকার নাহিক যাহার ?

ইন্দ্র

দেবরাজ জানে ঋষি দেবধর্ম তার ।  
সহস্রলোচন মোর —  
ব্যস্ত নিশিদিন তার অশেষণে,  
আঁপন গুণীর রেখা যে করে লঙ্ঘন ।  
তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মোর সদা ফিরিছে খুঁজিয়া—  
কোথা কোন নীচ জন,  
করে উচ্চ আচরণ—  
যার লাগি দেবতার স্বার্থহানী ঘটে ।  
দেব ইষ্টই শুধু কামনা আমার ;  
মোর পথে যেবা অন্তরায়,

হ'ক সে বুদ্ধ কিম্বা কোমল বালক ;  
ক্ষমা নাই তার ।

জন্মগত ক্ষুদ্র অধিকার ল'য়ে,  
বিরাটের প্রতি যার তীব্র আকর্ষণ,  
সেই মুখ' অর্বাচীনে,  
সেই দেবকার্যে অনধিকারী জনে,  
নিজ হস্তে দণ্ড দিতে সদা—  
আছে মোর পূর্ণ অধিকার !

( চিন্তদেবের প্রবেশ )

গীত

ও তোর পগন ছোঁয়া অন্ধকারের অন্ধকারে  
আপনাকে তুই রাখলি বেঁধে বন্ধন্বারে  
তোর শিকলে হায়রে অবুঝ জড়াস নিজে  
বিফল হ'লো ফলটুকু তার মরলি মিছে  
ও সেই রুদ্রদেবের বজ্রশাসন  
এখনও তুই জানিস না রে ।  
ও তোর অত্যাচারের আগুন জ্বলে সবার প্রাণে  
সেই যে দহন নিত্য দহে ভগবানে  
আঘাত যে তার তোরই লাগি আছে জমা  
মহাকালের বিচারে তোর নাইরে ক্ষমা  
ও তোর ভাগ্যাকাশের উদয় তারা  
হারিয়ে যাবে ঘোর আধারে ।

[ প্রস্থান

ইন্দ্র

সত্যই আমি অপরাধী ।

শচী

হত ত্রিশিরা—

তাই কি অপবাদী মোবা—  
 আজি নিযতি বিধানে ?  
 ইন্দ্র      কহ দেব ত্রিকালজ্ঞ,  
 দেবের উপায় কিবা ?  
 কি বা পবিগাম ?  
 নাবদ      সর্বকার্যের মূলাধার যিনি—  
 দেবেবও দেবতা যিনি —  
 স্থিব জেনো,  
 সকল উপায় চিন্তা—  
 নিজে তিনি কবেন আপনি ।  
 মহাকার্য ভাব আজি সম্মুখে তোমাব—  
 আব জেনো,—ওক পবীক্ষা ইহা দেবতাব ।  
 জয়ন্ত      পবীক্ষা ! পবীক্ষা কবিনু স্বীকাব ।  
 সঙ্কল্প কবেছি স্থিব ।  
 পিতা !  
 ইন্দ্র      কি সঙ্কল্প, পুত্র ?  
 জয়ন্ত      পিতা, দেহ অনুমতি,  
 এ সঙ্কটকালে—  
 দেবগণ মাঝে আমি যাপিব জীবন ।  
 বীব আমি, যোদ্ধা আমি,  
 ল'য়ে মুখে 'অমরাবতী' নাম—  
 অমর চমু বন্ধে সাহস সঞ্চারি,  
 জাগাইব শবে নুতন উত্তমে,  
 জননী জন্মভূমি তরে ।

ইন্দ্র ও শচী

জয়ন্ত

পারিবে কি বৎস ?

তব আশীর্বাদে—মাতা—

অবশ্য পারিব ।

পিতা ! চিরদিন একমাত্র লক্ষ্য মোর  
অমরার মান !

ইন্দ্র

তাই আনন্দ নন্দন হুমি—

দেবগণ মান্বে ।

যাও, যাও—জয়ন্ত কুমার,  
নূতন আশায় পুনঃ জাগায়ে অমরে,  
নূতন সাহসে পুনঃ ঘুরাহ দানবে ।

জয়ন্ত

পিতা ! প্রণাম চরণে.

কর আশীর্বাদ—

অমরার মান যেন মনে প্রাণে—  
পারি রক্ষিবারে ।

প্রণাম দেবর্ষি—প্রণাম মাতা—

শচী

জয়ন্ত, পুত্র—

জয়ন্ত

না না—ফেলিও না অঁখিজল ।

মাতা, স্নেহের অমৃত বাঁধনে—

এক পুত্রে বেঁধে রেখে,

শত পুত্রে মুক্তি স্বর্গ চতে—

ক'রো না বঞ্চিত ।

প্রণমি চরণে মাতঃ,

হাসি মুখে দাও মা বিদায় ।

মা গো, জননী 'অমরাবতী'র

করুণ আশ্রান—

বিচঞ্চল ক'বেছে আমায় ।

[ প্রস্থান

শচী

জয়ন্ত—জয়ন্ত—

পুত্র গেল চলি ।

ইন্দ্র

বীৰ মাতা তুমি—

ক্ষোভ নাহি কব ।

বীৰপুত্র তব

দেবের গৌরব !

নারদ

কাজাব আশ্রান তুমি শুনিলে কুমার,

দেশ মাতৃকাব—

অথবা সেই পবন পিতার,—

গীমাংসা তার কে কবিরে কবে ?

ইন্দ্র

দেবর্ষির বাক্যে আমি

আশার তবগীথানি দিয়াছি ভাসায়ে

অঙ্গকাব বিপদসাগরে ।

শুন, দেব ।

অভীভেব চিত্রপট কবি উন্মোচন,

নব জ্ঞান, যুক্তি, বুদ্ধি দিয়া

তব কার্য কবিলে সাধন ।

নারদ

মোর কার্য ত হয়নি সাধন !

ভেবেছ বাসব,

শ্রেষ্ঠকার্য ভার—

দেবেশ্রানী মার—



- কার পরে করিবে অর্পণ ?  
 একক পথযাত্রী তুমি  
 আজি সকলের তরে ।
- শচী      পুত্র গেল,  
 পতিরেও বুঝি দেব,  
 কেড়ে ল'বে তুমি ?
- নারদ      স্বামীগত প্রাণা—  
 ত্রিদিব সম্রাজ্ঞী—  
 বাসবের হও মা সহায় ।  
 তাঁরে পথ ছেড়ে দিয়ে,  
 দেবের মুক্তি কর তরাস্থিত ।  
 তিনি যান আপনার পথে ।  
 তুমি মাতা, এসো মোর সাথে,  
 তোমারে লইয়া যাই—  
 ভিন্ন পথ ধরি—  
 যেথা তব যোগ্যতম স্থান ।
- শচী      তাঁর ও আমার পথ—  
 ভিন্ন হলো কবে ?  
 উমাপতি ! এই ছিল ভাগ্যে মে র !
- ইন্দ্র      আমি স্থির পাষাণের মত,  
 বুজের কবল হ'তে উদ্ধারিতে স্বর্গ,  
 সর্বদুঃখ সহিতে প্রস্তুত ।  
 কহ ঋষি,  
 জীবনের চিরসাথী শচী—

- সঙ্গীহাবা কবিতে আমায়,  
কোথায় শচীবে লয়ে করিবে গমন ?
- নাবদ কোথায় লইব আমি ?  
কি সাধ্য আমার ?  
একান্ত স্মৃতি যাব  
পান তিনি আশ্রয় তাঁহাব ।
- ইন্দ্র আশ্রয়—কাহাব ?
- নাবদ মধুবিজ্ঞা অধিকাবী  
মৃতজনে প্রাণ যিনি কবেন প্রদান  
নিজ মস্ত্র বলে ,  
আপন মাহাত্ম্য গুণে—  
মাতা মোব লইবেন স্থান,  
স্বর্গরাজ্য সমতুল্য,  
সেই দধীচি আশ্রমে ।
- ইন্দ্র দধীচি মহামুনি,  
স্বর্গ বৈজ্ঞ অশ্বিনীকুমার দোঁহে  
প্রাণনস্ত্র করেছেন দান,  
দেবতাব বন্ধু—  
করুণার সিদ্ধু তিনি ;  
কৃপা করি দেন যদি শচীরে আশ্রয়  
ঋণভার তাঁর কোনদিন পুরিতে নারিব ।
- নারদ অপূরণীয় দধীচির ঋণ  
দেবের নির্ভর সদা  
মর্তের মানব ।

শচী

আর মোর নাহি কোনো ক্ষোভ  
 দধীচি নামেতে যেন  
 রুদ্রের সব ক্লেশ,  
 যত দুঃখ জ্বালা  
 দূর হয়ে আকাশে মিলাল ।  
 পুত্র যার জগন্তকুমার,  
 স্বামী যার দেবেন্দ্রবাসব,  
 সত্য যার দেবর্ষি নারদ,  
 আশ্রয় যার দধীচি অশ্রয়,  
 তাব আবাব কিসের বিপদ ।  
 দাও নাথ ; দাও পদধূলি,  
 দেবেরে ছাড়িছু আজি—  
 দেবতার তরে ।

[ প্রস্থান

ইন্দ্র

বলে ত গেলে না দেবতার ঋষি,  
 মহাদেব দূত, বিশ্বহিতকামী,  
 কি কর্তব্য আমার ?  
 কাহার নির্দেশে পুত্র যায় রণে—  
 পত্নী তপস্বী আশ্রমে ?  
 এবে উপায় আমার ?

নারদ

তোমার উপায় চিন্তা তোমারই উপর ।

ইন্দ্র

উপায় বিহীন আমি ।

নারদ

উপায় বিহীন যদি

বুঝে থাক সার,

তবে আর কেন কালক্ষেপ ?

ইন্দ্র            বুঝিয়াছি বহুক্ষণ,  
 তবু বল ঋষি, শুনি একবার—  
 হৃদয়ের সত্য সাথে,  
 এক হ'ষে মিলে যাক  
 তব উপদেশ ।  
 বল-বল, মুক্তি কিসে ?  
 নাবদ        সাধনায় !  
 ইন্দ্র        আরাধ্য ?  
 নারদ        দেবাদিদেব মহাদেব !  
 ইন্দ্র        সত্যের পেয়েছি সন্ধান ।  
 শিব নামে যদি হয় দেবের উদ্ধার,  
 শিব নামে যদি হয় অস্থির নিপাত,  
 শিব নামে যদি হয় জগৎ কল্যাণ,  
 কোথা সেই অখিল ব্রহ্মাণ্ডপতি  
 ত্রিলোক ঈশ্বর ?  
 কোথা হিমালয় ?  
 কোথা সে কৈলাস ?  
 শিব—শিব—শিব ।

[ প্রস্থান

## চতুর্থ দৃশ্য

### আশ্রম

( দধীচির প্রবেশ )

দধীচি

ও নমঃ শিবায় শান্তায়  
কারণদ্রব্য হেতবে,  
নিবেদয়ামি চাত্মাণং  
ত্বং গতি পরমেশ্বর ।

হৃদয় প্রভাত !

দূর দিগন্তে—

আপন আলোকে উদ্ভাসিত পুণঃ

দেব জ্যোতির্ময় ।

রজনীর মৃতস্থষ্টি বুকে,

তমোনাশ,

এনে দিলে পরম পুলকে—

প্রাণের প্রকাশ ।

উজ্জ্বল, চঞ্চল বিশ্ব যদি—

এত মধুময়,

কেন তবে বিশ্ববাসী  
 সহে যত ক্লেশ,  
 একে অন্ধে বিঘ্নমান পার্থক্য অশেষ ?  
 দেব দিবাকর !  
 প্রয়োজনাতিবিক্ত নিত্য প্রভা কব দান,  
 জীব তবু দৃষ্টিহীন হয়ে চক্ষুস্থান,  
 প্রকৃতির কোনো শিক্ষা করে না গ্রহণ,  
 আপন অন্তর তাই  
 অন্ধ সম অন্ধকার দেখে ।  
 কতদিনে জীবের এ আঁধার  
 দূর হবে প্রভু ?  
 কতদিনে হে বিশ্ব-আলোক-কর্তা,  
 বিশ্বজন হৃদি মাঝে পাতিবে আসন,  
 উজ্জ্বল কবাবে যত অন্তস্তল ?  
 কতদিনে তব মঙ্গল পরশ,  
 অপূর্ব অনুভূতি—  
 সর্বচিন্তে জাগাবে আকৃতি ?  
 এসো-এসো করো দয়া প্রাণের ঠাকুর !  
 জীবনের যত পূজা,  
 মন্ত্রপাঠ, জপ, আরাধনা—  
 সব মিছে বিফল গণনা,  
 মনো-অন্ধকার—  
 হে আলোকনাথ,  
 যদি না কর হে দূর !

( নন্দীর প্রবেশ )

গীত

ভকতি প্রেম ভরে  
 আকুল আঁখি ঝরে  
 ব্যাকুল হিয়া পেল  
 মানব দেবতারে  
 হৃদয় থর থর  
 পুলক ভর ভর  
 আলোর তুষা লয়ে  
 রাঙালো নীলিমারে  
 ত্যাগের মন্ত্রগানে  
 অমৃত বহা আনে  
 চিন্ময় এলো বুঝি  
 তন্ময় অভিসারে  
 নির্বাণ দীপ জ্বালো  
 তিমির নাশা আলো  
 অভয় বাণী তব  
 কণ্ঠেতে ঝঙ্কারে ।

দধীচি

কে তুমি শিব ভক্ত—  
 দাস্ত্র ভাবেতে কর  
 মহেশ ভজনা ?  
 অন্তর যবে অন্তর্যামী তরে

নন্দী

কাঁদিয়া আকুল ভবসিন্ধু মাঝে,  
কৌশলে সঙ্গীতের ছলে,  
নুতন আশাব বাণী  
ইঙ্গিতে করিয়া প্রকাশ,  
কৃতার্থ যে কবিলে আমায় !  
কৃতার্থ তুমি কবিলে সবায় ।  
মহেশ ইচ্ছায়—  
তব নাম—তব যশ—  
জগৎ সভায়,  
চিরদিন জীব হৃদে পূজার আসন লভি  
ইহ জন্ম করিলে সার্থক !  
কহি তোমা শঙ্কর আদেশে—  
তোমা তরে মহাকার্য প্রতীক্ষায় আছে ।

[ প্রশ্নান

দধীচি

আমা তরে মহা কার্য  
আছে প্রতীক্ষায় ?  
কে আমি ?  
কি শক্তি আমার ?  
দুর্বল অসহায় বলি,  
সর্বশক্তি মূল্যধার—  
সকল কারণ দৈবর,  
তারই পায়ে কাঁদিয়া কাঁদিয়া  
এ জীবন দিয়াছি কাটায়ে !  
কোথা গেলে শিবভক্ত তুমি—



শিব নাম করিয়া প্রচার ?  
 একি—একি—  
 অব্যক্ত এক মধুর আবেশে  
 অন্তর মোর করিল বিভোর !  
 কি আনন্দ—এত আনন্দ !  
 কি করি, কোথা যাই ?  
 বৃদ্ধ দেহে কোথা শক্তি পাই ?  
 কারেই বা করি জিজ্ঞাসা ?  
 ইচ্ছাময় ! কি ইচ্ছা তব—  
 এ কি পরীক্ষায় ফেলিলে আমায় ?

( নারদ ও শচী প্রবেশ )

নারদ

তোমায় নহেক শুধু,  
 সুরাসুর নর—  
 সবে আজি পরীক্ষায় ফেলেছেন ধাতা ।  
 মাতা, দধীচি আশ্রম এই ।  
 সম্মুখে তোমার—  
 মৃত দেহে প্রাণদাতা,  
 আদর্শ আশ্রয় স্থল  
 মানব দেবতা ।

শচী

বড় প্রয়োজনে, হে তপোধন,  
 আগমন মম তোমার আশ্রম ।

দধীচি

ঋষিশ্রেষ্ঠ !

- নাবদ                      মাতৃস্বরূপিনী  
ত্রিদিব সম্রাট বাসব ঘবণী—  
শচী দেবেল্লাণী ।
- দধীচি                      দেবেল্লাণী !  
আজি মোব ভাগ্যাকাশে  
কোন সূর্যেব হইল উদয় ?  
রূপা বশ্মি কবিয়া বর্ষণ—  
স্নাত, পূত কবিল আমাবে !
- শচী                      হে তাপস,  
ব্রহ্মাসুর নাম শুনেছ নিশ্চয় ;  
হবেব প্রসাদে বুজ  
স্বর্গ কবেছে হবণ ।  
অত্যাচাবে, অবিচাবে যত দেবগণ,  
মান ভয়ে অমবধাম কবিয়াছে ত্যাগ  
স্বর্গেব দেবতা,  
দক্ষ্য হস্তে হইয়া লাঙ্কিত,  
সামান্য আশ্রয় লাগি,  
দিকে দিকে ঘুবিয়া ফিবিছে  
অনাথের মত  
সর্বহাবা ভিখারী পথেব ।
- নাবদ                      কালচক্র বিবর্তন মাধে  
ভাগ্য গাঁথা বিস্মে সবাকার ।  
দেবগণ অভিশপ্ত আজি,  
শক্তিহীন মৃতপ্রায় নিযতি বিধানে ।

শচী

তাই, হে তাপস,  
আসিয়াছি তোমার সকাশে লইতে শরণ !  
কাতর প্রার্থনা—

শরণাগতে ফিরায়ে দিও না ।

দধীচি

মহতের 'পরে যত অত্যাচার—

যত ক্রোধ—যত অবিচার !

না—না—নাহি দেখি বৃজাস্থর আমি,  
হে যোগীশ্বর ।

কারণ হইয়ে তুমি করাইছ কার্য সমুদয় ।  
দেবেন্দ্রাণী !

ইন্দের ঘরনী কিম্বা সামান্য রমণী,  
ভেদাভেদ নাহি মোর কাছে ।

মাতা, জেনো স্থির,  
যে জন আশ্রয় মাগে—

প্রার্থীরূপে দাঁড়িয়ে সশ্রুখে,  
অলঙ্কিতে বর দান করে সে  
দাতা শির 'পরে ।

শচী

হে মহৎহৃদয়—জ্ঞানোশ্রেষ্ঠ,  
তুমিই আছ ভরসা সবার ।

করি অনুরোধ,  
এ ঘোর বিপাকে,  
স্থান দাও আশ্রমে তোমার,

মন্ত্ৰবলে নিরাপদ স্থান ।

দধীচি

জীবনের দীর্ঘ পথ করি অতিক্রম,

নূতন প্রভাত দেখি সায়াহ্ন বেলায়  
 আলোকে উজ্জ্বল ।  
 জীবের আশ্রয়স্থল—দেবতা নিকর—  
 যারা করে জীব ভাগ্য নির্ণয়—  
 সেই ভাগ্যান্বিতা পৃথ্বীর,  
 আজি যাচে দধীচি আশ্রয় ।  
 ওরে রিক্ত—ওরে ক্লিষ্ট—  
 ওরে রে ভিক্ষুক,  
 এ কি মহাভাগ্য তোর !  
 মাতা, অসংকোচে  
 এ আশ্রমে কর তুমি বাস  
 ইচ্ছা যতদিন ।

শচী

শচীরে দানিয়া আশ্রয়  
 এ বিপদ সময়,  
 বিশ্বে তুমি মহাকীর্তি করিলে স্থাপন ।

দধীচি

মাগো, দেবকার্য তরে—  
 ধরি এ জীবন ;  
 হ'লে প্রয়োজন—  
 চিরদিন এই মোর পণ—  
 দেবকার্য তরে  
 অনায়াসে দিব বলি এ তুচ্ছ জীবন ।

নারদ

ধত্ত-ধত্ত তপোধন—তুমি ধত্ত !  
 দেবদেষী, অত্যাচারী বৃদ্ধাস্বর,  
 আজি লভিল প্রথম পরাজয় জীবনে তাহার ।

শচী

সত্য, সত্য ঋষি,  
রত্নের বিনাশ তরে সোপান রচনা,  
এই হলো স্থচনা তাহার ।

দধীচি

নিখিলের দুঃখ ভার যিনি করেন হরণ,  
তঁারে মনে করিয়া স্মরণ—  
স্বামীপুত্রের সফলতা—  
অহরহ করো মা প্রার্থনা ।  
তুমি হও সেই উৎস,  
ভক্তি ও শক্তি যাহে—  
পরস্পর হইয়া মিলিত  
নাশিবে সকল গ্লানি ত্রিদিবে দেবের ।

শচী

সত্যদ্রষ্টা ঋষি,  
তব সন্নিধানে অমঙ্গলের হবে পরাজয় ।  
জয়ন্ত কেমনে পাবে এ সংবাদ ?

নারদ

থাক তুমি হেথা মাতা,  
যাই দেখি, কোথা সে জয়ন্ত—  
শক্তিময় বাহু যে দেবের ।  
যাই আমি সেথা—  
ইন্দ্র যেথা ধ্যানমগ্ন মহাদেব পদে ।

[ প্রস্থান

শচী

সাক্ষাৎ যদি পাও তাঁর ঋষি,  
করি অনুরোধ,  
রূপা করি কহিও তাঁহারে—  
আশা তরে কোন চিন্তা নাই ।

দধীচি

তোমা তরে মহা চিন্তাভার,  
নাহি জানি, কে বলিবে মোরে,  
চিন্তামণি লিখেছেন ললাটে কাহার ?  
মাগো, তাপস, ভিক্ষুক আমি—  
দেবেন্দ্রাণী তুমি—  
কত কষ্ট হবে যে তোমার ।

শচী

না—না—  
আমি যে তনয়া তোমার !

দধীচি

মনস্বিনী, ইন্দ্রের ঘরগী,  
লহ মোর মাত সস্বোধন—  
মাতা, মাতা—তুমি মোর ।

[ উভয়ের প্রস্থান ]

( নন্দীর প্রবেশ )

গীত

সবার উপরে মানুষ সত্য  
তাহার উপরে নাই  
সেই মানুষের প্রেমের পিয়ালে  
ভোলানাথ ভোলে তাই,  
এক ফোঁটা জল ঝরে গো যখন চোখে  
ধ্যান ভেঙ্গে যায় রুদ্রদেবের  
হৃদ্র অমরলোকে  
ভক্তের দ্বারে ভিক্ষার লাগি  
কেঁদে ফিরে বিধাতাই

নিয়তির মত নিয়ত বিরাজে নিয়ন্তা বিশ্বের  
 নিবিড় বাঁধনে ভাগুরী বাঁধা প্রেম ডোবে নিঃশ্বের ।  
 যুগ যুগান্তে মাটি ও ধরার প্রেমে  
 প্রেমময় সাজে জীবন মরণ  
 রূপাতীত আসে নেমে ।  
 অন্ধের হিয়া তোলে  
 উজলিয়া হরলোকে দিতে ঠাই ।

পঞ্চম দৃশ্য

স্বর্গ

( ব্রহ্মাসুরের প্রবেশ )

ব্রহ্মাসুর

অমিত বিক্রমশালী

সর্বজন দ্রাস—

যার নামে কাঁপে ত্রিভুবন—

আমি সেই ত্রিলোক বিজয়ী

ব্রহ্মাসুর ।

অসুর—অসুর দানব আমি ।

দানব ও দেবতা—

একই পিতা কশ্যপ সন্তান—

দিতি ও অদিতি মাতা ।

তবে কেন এই ব্যবধান ?

সমুদ্র মন্থনে উঠেছিল

যত রত্নরাজি—

দেবভোগ্য হ'লো সব ।

মহাদেব নীলকণ্ঠ হ'য়ে

বাঁচাইলা দানবে—

তাই তাঁরে নিবেদি প্রণাম ।

দেখায়েছি দানব শক্তি

জীবনে আপন,



মোর পরাক্রমে—  
 পরাজিত, পলায়িত দেবতৃমণ্ডল—  
 হাঃ—হাঃ—হাঃ—  
 আনন্দ, স্থখ, শান্তি,  
 যাহা কিছু কাম্য এ জগতে,  
 সব আজি করায়ত্ত মোর ।  
 বাত্বলে জিনেছি স্বৰ্গ—  
 সৰ্ব আশে বঞ্চিত অসুর দলে  
 উন্মুক্ত করিয়া দিছি  
 জীবনের রুদ্ধদ্বার যত ।

( রুদ্রপীড়ের প্রবেশ )

রুদ্রপীড়

আনন্দ সংবাদ এক  
 নিবেদিব দানব ঈশ্বরে ।

বৃদ্ধাস্বর

বৃদ্ধাস্বর সেনাপতি রুদ্রপীড় বীর,  
 সময় কৌশল তব হেরিয়া নয়নে,  
 বিমোহিত, পুলকিত আমি ।  
 পুত্র, বল শীঘ্র করি  
 কোন সে শুভ বারতা এনেছ বহিয়া—  
 কারে করিয়াছ জয় ?

রুদ্রপীড়

কোথা সে জয়ন্ত বীর ইন্দ্রের কুমার—  
 এসেছিল যুদ্ধ আশে শেষ চেষ্টা তরে ?  
 আজিকার আনন্দ সংবাদ,  
 শেষ চেষ্টা তার মিটেছে এবার—

চিরদিন তরে ।

পরাজিত হ'য়ে মম কবে,

যত দেবসৈন্য মিলি—

করি পলায়ন,

নাহি জানি কোন অরণ্য মাঝে—

ফিরিছে কাঁদিয়া !

বুঢ়াস্বর

বাসব তনয় বলি এত শাস্তি তার ।

জয়ন্ত ! মুগ্ধ আমি বীরত্বে তাহার,

কি রণ-কৌশল !

ষোদ্ধা হ্রনিপুণ !

এ কি দুর্বলতা ?

বৈরীপুত্র তরে—

কোথা হ'তে আসে এ মমতা ?

হৃদয়ে কেন করি অনুভব—

এ আসক্তি—

এতদিন অজ্ঞাত ছিল যাহা ।

রুদ্রপীড়

পিতা ! কি হ'লো তোমার ?

অস্থস্থ তুমি হয়েছ নিশ্চয় ।

বুঢ়াস্বর

পিতা ! পিতা !

রুদ্রপীড়

স্থির হও, স্থির হও ।

অকস্মাৎ কেন হতেছ চঞ্চল ?

পিতা !

বুঢ়াস্বর

পিতা ! পিতা ?

স্বর্গে বুঝি মিলে এই স্বর্গীয় অনুভূতি ?

ওরে, তোর মত পিতা বাল,  
 সম্মুখে দাঁড়ায়ে কভু কোনদিন  
 ডাকি নাই জনকে আমার ।  
 সেই দুঃখ বাপ্প হযে জমে আছে হেথা ।  
 কোথা পিতা স্নেহময় জনক আমার  
 সন্তানে কেমনে আছ ভুলে চিরদিন ?  
 পিতা, চল অন্তঃপুরে,  
 বিশ্রামের তব একান্ত প্রয়োজন ।  
 ডেকে আনি পুরবাসী সবে ;  
 দুঃখের মাঝে হেরিলে আপন জন—  
 বল পাবে—পাইবে সাস্থনা ।  
 আমার সাস্থনা তুই !  
 ওরে ভাগ্যবান, দেখি দেখি তোরে ;  
 পিতা বলি ডাক আর বার—  
 পিতৃ নাম শুধু কর্ণে মোর করুক ঝঙ্কার,  
 অতৃপ্ত পরাণ যদি তৃপ্ত হয় তবু—  
 তোর কর্ণে পিতৃনাম শুনে ।  
 স্নেহের প্লাবন !  
 এত ভালবাস তুমি ?  
 বিগলিত করুণার উৎস দেখি—  
 স্নকঠিন আবরণ তলে !  
 পুত্র ! রুদ্রপীড় ! সেনাপতি—  
 অস্ত্রের সৈন্তের ভার আছে হস্ত  
 তোমার উপর,

রুদ্রপীড়

সকল অসুরগণে—  
 জনে জনে শিক্ষা কর দাঁন,  
 জেনো মনে সবার উন্নতি  
 জাতির কল্যাণ ।  
 জাতির কল্যাণ পিতা,  
 শুধু জাতি কেন ?  
 সৎ যাহা, শুভ যাহা, উন্নত যাহা—  
 তাহারে করিয়া লক্ষ্য  
 চলিয়াছি পথে জীবনের ।  
 পিতা, জাতির কল্যাণ কর্ম,  
 উচ্চ প্রতিষ্ঠা দানবের,  
 অধিকৃত রাজ্যের রক্ষণ,  
 পিতৃ আস্থা নীরবে পালন—  
 একমাত্র আদর্শ আমার ।  
 পিতা, রক্ষিতে সে আদর্শ মহানু,  
 স্নেহ, প্রীতি, প্রেম—  
 যদি হয় অন্তরায়—  
 নির্ভুর আঘাতে নির্মম হ'য়ে—  
 বিদূরিব তাহা ।  
 পিতা, প্রতিজ্ঞা আমার—  
 রাজ্য ও রাজার কারণ  
 হ'লে প্রয়োজন—  
 এ জীবন অনায়াসে দিব বিসর্জন ।

ব্রতাসুর

দানবশক্তি বড় দেবশক্তি হ'তে ।

তবুও সংশয়—

কেন নয়—কেন নয়— ?

কোন অংশে নিকৃষ্ট দানব ?

নিজে আমি করেছি প্রমাণ—

নিজ শক্তি বলে,

দানবই বড় দেবতা হইতে ।

মনে কেন ভাগে এ সংশয়—

তা নয়—তা নয় ।

সংশয়ের স্রষ্টি কোথা হ'তে ?

মন ভাবে কেন ?

কে ভাবায়— ?

চিন্তা কোথা হতে আসে ?—

পীড়িত কাতব করে—

ইন্দ্রজয়ী ব্রতাসুরে ?

কে আমি, কোথা হ'তে আসিয়াছি—

কোন কার্য সাধনের তরে

পুনঃ কোথা যাব চ'লে—

জন্ম—মৃত্যু—দুটি দ্বার—

অতিক্রম ক'রে ?—

কে বলিবে—কে বলিবে মোরে—

কে আছে আমার ?

( ঐন্দ্রিলার প্রবেশ )

ঐন্দ্রিলা

লক্ষ প্রজা রয়েছে, বসিয়া—

তব প্রত্যাশায়—

আর তুমি কক্ষ মাঝে হেথা—

একাকী নিরালায় !

কোন চিন্তা আজি কবিল বিমনা ?

এমন ত দেখি নাই কোনদিন !

ব্রতাস্বর

ঐন্দ্রিলা ! দানবমহিষী !

চিন্ত মম চিব ব্যক্ত তোমাব সকাশে,

আমা হ'তে তুমি যোবে জান অতি ভাল ;

ভাবান্তর তাই তব দৃষ্টি আকর্ষিল ।

হাঃ হাঃ হাঃ

প্রিয়ে প্রণয়ের এই তো নিয়ম !

ঐন্দ্রিলা

মিথ্যারে সত্য কবিবার—

কেন এই ব্যর্থ প্রয়াস— ?

বলেছি তো বহুবাব,

হেন শক্তি নাহিক তোমার

বাক্য কিম্বা কার্যে যাহা

বিভ্রান্তা করিবে ঐন্দ্রিলায় ।

কি আছে অজ্ঞাত আমার ?

তোমার কিবা নাহি জানি আমি ?

ব্রতাস্বর

আমার কিবা নাহি জান তুমি !

বীর যোদ্ধা আমি—আমি রণজয়ী—

ইন্দ্র—দর্প—হারী—

এবে স্বর্গ অধিকারী—দানবদৈবর ।

ঠিক জান রাগী—হাঃ—হাঃ—হাঃ—

ঐন্দ্রিলা

ঠিক জানি আমি ।  
 চিরদিন তব পার্শ্বে—  
 ছায়া সম জীবনসঙ্গিনী !  
 পিতা মাতা কেহ নাই,  
 চক্ষু কভু দেখ নাই,  
 ভাগ্য দোষে স্নেহরসে বঞ্চিত বলিয়া—  
 আজীবন প্রাণ দিয়ে ভালবেসে—  
 আমি আছি তোমারে ঘেরিয়া ।

বৃন্দাস্বর

তুমি জান পিতা মাতা কেহ নাই ।  
 আমি জানি অবশ্যই আছে ।  
 পুত্র যেবা হয়—  
 পিতা তার আছে যে নিশ্চয় ।  
 ভুল—ভুল রাগী—  
 তুমিই করিয়াছ ভুল ।  
 নহি আমি,  
 আমি যুক্তি, তর্ক বলে—  
 বিশ্বাসে অটল ।

[ প্রস্থান

ঐন্দ্রিলা

স্বরাস্বর রণ যেদিন হইল শেষ,  
 স্বর্গ অধিকার যেই দিন করিল দানব,  
 সেই দিন সন্ধ্যাকালে,  
 দানবঈশ্বর ভালে,  
 প্রথম দেখিষু আমি—  
 হৃৎপিণ্ড এই চিন্তার কুঞ্জন ।

মনে মনে নিত্য কত করেছি বিচার,  
 কারণ তবু পারি নাই করিতে নির্ণয় ।  
 আজি মনে হয় যুদ্ধ ছিল ভাল ।  
 রণোন্মাদনা—সেই উল্লাস—  
 সেই ছিল ভাল ।

স্বামীরে অস্থখ তেরি রমণীর নাহি কোনো স্থখ  
 যুদ্ধ যদি এত প্রিয় তাঁন,  
 যুদ্ধ যদি রাখে ব্যাপ্ত অন্তর তাঁহার,  
 লাঘব কবে যদি হৃদয়ের ভার,  
 তবে যুদ্ধ শ্রেয়স্কর আমার কাছে  
 শাস্তি স্থখ হ'তে ।

যুদ্ধ পুনঃরায়—কেমনে সম্ভব তাহা ?  
 ব্রত ভয়ে দেবগণ ছন্নছাড়া আজি—  
 কে করিবে যুদ্ধ ?  
 একাকী জয়ন্ত ?

নিতান্ত বালক—আমারই রুদ্রের মত ।  
 কোথা বা পিতা ইন্দ্র,—  
 কোথা মাতা শচী—  
 শচী—উত্তম—ঠিক—  
 শচী চাই আমি ।

আবার বাধুক যুদ্ধ ।  
 স্বামীরে করিতে মুক্ত চিন্তাভার হ'তে  
 আজি হ'তে ব্রত মোর—  
 রণ সংঘটন ।



( চিত্তদেবের প্রবেশ )

গীত

স্বধা ভেবে গরল নিলি তুলে  
 তুই বুঝলি না  
 মায়া মেঘে দৃষ্টি প্রদীপ ছাওয়া  
 অন্ধ হলি এসে আলোর কূলে  
 তুই বুঝলি না  
 তুই নদীর বুকে চাঁদের ছায়া দেখে  
 আকাশ ভেবে নামলি অগাধ জলে  
 জীবন স্বপন স্রোতের ঘায়ে ভাসে  
 হারায় দিশা স্মরণ আধার তলে  
 তুই ফুলের বনে শিশু কাঁটার তরু  
 মোহের ঘোরে বুঝলি মনের ভুলে  
 তুই বুঝলি না ।

[ প্রস্থান

## ষষ্ঠ দৃশ্য

### স্বৰ্গ

( রুদ্রপীড় ও ইন্দুমতীর প্রবেশ )

রুদ্রপীড়

ইন্দু ! প্রিয়তমে— !

ইন্দু

বল ।

রুদ্রপীড়

তুমি বল ।

ইন্দু

কি বলিব ?

নিজেবে উজান করি

সঁপিয়া তোমাঘ

আপনাবে হাবায়েছি আমি ।

রুদ্রপীড়

হেব প্রিয়ে,

পুষ্পিত বন মাঝে নানা বর্ণছটা—

শোভা অপরূপ ।

মধু গন্ধে আনোদিত প্রাণ,

কোথায় বাজিল বাঁশি ?

কে গায় গান ?

বল সখি, কথা কও,

মিলনের কথা কও,

প্রেমের পরশে আজি উছল পরাণ ।

ইন্দু

এ জীবনে এত মধু আছে

জানি নাই আগে !

তুমিই সর্বস্ব মোর ;  
তোমারই পরিচমে আমি পরিচিতা ।

জন্ম জন্ম তুমি মোর—  
স্বামী হ'য়ে থেকে ।

রুদ্রপীড়

দানবের ভাগ্যলক্ষ্মী !

অগ্নি স্নানক্ষেপে—

বৃত্ত গৃহে প্রবেশের সাথে  
স্বর্গ রাজ্যে ইয়াছে লাভ ।

ধন্য আমি পেয়েছি তোমার কর ।

প্রিয়ে, মুখপানে মোর চাহ একবার,

সুন্দর হাসিটি দেখি ও চারুবদনে,

দানবের কুললক্ষ্মী—কুহকিনী—

ও গো মানিনী—

ইন্দু

এই মোর স্বর্গ

অন্য স্বর্গ আমি চাহি না জীবনে ।

রুদ্রপীড়

হৃদয়-ঈশ্বরী মম !

ইন্দু

সত্য প্রিয়তম,

স্বর্গের ঐশ্বর্যদীপ্তি

হ'ক মত মধুময়—যত মনোরম—

বিলাসবহুল,

কত গ্লান তার কাছে—

যার আছে স্বামী-গর্ব স্তম্ভ ।

রুদ্রপীড়

ইন্দু !

ইন্দু

কাল কেন গৃহ মাঝে থাকিলে না তুমি ?

একাকিনী আমি—  
প্রতীক্ষায় জাগিয়া ঘরে  
সারা রাত্রি পরে—নিশি ভোরে—  
তন্দ্রায় দেখেছি এক ঘোব ছুঃস্বপন ।

রুদ্রপীড়

সত্য প্রিয়ে,  
অপরাধ কবিরাহি আমি ।  
সেনাপতি আমি,  
মোর 'পরে রাজ্যরক্ষা ভার ।  
জয়ন্ত আমি  
পুনরায় হানিয়াছে শর,  
অবরুদ্ধ করেছিল স্বরগ ছয়ার ।

ইন্দু

অবরুদ্ধ স্বর্গদ্বার—  
সমর কি বাঁধিল পুনঃ ?

রুদ্রপীড়

ইন্দু

না না শুধু নিবারিতে তারে আমি—  
স্বপ্নে যে দেখেছি আমি  
সেই মহারণ—ওঃ কৌ ভীষণ !

রুদ্রপীড়

ইন্দু

কি স্বপ্ন ? কি দেখেছ ?  
বলিব না,  
বলিতে পারি না—

রুদ্রপীড়

ইন্দু

ইন্দু, প্রিয়ে—  
না—না—ছাড় মোরে—  
শুনিব না কোনো কথা,  
সব ব্যাথা নিবেদিব  
ব্যথাহারীর চরণ কমলে ।

রুদ্রপীড়            বল, বল—কি ব্যথা তোমার,  
                          কেন গো চঞ্চলা ?  
 ইন্দু                নারী কভু নাহি পারে  
                          আপনার মুখে—  
                          জীবনে তাহা করিতে প্রকাশ ।

[ প্রশ্নান

রুদ্রপীড়            ইন্দু ! ইন্দু !  
                          শোন মোর কথা ।  
                          চলে গেল—  
                          চির শান্ত ইন্দু কেন—  
                          সহসা আজি চঞ্চলা অধীরা ?

( বুড়াস্বরের প্রবেশ )

বুড়াস্বর            পিতা মাতা কেহ নাই—  
                          পরিচয়হীন,  
                          আজীবন স্নেহরস বঞ্চিত জীবন  
                          জন্ম তবে মালিন্যে আবৃত—  
                          নীচ জন্ম, ঘৃণ্য জন্ম—  
                          তীব্র লালসার ক্রন্দমাথা—  
                          এই তনু মোর—  
                          ক্ষণিকের কামনার ফল ?

রুদ্রপীড়            পিতা !  
 বুড়াস্বর            কে বা পিতা !  
                          কেবা সেই নির্মম পুরুষ—

নাযহীন গোত্রহীন—

কলঙ্কিত এ প্রাণের কবিল সঞ্চার ?

রুদ্রপীড়

পিতা ! পিতা !

বুদ্ধাশ্রব

না—না

আমি চাই সন্ধান তাহার ।

রুদ্রপীড়

পিতা ! পিতা !

বৃত্তাশ্রব

কে রুদ্রপীড়—পুত্র ।

তুমি হেথা হেন অসময়ে ?

সেনাপতি !

কুদপীড়

পিতা ! আজিকার নগ্নে—

বুত্রাশ্রম

বর্ণক্ষেত্র নহে কভু

শান্তি অন্তঃপୁৰ ।

এত যদি ভীত তুমি—

ত্যাগ কব সৈন্যপত্য মান ।

কাপুরুষ নহে কভু দানবের নেতা ।

রুদ্রপীড়

পিতা, জয়ন্ত নিয়েছে বিদায়—

দেবসৈন্য পরাজিত, পলাইত সবে ।

বুদ্ধাশ্রম

ইন্দ্র আজো রয়েছে লুকায়ে ।

আজো আছে গভীর প্রভেদ—

দেবে ও দানবে !

### হৃদয়ের তীব্র উন্মাদনা—

নিদ্রাহীন করিছে আমারে—

আর তুমি পুরী যাওে,

ব্রহ্মণীর অঞ্চল তলে আছি অচঞ্চল !

এই পুত্র ভাগ্যে ভাগ্যবান  
 দানবসম্রাট !  
 এর চেয়ে মৃত্যু ছিল ভাল ।  
 রুদ্রপীড় . পিতা, পিতা, রুঢ় ভাষে—  
 আর ব্যথা দিও না আমায় ।  
 পালিতে তোমার আঞ্জা,  
 এ জীবন বাঁধিয়াছি শপথের ডোবে ।  
 পরাজিতে দেবতা-সমাজ—  
 আজো আমি যুদ্ধরত ।

বৃদ্ধাস্বর হ্যাঃ—হ্যাঃ—যুদ্ধরত—  
 রাজপুরী মাঝে ।  
 ঐন্দ্রিলা—ঐন্দ্রিলা—  
 বীর পুত্রে তব কর আশীর্বাদ,  
 সাস্ত্রনা সেবার তৃপ্ত কর ইন্দুমতী—  
 সেনাপতি ত্যজি রণ—  
 ফিরিয়াছে ঘরে ।

[ প্রস্থান

রুদ্রপীড় এ কী বিচিত্র হেরি ব্যবহার পিতার আমার !  
 এ কী তাঁর রুঢ় আচরণ !  
 কোন অপরাধে অপরাধী আমি ?  
 শুনিল না কোন কথা—  
 শুধু কোধ—তীব্র উত্তেজনা !  
 এ কী হৃদয় চাঞ্চল্য  
 কোথা হতে আসে—

বার বার কেন করে আচ্ছন্ন তাঁহারে ?  
কি করি ?  
অতি প্রয়োজন কার্য যত রহিল পড়িয়া—  
যুদ্ধের যত সমাচার—

( দ্বিষ্ঠার প্রবেশ )

দ্বিষ্ঠা      থাক, থাক—কার্য থাক পড়ে,  
বড় ক্লান্ত ও যে যুদ্ধ করে,  
ইন্দ্র সনে যুদ্ধ সে ত কম কথা নয়,  
মনো মাঝেও যুদ্ধ তার বেধেছে নিশ্চয় ।  
আমি জানি কিনা—  
আমি জানি সব—  
জানি প্রথম হইতে—  
আমি ছাড়া ও ত কিছু নয় ।

রুদ্রপীড়      কে তুমি ?  
পরিচিত নহ বটে কিন্তু চেনা মুখখানি ।  
ইতিপূর্বে একদিন দেখেছি তোমারে—  
সমরাদানে—

রত যবে ছিন্ন জয়ন্তের রণে ।  
দ্বিষ্ঠা      ঠিক বটে, পড়িয়াছে মনে ?  
দেবাসুর রণ সে যে আমারই স্বজন,  
করি নিরীক্ষণ সর্বত্র হইতে ।  
তুমি বুঝিবে না ।  
পিতা তব বৃদ্ধ—অতি বুদ্ধিমান—



রুদ্রপীড়

স্বপ্না

রুদ্রপীড়

ও যে মোর—

শিব অংশে জন্ম কিনা—

বুদ্ধি দিয়া করে অনুমান বহুস্ত সন্ধান  
কোন রহস্যের নাহি প্রয়োজন ।

কেবা তুমি, কিবা চাচ—

সবিস্তাবে করহ প্রকাশ ।

পূর্ণ পরিচয় যদি না কব প্রদান,  
বন্দী ক'বে দিব বেথে চিরদিন তবে ।

আমারে কবিলে বন্দী ?

কেন, অপরাধ কিছু করিনি ত আমি ।

দৈত্যরাজে স্নেহ করি কি না—

সে কারণ তোমারেও করি ।

নিজ কর্ম যত আছিল আমার,

প্রশংসনীয় অতি উচ্চ

সবার নিকট,

সফল ক'রেছি ত্যাগ,

দানবের তরে ।

দানব শুভানুধ্যায়ী,

আমা হ'তে বড়—

এ জগতে কেহ নাহি আর ।

এই বন্ধ মাঝে আছে শুধু—

স্নেহ, প্রীতি-রস, ভালবাসা—

পুত্র, পুত্রাধিক বুত্রাসুর তরে ।

বন্ধে তব স্নেহময়—

উছলিয়া পড়ে বৃদ্ধাস্বর তবে ।  
 চিনেছি, চিনেছি তোমারে আমি—  
 নিশ্চয় চিনেছি ।  
 নহ তুমি কেহ সাধাবণ,  
 শত্রুর গুপ্তচর হ'য়ে আসিয়াছ—  
 সংবাদ কবিতে হবণ ।  
 খণ্ড যুদ্ধে ব্যাপ্ত এবে দেবতাব দল,  
 তুমি দেবতা—কবিয়া কৌশল,  
 দানব বাবতা ল'য়ে—  
 এ কি ? বিস্ময়িত কেন আঁখি তব  
 কেন কব ললাট কুণ্ডল—?  
 ভীত যদি এত—  
 কেন তবে—  
 সিংহেব বিববে পদ কবিলে ক্ষেপন ?  
 মুক্তি নাই—মুক্তি নাই—  
 বন্দী তুমি ।  
 যথার্থ বলেছ বীর,  
 বন্দী আমি তোমাদের কাছে—  
 নহে আজি—বহুদিন হ'তে—  
 রাজপুত্র যেই সৌভাগ্য ছলল,  
 সে কেমনে পাইবে বল,  
 বন্দীর সংবাদ ?  
 না-না তোর দোষ নাই—  
 নাহি মোর কোন অভিযোগ—

অভিলাষ শুধু—

রে মোর বাঙ্কিতের হৃদয়ের ধন—

( আলিঙ্গনে উদ্বৃত্ত )

রুদ্রপীড়

স্তব্ব হও,

অসংযত আচরণের পাবে প্রতিফল ।

ঈশ্বর

অসংযত আমি ?

এ হ'তে অধিক সংযত হ'তে—

আর মোর নাহিক শক্তি ।

( প্রশ্বাসনোদ্বৃত্ত )

রুদ্রপীড়

কোথা বাও শঠ, প্রবঞ্চক !

জান না কি—

ইন্দ্রপুরী আজি দানবের স্থান—

চারিদিকে দৈত্য সৈন্য রেখেছে ঘেরিয়া ?

বুঝা চেষ্টা—প্রস্থান অসম্ভব ।

ঈশ্বর

ওরে রে প্রগল্ভ বালক—

বীর বটে কিন্তু মূর্থ তুই ।

আমারে রাখিবি ধরে স্বর্গপুরী মাঝে ?

হেন সাধ্য নাহি কারো দানবের কুলে

জানিস এ অমরাবতী ধাম—

কার হাতে পাইয়াছে রূপ অনুপম ?

স্বর্গপুরী, ইন্দ্ররাজ্য এত চারুকলা—

কাহার কল্পনা ?

কে ইহার করেছে নির্মাণ ।

রুদ্রপীড়

হ'ক সে যেই—

নিতান্ত সামান্য তুমি,

স্বপ্না

তাঁর পরিচয়ে কেন আকিঞ্চন ?  
 স্বর্গপুরী স্বেচ্ছায়ে দেব বিশ্বকর্মা—  
 শ্রেষ্ঠ শিল্পী বলি নমস্ত সবার ।  
 সেইরূপ আমিও নমস্ত—  
 শুধু নহেক তোমার—  
 তোমার পিতারও বটে—  
 দৈত্যকুল সবার ।  
 ওরে, অপরিচিত নহি আমি,  
 অতি প্রিয়জন—আত্মীয় পরম—  
 মহেশ্বর, হৃদে দাও বল,  
 কর্তৃ দাও রুদ্ধ করি—  
 সরস পরাণ কর শুক মরুভূমি ।  
 না-না, বৎস,  
 আমি কেহ নহি তোর ।

[ প্রস্থান

রুদ্রপীড়

কে ইনি ?  
 শতরক্ষী বেষ্টিত স্বর্গপুরী মাঝে  
 কোথা হ'তে আসিয়া সহসা—  
 কোথা যান চলি ?  
 কে বা ঐ পুরুষ ?  
 সতৃষ্ণ নয়নে যার স্নেহভরা হাসি,  
 সে কি কেহ নহে মোর ?  
 তাই যদি হয়,  
 তবে কেন অকারণ চোখে তাঁর জল ?  
 কোন এক অজানিত আকর্ষণে—

কাতরতা পরাণে আমার ?  
 কি যেন বলিতে এসে,  
 তীব্র ব্যথা ভরে  
 সহসা সে লইল বিদায় !  
 বুঝিতে না পারি—সব প্রহেলিকা—

( ইন্দুমতীর পুনঃপ্রবেশ )

ইন্দু

নহি প্রহেলিকা, জীবন্ত বাস্তব—  
 আমি ইন্দু,  
 ওগো পূর্ণচন্দ্র !  
 তুমি বিনা ইন্দু অন্ধকার ।

রুদ্রপীড়

অন্ধকার—অন্ধকার ।  
 আলো আসে—পিছে তার ফিরে অন্ধকার,  
 চন্দ্র যেই পূর্ণ হ'লো—  
 আধার ঘেরিল তারে,  
 দিন দিন ক্ষীণ হ'তে ক্ষীণতর হ'য়ে—  
 হয় তার শূণ্যে বিলয় ।  
 পূর্ণচন্দ্র কভু নহে ত অক্ষয় ।

ইন্দু

কেন এই কথা ?  
 শঙ্কায় দুরূহ রূপে উঠে প্রাণ ।  
 কোন অপরাধে অপরাধী দাসী—  
 হেন অমঙ্গল বাণী কর উচ্চারণ ?

রুদ্রপীড়

সহসা এ কি হ'ল ?  
 আখি তারা কেন জলভরা !

ইন্দু

সম্বাসিতা আমি ।  
না-না, শুনিব না কোন কথা,  
রাখিব তোমারে ধরি বাহর বেষ্টনে,  
আর আমি যেতে নাহি দিব ।  
আর আমি করিব না কোনদিন—  
চক্ষু-অন্তরাল ।

রুদ্রপীড়

দুর্বলা রমণী আমি—  
সেনাপতি জায়া তুমি,  
কারে কর ভয় ?

ইন্দু

সেনাপতি জায়া—  
তাই মোর ভয় ।  
পতি যার যোদ্ধা হয়,  
ধায় রণাঙ্গনে,  
পত্নী তার চিরদিন—  
কত ভীতা, নাথ,  
তুমি তাহা জানিবে কেমনে ?  
বড় শঙ্কাময় জীবন আমার ।

রুদ্রপীড়

তাই বুঝি পতিব্রতা,  
শিব পূজা সাঙ্গ করি  
কিরিতেছ পূজাগৃহ হ'তে ?

ইন্দু

তোমারই মঙ্গল তরে—  
নির্যাল্য হাতে,  
ধর শিরো 'পরে ।

রুদ্রপীড়

প্রিয়ে, বুধা ভয় ।

শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা আমি দানবের কুলে,  
অপ্রতিদ্বন্দ্বী আমি এ বিশ্ব মাঝারে ।  
ইন্দ্র শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা নহে চিরজয়ী,  
শ্রেষ্ঠ হয় পরাজিত নিয়তি বিধানে ।

গ্লান হয় গোবব স্তম্ভমা  
অমা রাতে পূর্ণ ইন্দু সম ।  
রুদ্রপীড় ত্যজ চিত্তা ইন্দুমতী,  
যুদ্ধ শেষ ।

দেবশক্তি পরাজিত দানবের কাছে ।  
দাও প্রিয়ে,  
পবিত্র নির্মাল্য ঐ দাও মোর শিরে ।  
জান প্রিয়ে—ক্ষণপূর্বে—  
কি অভিশাপ যে পিতা মোরে—

( দেহ স্পর্শে সহসা নির্মাল্যপত্র পতন )

ইন্দু এ কি হ'লো হায় ?  
ও গো জগৎ পিতা !  
তোমার পূজার ফুল লুটাল ধুলায় ।  
ক্ষমা কর, ক্ষমা কর, সব অপরাধ—  
রক্ষা কর স্বামীরে আমার ।

[ প্রস্থান ]

রুদ্রপীড় ইন্দু—ইন্দু—

[ প্রস্থান ]

# দ্বিতীয় অঙ্ক

## প্রথম দৃশ্য

### স্বর্গ

( অবোধাস্থর ও নির্বোধাস্থরের প্রবেশ )

অবোধাস্থর ওরে, আমরা বাবাদের চেয়ে বড়, আমরা বাবাদের চেয়ে বড়। বাবারা মরে স্বর্গে যায়, আর আমরা বেঁচে থাকতে স্বশরীরে স্বর্গে আসি। আমরা বাবাদের চেয়ে বড়।

নির্বোধাস্থর ঠিক ঠিক, আমরা বাবাদের চেয়ে বড়, আমরা বাবাদের চেয়ে বড়। কিন্তু দাদা, একটা খটকা লাগলো যে বাবা। বাবাদের চেয়ে বেশী বড় হ'লে, শেষে বাবাদের আগেই যদি বুড়ো হয়ে মরি ?

অবোধাস্থর তুই দেখছি, বুদ্ধিটাকে পাতালে রেখে, কেবল বপুটি নিয়ে স্বর্গে এসেছিল। আমরা মরবো কি বে ? বুড়োই বা হবো কেন ? বলেছি না এখানে অমৃত আছে—দেবতার। যা খেয়ে চিরকাল অমর আর এক বয়সে থাকে। খাবো রে, নিশ্চয় একদিন অমৃত খাব। একটা ফোঁটা পেটে পড়লে অমর আর যুবা হয়ে চিরকাল এক বয়সে বেঁচে থাকব। বছর যতই বাড়ুক-না কেন, বয়স বাড়বে না।

নির্বোধাস্থর ঠিক, ঠিক—আমরা অমর আর যুবা হয়ে চিরকাল বেঁচে থাকব। বছর যতই বাড়ুক-না কেন, বয়স বাড়বে না। হাঃ হাঃ হাঃ ;



এই ত চাই, আমি এই বয়সেই থাকব। কিন্তু দাদা, একটা খটকা লাগলো যে বাবা। এখানে এসে অবধি ঐরাবত হাতীটা বা উচ্চৈশ্রবা ঘোড়াটা পর্যন্ত দেখতে পেলাম না আমাদের ভাগ্য ত ভয়ানক ভাল নয়।

অবোধাস্বর ওরে হাতী, ঘোড়া দেখলেই কি আর ভয়ানক ভাল ভাগ্য হয়? বললাম ত, আসল জিনিস হচ্ছে অমৃত। অমৃত খোঁজ, অমৃত খোঁজ। অমৃতের সন্ধান না পেলে মিথ্যে স্বর্গে আসা।

নির্বোধাস্বর অমৃত খোঁজ, অমৃত খোঁজ, অমৃতের সন্ধান না পেলে মিথ্যে স্বর্গে আসা। কিন্তু দাদা, একটা খটকা লাগলো যে বাবা, শুধুই কি অমৃত? ঐ যারা নাচে, গায়, বাজনা বাজায়—সেই অমৃতাদের সন্ধানের কি হল?

অবোধাস্বর অমৃত? উর্বশী, মেনকা, রম্ভা—?

নির্বোধাস্বর নামই শুনে আসছি, চোখে দেখলাম না, অমৃতারা খুব সুন্দরী হয়—না? আচ্ছা ভাই, কে বেশী সুন্দরী? আমার কতকালের সাধ উর্বশী, মেনকা, রম্ভার একটু গান বাজনা শুনবো, একটু নাচ দেখবো, একটু আলাপ ক'রবো। উর্বশী, মেনকা, রম্ভা এখানে কোথায় থাকে?

অবোধাস্বর উর্বশী, মেনকা, রম্ভা আমাদের ঠাণ্ডারস্তা দেখিয়ে ভেগেছে।

নির্বোধাস্বর এঁয়া!

অবোধাস্বর বাবি বা, কোথায় গেলি খবর দিয়ে যা! কোন খোঁজ নেই রে, বন্ধু, অমৃতাদের কোন খোঁজ নেই।

নির্বোধাস্বর হায়, হায়, হায়—উর্বশী, মেনকা, রম্ভা নিখোঁজ? স্বর্গে এসেও সেই মরুভূমি? গেল গেল—পাখী গেল।

অবোধাস্বর পাখী? কোথায়? কি পাখী?

নির্বোধাস্তর ওদিকে নয়, ওদিকে নয়। এই দিকে—এই দিকে। যাঃ—এই বুঝি উড়ে যায়, এই বুঝি উড়ে যায়—

অবোধাস্তর কি হলো ? হলো কি ? কি ব্যাপার ?

নির্বোধাস্তর ওরে স্বর্গে আর অম্পরা নেই শুনে প্রাণপাখী ওড়বার তাল ক'রছে। ওরে আমার কত সাধের প্রাণপাখী—অমন করে ডানার ঝাপটা মারিসনি বাবা। স্থির হ, ঠাণ্ডা হ, চিরকাল পোষা হয়ে থাক।

অবোধাস্তর কি কাণ্ড ! যা-যা—ও সব বাজে কথা রাখ।

নির্বোধাস্তর কি ? প্রাণের কথাটাই বাজে কথা হলো ? বেশ, ভালো, আমার প্রাণের ধড়ফড়ানি যখন তুমি বুঝলে না দাদা, তখন আর তোমাব সঙ্গে কোন সম্পর্ক নয়। তোমাকে আমি ত্যাজ্যপুত্র করলুম বাবা। আমার যদিকে ছু'চক্ষু যায়, আমি চললুম।

( ধানিক অগ্রসর হইয়া দূরে চক্ষু স্থির রাখিয়া )

কিন্তু দাদা, একটা খটকা লাগলো যে বাবা,—অবোধে, এদিকে আষ ত, বুদ্ধি করে বলত ওটা কি দেখা যাচ্ছে ?

অবোধাস্তর কোথায় ? কি ভাই নির্বোধে ? আমি ত ধোঁয়া ছাড়া কিছুই দেখতে পাচ্ছি না।

নির্বোধাস্তর তুই ত ধোঁয়াই দেখবি,—আর কিছুই দেখতে পাবি না, স্বর্গে এসে পর্যন্ত কোন জিনিসটা তোর নজরে পড়ল ? কিন্তু দাদা, এই নির্বোধে সব ঠিক দেখতে পেয়েছে—নির্বোধে সব বুঝতে পেরেছে !

অবোধাস্তর কি দেখেছিল ভাই ? কি বুঝেছিল ভাই ? ওদিকে কি ?

নির্বোধাস্তর গাছ।

- অবোধাস্তর      গাছ ?
- নির্বোধাস্তর      হ্যাঁ সেই গাছ !
- অবোধাস্তর      সেই গাছ কি গাছভাই ? ফলের না ফুলের ?
- নির্বোধাস্তর      দুই-ই, ঐ গাছের ফল যার হাতে পড়বে, তার চারদিকে ফুল  
ফুটে উঠবে। এই আমি তোমার সামনে হাতজোড় করে  
দাঁড়ালুম বাবা গাছ, ফল দাও, ফুল ফোটাও।
- অবোধাস্তর      ওকি রে ? পাগল হ'ল নাকি ? আমার দিকে চেয়ে দেখ,—  
এই—আচ্ছা উন্মাদ !
- নির্বোধাস্তর      ওরে আমি পাগল হয়েছি বটে, কিন্তু উন্মাদ নই। আমার জ্ঞান  
টনটনে, আগি সেয়ানা পাগল। হে গাছ, ওগো বৃক্ষ, লাও দাও  
যেখানে যত ভাল ভাল দামী দামী জিনিস আছে, সব আমার  
পাইয়ে দাও।
- অবোধাস্তর      মাথা খারাপ ; গাছ কি কখনও কিছু দেয় রে। এদিকে ফের  
বলছি, নইলে ঐ গাছের ডাল তোর পিঠে ভাঙবো।
- নির্বোধাস্তর      খবরদার ; ওতে হাত দিবি না। ওর ডাল ভাঙতে পারবি  
না। ওকি যে সে গাছ দাদা,—ঐ হলো কল্লবৃক্ষ বাবা !
- অবোধাস্তর      কল্লবৃক্ষ ? চাওয়া মাত্র যার কাছে সব পাওয়া যায় ?
- নির্বোধাস্তর      নিশ্চয়ই।
- অবোধাস্তর      আমার তো মনে হয় না, আসল কল্লবৃক্ষ !
- নির্বোধাস্তর      ওরে আসল যদি নাও হয়, ও নিশ্চয়ই কল্লবৃক্ষের চারা কিংবা  
কলমের গাছ। যাই হও দাদা কল্লবৃক্ষ, আমার মনোবাঞ্ছা  
পূর্ণ কর বাবা। হাতে মোটামুটি কিছু এলে আজ যারা গ্রাহ  
করে না, কাল তারা খোসামোদ করবে। দাও বাবা কল্লবৃক্ষ,  
ছট করে মবলক কিছু দান ক'র।

- অবোধাস্তর      তাই নাকি—বলিস কি ? তুই তবে সত্যিই কল্পরক্ষের সন্ধান পেলি ?
- নির্বোধাস্তর      হ্যাঁ, ধন্য আমি, আব ধিক তুই । আমার অবস্থা ফিরেছে—  
কুবেরের ঐশ্বর্য আমার মুঠোয় । তোর মত গরীবকে আমি  
ঘেন্না করি । তফাৎ যা ( অদৃশ্য গাছকে )—বুঝেছি, তোমাব  
ডাক আমি শুনেছি—হাতছানি দেখেছি—যাই—যাই—এফুনি  
যাচ্ছি ।
- অবোধাস্তর      নির্বোধে, তুই চললি কোন দিকে ? দক্ষিণ দিক, ঐদিকেই তো  
সেই প্রকাণ্ড হাঁ-করা দরজা—যমের দক্ষিণ দ্বার—গেলেই গিলে  
নেবে । হায়—হায়—নির্বোধকে যমে টেনেছে—ও যমের বাড়ী  
চলল ।
- নির্বোধাস্তর      যম ! ওরে দাদা, সে কি কথা রে বাবা !
- অবোধাস্তর      নইলে তোকে হাতছানি দিয়ে ডাকবে আব কে ?
- নির্বোধাস্তর      যম ! যম দেবতা কি এখনও স্বর্গে নাকি ? ইন্দ্র, বায়ু, বরুণ—  
সব দেবতা ভেগেছে, যম ব্যাটা কি গ্যাঁট হয়ে এখনও এখানে  
ব'সে আছে ? যম, যাকে ভয় করি সেই ! তাহলে উপায় ?
- অবোধাস্তর      উপায় ? ঠিক । উপায় করতে হবে । খুব হিসেব করে  
উপায় করতে হবে ।
- নির্বোধাস্তর      ঠিক, খুব হিসাব করে উপায় করতে হবে । বে-হিসাবি উপায়  
চলবে না ।
- অবোধাস্তর      হয়েছে, শোন । আমার জ্যাঠাতুতো ভাইয়ের মামাতো ভাণ্ডের  
পিসিমার ভাস্করের নাতনীর খুড়খুড়ের দেওরের মাসীমার  
বোনপোর শালার ছেলের রাজবাড়ীতে যাতায়াত আছে ।  
তাকে দিয়ে খবরটা সম্রাট রজাস্তরকে পৌঁছে দে ।

নির্বোধাস্তর      খবর পৌছে দে । শালার ছেলেকে খবর পৌছে দে ।  
যমকে তাড়া ।

অবোধাস্তর      চুপ, আস্তে, যম যেন না আমাদের নাম জানতে পারে ।  
নির্বোধাস্তর      চুপ,—আস্তে । বড় ভয়ানক দেবতা । ষড়যন্ত্রের কথাটা খুব  
গোপন রাখতে হবে । কেউ যেন না জানতে পারে ।

অবোধাস্তর      কেউ যেন না জানতে পারে । যমকে তাড়া ।

নির্বোধাস্তর      কেউ যেন না জানতে পারে । যমকে তাড়া ।

[ উভয়ের প্রস্থান ]

## দ্বিতীয় দৃশ্য

স্বর্গ

( বুদ্ধাসুরের প্রবেশ )

বুদ্ধাসুর

অধিকার করিয়া স্বর্গ,  
আনন্দে করিছে নৃত্য দানবের দল—  
অন্তহীন সুখ কোলাহল !  
কিন্তু এই সুখ—এই শান্তি—  
এ কি চিরকাল ?  
ফিরেছে দানব ভাগ্য কয়দিন তরে ?  
হোক স্বল্পকাল—  
সুখ ক্ষণস্থায়ী—  
তবু সুখই জীবন ।  
কিন্তু মোর এ জীবন ?  
কি সুখ পাইয়াছি আমি ?  
অত্যাচারে জর্জরিত করিয়া দেবতায়,  
অপমানে করিয়া লাহিত—  
ভীত দ্রুত—  
নিজ বাসভূমি হতে করি বিতাড়িত—  
কি সুখ পাইয়াছি আমি ?  
না—না, কেহ মোরে—  
বাসে না'ক ভালো,

স্নেহের বন্ধন নাই  
 নত শিরে সবে  
 আন্ত্রা মোর করিছে পালন,  
 প্রাণহীন, পুস্তলিকা প্রায় ।  
 স্থখ নাই—  
 মম চিন্তে নাহিক আনন্দ ।  
 বদ্ব সিংহাসন—  
 আর এই স্বর্ণ কিরীট—  
 রথ—মূল্যহীন বুত্রের নিকট ।  
 বিস্মৃতি চাই—  
 চাই ভুলিতে, সকল ।  
 কার্য—কার্য—  
 কর্মই বিস্মৃতি আনে—  
 কর্মই জীবন ।

( ঐন্দ্রিলার প্রবেশ )

ঐন্দ্রিলা

কর্মই জীবন যদি—  
 কেন তবে কর্ম হতে রয়েছ বিরত ?  
 হে কর্মবীর !  
 অতি নীচ সামান্য হইতে  
 অশ্বর জাতিরে তুমি—  
 স্বরলোকে দিয়েছ আসন—  
 কীর্তি তব হয়েছে অক্ষয় ।  
 সেই মোর হইয়াছে কাল ।

বৃদ্ধাশ্বর

কীর্তিস্তম্ভ এক গড়িয়া মানসে  
 যুদ্ধনেত্রে চেয়ে আছি  
 সকলের সাথে নির্নিমেষ আঁখি ।

ঐন্দ্রিলা      আব কি কবিরে বল ?  
 বৃদ্ধাস্থর      না কবিরে কিছু নাই—  
 সব কার্য শেষ—  
 ছাযছি দানব সম্রাট—হাঃ হাঃ হাঃ ।

ঐন্দ্রিলা      সব কার্য ত হয় নাই শেষ,  
 কার্য এক অপূর্ণ আজিও ।  
 বিশ্রামে যদি ক্লান্তি এসে থাকে নাথ,  
 কব তবে এই কার্য ।

বৃদ্ধাস্থর      বল—বল—কর্মহীন অলস জীবন  
 অসহ্য দুর্বিষহ অতি ;  
 কহ কি কার্য তোমার ?

ঐন্দ্রিলা      উত্তর জানিতে হ'লে  
 মোব প্রণেব প্রদান উত্তর ,  
 একটি প্রশ্ন মোর—  
 অতি সাধাবণ ।

বৃদ্ধাস্থর      কি বলিবে বল রাণী,  
 কি প্রশ্ন তোমার—  
 আজিও রয়েছে বাকী  
 শুনিতে উত্তর ?

ঐন্দ্রিলা      বলিব, নিশ্চয় বলিব,  
 কিন্তু অগ্রে কর অঙ্গীকার ।



বৃন্দাস্বর

কি করিব অঙ্গীকার ?

ঐন্দ্রিলা

মিথ্যা শ্লোক বাক্যে ভুলাবে না মোরে ;

পূর্ণ করিবে মোর হৃদয় বাসনা ।

বৃন্দাস্বর

শ্লোক বাক্যে ভুলাব তোমারে আমি ?

একি কথা কহিছ মহিষী ?

দীর্ঘদিন একত্রে ষাপিয়া,

আজো কি পরিচিত নহি আমি—

তোমার নিকট ?

আজো কি জান না আমারে ?

ঐন্দ্রিলা

জানি, তাই হয় ভয়,

অঙ্গীকার বিনা তুমি দিবে না উত্তর ।

কর অঙ্গীকার—

বৃন্দাস্বর

উত্তম, করি অঙ্গীকার—

বল কিবা বাসনা তোমার ?

ঐন্দ্রিলা

আছে কি তোমার প্রীতি

মম 'পরে আর ?

বৃন্দাস্বর

প্রীতি তোমার 'পরে ?

এই প্রশ্ন তোমার ?

তাই অঙ্গীকার ?

হাঃ হাঃ হাঃ ।

ঐন্দ্রিলা

হেসো না সম্রাট—

ঐ ন বড় পেতেছি ষাতনা,

'সাম্বনা মিলিবে শুধু

উত্তরে তোমার ।

বৃদ্ধাস্বর

ঐল্লিলা—প্রিয়তমে !

তুমি ছাড়া কেহ নাহি মোর

এ মোর সংসারে ।

কে বা পিতা—কে বা মাতা—?

আজো আমি জানি না তাঁদের ।

পূর্ণ আমি লভিয়া তোমারে

প্রথম যৌবনে,—

ভৃগু আমি পুত্র মুখ হেরি,

মুগ্ধ আমি লভি ইন্দুমতী ।

তুমি—তুমি—প্রতি কার্ঘ্যে—প্রতি বাক্যে

উৎসাহ দানিয়া নিত্য—

আশা ও আকাঙ্ক্ষার সীমারেখা খানি,

দিন-দিন—অতি ধীরে ধীরে—

দূব হ'তে দূরান্তরে দিয়েছ সরায়ে—

তাই আমি দেব-সিংহাসনে,

ঐল্লিলা ব্যতীত বৃত্ত হ'তো না সম্ভব ।

ঐল্লিলা

তাই যদি সত্য হয়, নাথ,

পূর্ণ কর শেষ অভিলাষ—

একমাত্র আছে যাহা বাকী ।

বৃদ্ধাস্বর

বল মোরে রাণী,

কি বা তব অভিলাষ ?

এতদিন কেন বলনি আয়ায় ?

ঐল্লিলা

প্রয়োজন হয় নি বলার,

কিন্তু আজি মোর অতি প্রয়োজন

বৃত্তাস্তর      শুন নাথ, তোমারই কারণ,  
 আজি আমি বলিব সে কথা ।  
 ঐন্দ্রিলা      বল—বল—কিবা সেই কথা ?  
 হে দানব সম্রাট,  
 দাসী মাত্র এক—  
 আমারে করহ প্রদান ।  
 বৃত্তাস্তর      দাসী মাত্র এক—হাঃ হাঃ হাঃ  
 সহস্র দাসীরে তুমি করহ নিয়োগ ।  
 ঐন্দ্রিলা      না—না—শুধু এক—  
 একটি দাসী মোরে কর গো প্রদান ।  
 বৃত্তাস্তর      এক দাসী ?  
 ঐন্দ্রিলা      এক দাসী । সেই এক দাসী ।  
 স্বামী, রক্ষা কর তব অঙ্গীকার ।  
 বৃত্তাস্তর      নাহি জানি কে বা সেই ভাগ্যবতী,  
 নারী মাঝে একান্ত দুর্বলা,  
 তব অনুকম্পা লভি—  
 হইয়াছে ধন্য !  
 বাসনা ষতপি রাগী—  
 মম অনুমতি  
 আনন্দ চিন্তে আমি দিতেছি সম্মতি—  
 কর পরিচারিকা তারে ।  
 ঐন্দ্রিলা      কোথায় পাইব তারে—  
 সে ত নাহি'ক আজি  
 স্বর্গপুরী মাঝে ।

বৃন্দাস্বর	কারে চাও রাণী ?
	কে সে রমণী ?
ঐন্দ্রিলা	সে রমণী—শচী—।
বৃন্দাস্বর	শচী ?
ঐন্দ্রিলা	চির শত্রু তব দেবেন্দ্র-বনিতা, দাসী রূপে চাই তারে আগি— দানবেন্দ্র কাছে । সম্রাট, স্বামী, প্রিয়তমে— বাধ অনুরোধ— আন সে শচীরে ।
বৃন্দাস্বর	শচীরে আনিব হীন পরিচারিকা— দাসী কর্ম তরে ?
ঐন্দ্রিলা	হঁা, পরিচারিকা দাসী সে আমার পার্শ্বে সদা রহিবে দাঁড়ায়ে আজ্ঞাবাহী কিঙ্করী সমান । চামর করিবে ব্যাজন, তাঁহু ল যোগাইবে মুণ্ডে, বসন অঞ্চল ধরি নত শিরে ফিরিবে পশ্চাতে ষেথা যাব আমি । কেশ বিছাটিবে, পদ প্রক্ষালিয়া আদেশে আমার অলঙ্কারে রঞ্জিত করিবে চরণ ।

ব্রতাসুর

রাণী ! রাণী !—

কে—কার পদধ্বনি ?

নিকট হইতে কে দূরে যায় সরি ?

কে তুমি ?

সত্য নারী—হীন কর্ম ?

কারি গর্হিত অতি ?

রমণীর অপমান নহেক উচিত বহু !

ব্রাহ্মী

বিস্মৃত হ'য়ে না নাথ,

অঙ্গীকারবদ্ধ তুমি গম পাশে ।

ব্রতাসুর

তবুও সেই এক কথা ?

নারী হ'য়ে নারী অপমান ?

এ তোমার কেমন বাসনা ?

একবার শুধাও নারীরে—

( ইন্দুমতীর প্রবেশ )

ইন্দুমতী

না—না—মোরে কিছু শুধাইও না ।

দাসী আমি—

আজ্ঞা শুধু প্রদান আমারে ।

ব্রাহ্মী

আয়—আয়—মাতা !

তুই হ'তে সৌভাগ্য উদয়,—

তোরে আমি কি আজ্ঞা করিব রে দান ?

তুই মোর স্নেহময়ী জননী সমান ।

ইন্দুমতী

তাই যদি মাতা,—বল তবে—

মোর কথা কেন না রাখিলে ?—

ক্ষণপূর্বে কক্ষান্তরে—

জিজ্ঞাসিতা হয়ে যবে দিলাম উত্তর ?

কেন শচী-চিন্তা স্থান দিলে মনে ?

কেন করিলে শচী-অপমান ?

দেবকুল রাণী যিনি—জননী সমান ।

ঐন্দ্রিলা

ইন্দুমতী ! বুদ্ধিমতা জানিতাম তোবে —

তোব মুখে এঃ কথা ?

ইন্দুমতী

মাগো - পুত্রে যদি স্নেহ কর,

পুঃ বধু স্নেহাস্পদ তব,

দাস্যবৎ অধিক ভ্রম করিলে সে সেবা ।

ওগো জননী ! কি অভাব তোমার ?

আমারে আদেশ কর—

আমিঃ কবিব বাজন,

লুপ্তিত অঞ্চল ধরি,

আমি ফিবিব পশ্চাতে ।

কেশ বিছাদিব,

ধৌত করি এ পদ যুগল—

আমিই অলক্ত রাগে রঞ্জিত করিব চরণ ।

মা গো—দেবেন্দ্রাণী অপমান করি—

অমঙ্গল এনো না'ক বরি আপন ইচ্ছায় ।

ঐন্দ্রিলা

ইন্দুমতী !

সাহস তোমার—আমারে এসেছ দিতে

হিত উপদেশ—

হিতাহিত জ্ঞান শূন্য হয়ে ?

মোর কার্য আমি জানি ভাল ।

ইন্দুমতী      আ-গো, কেন আজি হলে বিশ্বরণ  
 দানবমহিষী তুমি রমণী গৌরব ।  
 রমণীর অপমান সাজে না তোমার ।

ঐন্দ্রিলা      ইন্দুমতী—দুব হ সম্মুখ হইতে—  
 ইন্দুমতী      রমণীর মান যেথা না রাখে বমণী—,  
 বিশ্বমাতা বিরূপ তথায় ।

[ প্রস্থান

বদ্রাসুর      হাঃ—হাঃ—হাঃ— ।  
 কেহ নাহি স্বপক্ষে তোমার ।  
 ঐন্দ্রিলা      অঙ্গীকারবদ্ধ দানবসভাট,  
 তুমি আছ মোর ।  
 তোমা হ'তে আমি স্বর্গ-রাজ্য রাণী— ।  
 চাহ যদি রক্ষিবারে সত্য আপনার  
 শেষ কথা—শচী—দাসী সে আমার ।

[ প্রস্থান

বদ্রাসুর      ঐন্দ্রিলা—ঐন্দ্রিলা— !  
 সমস্তা—সমস্তা— ; কি করি—  
 বদ্রাসুর—অসুর—অসুর—  
 কোন্ সমস্তা তুমি—  
 পার নাই করিবারে দূর ?  
 হাঃ—হাঃ—হাঃ—  
 হিংসা—হিংসা—  
 জালিতে আলোক যদি জলে গো আগুন-  
 কিবা ক্ষতি তায়— ?

পাপ-পুণ্য—? পর্মার্থ—? হাঃ হাঃ হাঃ

কিছু নাই—কিছু ছিল না—

কিছু থাকিবে না কভু কোন দিন ।

কত শিশু জননীর ক্রোড় হ'তে

লয়েছি কাড়িয়া—

গৃহ হ'তে—স্বামী পুত্র হ'তে হইয়ে বিচ্যুত

কত স্তরবালা গিয়াছে কাঁদিয়া ।

তার কাছে এক শচী কতটুকু ?

কাঁদাব—কাঁদাব তাবে আমি,

প্রিয়া হাসি মুখ হেরিবার তরে ।

। প্রস্থান

( চিত্তদেবের প্রবেশ )

গীত

তুই আলোর মোহে আগুন দিলি জ্বলে,

মরুপথে নিব্বার পাবি কোথায় গেলে ।

মায়ায়ুগীর ইশারাতে ভুল ঠিকানায়

যাত্রা শুরু করলি অবুঝ কোন কামনায়,

মোহের ফেরে পরম স্রুথে গেলি ফেলে ।

[ প্রস্থান



## তৃতীয় দৃশ্য

স্বৰ্গ

( ঐন্দ্রিলা ও রুদ্রপীড়ের প্রবেশ )

ঐন্দ্রিলা

না—না শুনিব না কোন কথা—  
শচী চাই আমি ।

রুদ্রপীড়

বাক্য যদি প্রত্যাহার না কর, জননী,  
মুহুর্তে জলিবে বহি,  
শিখা হতে তার কারও নাহি পরিত্ৰাণ ।  
শত ব্যথিতের আৰ্ত্তরোলে ভরিবে গগন,  
সর্বনাশা হাহাকার হবে পরিণতি ।

ঐন্দ্রিলা

ওরে পুত্র,  
পুঞ্জীভূত হাহাকার জমাট ভিতরে ।  
কেমনে বুঝাব তোরে—  
কত যে কষ্ট নিত্য  
নবরূপে পীড়িছে আমারে !

বুক বুঝি ভেঙ্গে যায়,  
পারি না সহিতে ।  
কতক্ষণে বাধিবে যুদ্ধ,  
কতক্ষণে স্তম্ভ হব আমি !

রুদ্রপীড়

স্তম্ভ তুমি রবে চিরকাল  
নাহি যদি বাধে যুদ্ধ আর ।

যুদ্ধে খোঁজ শান্তি-স্থ—  
 কি আশ্চর্য !  
 ঐন্দ্রিলা ওবে—শান্তি-স্থ—  
 যুদ্ধে মোব ছিল চিবকাল ।  
 যুদ্ধ গেছে,—  
 শান্তি মোব ল'য়েছে দিদায় ।  
 ও'ব পুত্র, শান্তি দে,—  
 আন শচী ।  
 বাজাবে হুন্সুভৌ,  
 মহাবনে লিপ্ত হ,  
 শানিত রূপাণ হ'ক রুধিবে বঞ্জিত,  
 সম্রাটে কব বে ত্ববা যুদ্ধে উল্লসিত ।  
 কদ্রপীড় এ মূর্তি কভু দেখিনি তোমাব ।  
 কিস্ত, কহ মাতা—  
 কেন এ রথা যুদ্ধ ?  
 কেন শচীরে চাহ অকাবণ ?  
 ঐন্দ্রিলা ওরে বৃথা নয়,—নহে অকারণ—  
 যুদ্ধ মোব জীবন সর্বস্ব ।  
 শচী আমি চাই ।  
 কদ্রপীড় মাতা ! চির অভ্যস্ত,  
 ধৈর্য, স্বৈর্য, মহত্ত্ব, উদারতা  
 চক্ষের পলকে দিয়া বিসর্জন,  
 হেন নীচ বাক্য কহিছ কেমনে ?  
 উন্মাদিনী হলে কি জননী ?

- ঐন্দ্রিলা      ইয়া আমি উন্মাদিনী ।  
কিন্তু স্থিৰ আপন ইচ্ছায়—  
সঙ্কল্পে অটল ।  
বাসব-বনিতা শচী—দাসী সে আমার  
রুদ্রপীড়      মাতা, কর ক্ষমা ।  
তব বাক্যে দিবে না সম্মতি কভু  
আমার হৃদয় ।  
ঐন্দ্রিলা      ও রুদ্রপীড়—  
সত্যই কি মোর পুত্র তুই ?  
রুদ্রপীড়      মাতা ।  
ঐন্দ্রিলা      হায়-হায়,—ভাগ্যহীনা আমি  
তোরে গর্ভে ধ'রে ।  
রুদ্রপীড়      মাতা—মাতা—  
ঐন্দ্রিলা      না-না—মোর গর্ভে কভু তুই  
নিস্নি জনম ।  
‘মা’ ব’লে ডাকিস্ নি আর  
কভু কোন দিন ।  
রুদ্রপীড়      স্নেহময়ী জননী আমার !  
যে শিক্ষা দিয়াছ তুমি আশৈশব মোরে,  
আজি নিজে তার হ’লে বিপরীত ।  
বুঝি এই বিধিলিপি মোর ।  
নতুবা জননী কেন পুত্র প্রতি  
হবেন বিক্রপা ?  
আমার মঙ্গল নাই ।

বঞ্চিত হ'য়েছি আমি মাতৃস্নেহ হ'তে ।  
যে অভাজন মাতৃস্নেহে নহে অধিকারী  
হতভাগ্য সে-ই এ বিশ্ব সংসাবে ।

প্রস্থান

ইন্দ্রিলা

তোবে বখো দিতে  
আমারও কি নাহি বাজে বুকে ?  
না কি বুঝে না বে সন্তানেনব মন ?  
সব বুঝি—বুঝেও অবুঝ আমি,—  
যুদ্ধ ছাড়া আজি মোব অন্য পথ নাই,  
শচীই আনিবে যুদ্ধ—তাই শচী চাই ।  
অশান্ত হৃদয়ে তাঁর শান্তি দান তরে—  
স্বৈচ্ছায় করেছি গ্রহণ মহাব্রত ভাব—  
শচী চাই আমার ।

( চিত্তদেবের প্রবেশ )

গীত

জীবনদেবের আশ্রয় তুই শুনলি না,  
শুনিলি যদি চবম বাণী  
মরম দিয়ে বুঝলি না,  
আত্মা কাঁদে চুপে চুপে তোর পিয়াসে,  
প্রাণপ্রদীপের শিখা কাঁদে ব্যর্থ আশে,  
মরণ নিলি বরণডালা পায়ে ঠেলে  
তুই বুঝলি না ।

[ প্রস্থান ]

ঐন্দ্রিলা

স্বামী স্তম্ভ লক্ষ্য রাখি  
সব আজি ছেড়েছি বিচার ।

[ প্রস্থান

( ব্রজাস্বর ও রুদ্ৰপীড়ের পুনঃ প্রবেশ )

ব্রজাস্বর

নহ তুমি পুত্র শুধু, রুদ্ৰপীড় !  
বল, বিক্রম, শক্তি তুমি গোর ।  
তুমি সেনাপতি—  
দিতেছি আদেশ, আমি দানবঈশ্বর,  
যেথা পাও এনে দাও শচী,—  
বাসবমহিষী — ।  
স্বৰ্গপুরে যেই ছিল রাণী একদিন,  
আজি হবে দাসী সে তথায় ।

রুদ্ৰপীড়

পিতা—পিতা— !

ব্রজাস্বর

পুত্র, দেখিলে মুখখানি তোর জুড়ায় পরাণ—  
কত কথা মনে জাগে—  
শুনি যবে তোর কণ্ঠে পিতৃ সম্বোধন—  
না-না কর্তব্য কঠোর,—  
স্থান নাই স্নেহের এখন ।  
যাও পুত্র, পিতৃ-আজ্ঞা, মাতৃ-অভিলাষ,  
শচী হেথা কর আনয়ন ।

রুদ্ৰপীড়

পিতা, পদ গৌরব দিলে যদি—  
কেন দাও কর্ম অগৌরব ।  
শচী অশেষণ হীন কার্য,  
আমা হ'তে হবে না সম্ভব ।

ব্রাহ্মস্বর      পুত্র ! না-না—সেনাপতি !  
 সাহস তোমার—  
 বিরুদ্ধ আচাৰ দানবেন্দ্র প্রতি ?

রুদ্রপীড়      নহেক সাহস,  
 শুণুই মিনতি মোব  
 আজ্ঞা তব লহ ফিরাইয়া,  
 সৈন্যপত) অর্থ যদি সৈন্য কার্য নিষ্ঠূৰতায্য,  
 সে কার্য চাহি না আমি ।

ব্রাহ্মস্বর      সেনাপতি চাঃ না হইতে ?  
 হাঃ-হাঃ-হাঃ—  
 বুঝিয়াছি হৃদয় তোমার ।  
 ভীৰু তুমি,—শটী অশ্বষণে  
 জয়ন্তেব সনে পুনঃ যদি বাধে বণ,—  
 সেই ভয়ে এতই চঞ্চল ?

রুদ্রপীড়      একি কথা দানব ঈশ্বর !  
 জয়ন্তেব সনে  
 রণে ভঙ্গ কভু দিয়াছি কি আমি ?  
 রুদ্রপীড়-জয়ন্তেব যুদ্ধ-চিত্র বুঝি—  
 মন হতে গিয়াছে মুছিয়া ?  
 দেখ নাই, পিতা—  
 মম হস্তে তুর্দশা তাহার ?

ব্রাহ্মস্বর      সেই কথা করিয়া স্মরণ,  
 পুত্র যুদ্ধে হও অগ্রসর ।  
 জেনো মনে,

শচী উপলক্ষ্য—

জয়ন্ত উদ্দেশ্য তোমার ।

রুদ্রপীড়

তাই যদি তোমাব নির্দেশ,

চাহ রণ যদি পুনঃ

জয়ন্ত সংগ্রাম অবশ্য করিব ।

বুত্রাস্তর

হাঁ, তাই কর ।

জয়ন্তেরে রাখ ব্যস্ত করি,

বানে বানে বিধ্বস্ত করিয়া—

পথ যত আছে তার

দাও রুদ্ধ করি ।

রুদ্রপীড়

যুদ্ধ শুধু পথ রোধ তরে ?

বুত্রাস্তর

তার বেশী কি কার্য করিবে ?

যোগ্য জনে যোগ্য কার্য ভার

করেছি অর্পণ !

হাঃ হাঃ হাঃ—

[ প্রস্থান

রুদ্রপীড়

পিতা-পিতা,—

নাহি জানি কি উদ্দেশ্য তোমার ।

অবাধ্য সন্তান কি আমি ?

কিঞ্চা সেনাপতি বিশ্বাসের নহিক যোগ্য

কোন্ পথ মোর ?

জয়ন্তের পথ রোধ ?

অথবা হরণ বাসব-বনিতা ?

না-না—তুই কার্য ভার—

আমারে দিয়াছেন পিতা ।  
ফলাফল না করি বিচার,  
দোষগুণ না কবি গণনা !  
পুত্র আমি,—মাতৃ-অভিলাষ,—  
পিতৃ-আজ্ঞা অবশ্য পালিব ।  
কার্য যাহা হউক—  
বাখিব আদর্শ মহান ।

( ইন্দুমতীর পুনঃ প্রবেশ )

ইন্দুমতী      কোন আদর্শ রক্ষায় চলিয়াছ, নাথ ?  
শচীরে আনিবে হেথা ?  
কবিরে সতী অপমান ?  
শচী-চিন্তা শেষে তোমারেও  
কবিয়াছে গ্রাস ?  
তাই প্রয়াস বিরাম এই  
যুদ্ধ আয়োজন ?

রুদ্রপীড়      পিতৃ-আজ্ঞা,—মাতৃ-অভিলাষ !  
কিন্তু শেষ যুদ্ধ এই জেনো প্রিয়তমে ।  
আর যুদ্ধ বাধিবে না জীবনে আমার !

ইন্দুমতী      কত যুদ্ধ হ'য়ে গেল, কোথা হল শেষ ?  
এক রণ নিয়ে যায়  
বিভিন্ন কারণে—  
অন্য রণ পানে—  
যুদ্ধের বুঝি শেষ নাই কোথা !



রুদ্রপীড়

বুধা এ আশঙ্কা প্রিয়ে !

কেন অকারণ উৎকর্থা তোমার চিরদিন ?

ইন্দুমতী

বার বার কেন রণ ?

শান্তি কি আসিবে না কোন দিন

এ ভীষনে মোর !

দিন যায়—রাত্রি যায়—

উৎকর্থা যে যায় না আমার ।

রুদ্রপীড়

চিত্তা ত্যাগ কর গো সুন্দরী !

তুমি আছ যার ঘর আলো কপি.

জীবনের আকাঙ্ক্ষা তার,

কত যে অধিক,—

তুমি কি বুঝ না প্রিয়ে ?

ইন্দুমতী

নাহি জানি কেন—

মন মোর নাহি দেয় সাড়া

শুধু ভাবি কোন সে তুচ্ছ কারণ,

যার লাগি শ্রেষ্ঠ যায় রণে ?

রুদ্রপীড়

তুচ্ছ কারণেই বাধে যে সমর ।

তুচ্ছ আশ্রয়স্থি—ক্ষুদ্র মান-অভিমান—

কিন্তু সত্য কথা বলিয়াছ প্রিয়ে,—

দেশ নয়, জাতি নয়,

নহে কোন সুখ সমৃদ্ধি

কিন্তু মহৎ সঙ্কান,—

আজি স্বর্গ ধায় রসাতল পানে,

শতী অশেষণে, করিবারে সতী অপমান ।

ইন্দুমতী

তাই ত তোগাবে ছেড়ে দিতে  
কভু কোন ভাগ্যহীন কাজে,  
মনে যোব জাগে যে সংশয় ।  
প্রিয়তম, ছেড়ে তুমি যেয়ো না আমার ।

রুদ্রপীড়

আমাবও কি মন চায় যেতে ?  
ইচ্ছা এস—তাজি রাজ্য, তাজি সর্গ -  
বিলাস ক্ষমতা -  
ধরি তব কব,  
ছুই জনে চলে যাই  
কোথা কোন জনহীন  
নিভৃত প্রান্তর কোণে,  
এবান্তে কবি বাস  
বচি বাসা ভালবাসা দিয়ে ,  
সেথায় নাহিক হিংসা,  
নাহি দ্বিধা,  
নাহি কোন দ্বন্দ্ব, দর্প, শকতি.—গোবব,—  
আছে শুধু প্রেমের কুসুম গাঁথা, -  
অপূর্ব সৌরভ ।  
কিন্তু প্রিয়ে—নাহিক সময় আব ।  
পিতৃ-আজ্ঞা—আদেশ মাতার—  
কর্তব্য মোরে করে আকর্ষণ ।  
যাই আমি—দাও গো বিদায় ।  
না-না,—তোলো মুখ, মুছ আঁখি,  
কেন ভয়— ?

আবার ফিরিব আমি,  
 আবার হইবে দেখা ।  
 আবার হাসিবে ইন্দু,  
 জ্যোৎস্না ভাসিবে ইন্দুর হৃদয় ললাটে ।

[ প্রস্থান

ইন্দুমতী

এত কাতরতা কেন আজি ঘেরিল আমায় ?  
 কেন কাঁপে বুক ?  
 অন্ধকার কেন চারিদিকে ?  
 কেন আসে চোখে জল ?  
 মা—মাগো—কোথা তুমি ?  
 এসো স্বরা করি—  
 আশীর্বাদ কর পুত্রবে তোমার,  
 আশীর্বাদ কর কন্যারে তোমার ।

প্রস্থান

( চিত্তদেবের প্রবেশ )

গীত

এলো এবার খেলা ভাস্কর পাল,  
 পথের ধূলায় ছড়িয়ে যাবে বরণডালা,  
 অকূল জলের জোয়ার আসে আঁখির কূলে,  
 মুছে যাবে রাজা সিন্দুর সিঁথির মূলে,  
 ঝোড়ো চাওয়ায় নিভে প্রদীপ করে মালা ।

[ প্রস্থান

## চতুর্থ দৃশ্য

স্বর্গ

( দ্বিষ্টার প্রবেশ )

দ্বিষ্টা

সতী অপমান, শচীর লাঞ্ছনা ?

হীন কার্য—

একি হলো হায় !

সব আশা, সব চেষ্টা মোর মিলাল ধূলায় ।

ওরে হীন কার্যে রাজ্য নাহি রয়,—

হরের নির্দেশ ।

রে বুজ ! পাপের কল্পনা,

আর পাপ কার্য মাঝে—

কতক্ষণ তোর রহিবে প্রভেদ ?

রুদ্রেশ্বর ! কঠিন বন্ধনে

তুমি বেধেছ আমায় ।

পরিচয় ? পরিচয় যদি নাহি দেই ?

সেদিনও ত রুদ্রপীড়ে দেই নাই পি চয় ।

হ্যাঁ-হ্যাঁ—সেই ভাল—

ইঙ্গিতে বুঝাব তারে জনম রহস্য কথা ;

মহেশের গুঢ় আদেশ ।

পুত্র স্নেহ, পিতার কর্তব্য, সতীর মর্যাদা—

রাজ্যের মহা দায়িত্ব—

কে করিবে রক্ষা ? আমি—আমি—

[ প্রস্থান

( বৃজাসুরের প্রবেশ )

বৃজাসুর

কর্মই জীবন যদি—

যুদ্ধ ছাড়া কি কোন কর্ম নাই ?

প্রেম, প্রীতি, দয়া, মায়া, স্নেহ ?

হায় ঐন্দ্রিলার সহিল না—

জ্বলে দিল বক্ষ মাঝে প্রদীপ্ত অনল ।

পিতৃভক্ত রুদ্রপীড়,—উদার বালক—

গেছে চলি রণে—

জয়ন্তে পরাস্ত করি সম্মুখ সমরে,

যাবে শচী অশ্বেষণে ।

শচী !—দাসীরূপে শচী চিন্তা বড় কষ্টময়—

ঐন্দ্রিলা ! মন হ'তে শচী রাখ দূরে—

শচী দেবেপ্রাণী—

হীন কর্ম নহে ত তাঁহার ।

( স্বষ্টার পুনঃ প্রবেশ : বৃজাসুর দেখে নাই )

স্বষ্টা

হীন কর্ম ? তবে কাহার ?—

বৃজাসুর

কাহার ?—আমার ?

স্বষ্টা

তোর !

বৃজাসুর

না—না,—কভু নহে—

নীচ হতে উদ্ধে' স্থান করেছি অর্জন—

নিজ কর্মগুণে,

গুণেরে ভাবে হীন গুণহীন জনে ।

সেনাপতি ল'য়ে এসো শচী—

শচী—সে দানবের দাসী !

ଦୃଢ଼ୀ

বুজ !

বৃদ্ধাশ্রম

অগণিত দাসীবৃন্দ মাঝে

मध्यमणि-श्री-हाः हाः हाः

ঐন্দ্রিনা ! শচী আসি আদেশে তোমার

অলঙ্কৃত রাগে রঞ্জিত করিবে চরণ ।

ସଦ୍‌ବୃତ୍ତି

বুড় !

বৃত্তাস্তর

কার যেন পুত চবণের ধ্বনি

কর্ণে মোর করিছে প্রবেশ ?

শ্রবণে পশিছে যেন কার কণ্ঠস্বর ?

হৃদয় কন্দর হ'তে কে যেন কহিছে কথা ?

কার যেন স্নেহাশ্রুবিन्दু—

মোর তরে পড়িছে ঝরিয়া ?

কে তিনি ?

कि मन्त्रक—तौहाय—आमाय— ?

ଦତ୍ତ

আমি রে শুভাৰ্ণী তোর ।

বুদ্ধাসুর

কে কহিল কথা ?

হৃদয়ের লুকান স্বনি প্রবেশ গোচর !

३४१

ওরে মোর হারান মানিক !

আসুর (দেখিয়া) মনে প্রাণে—প্রতিদিন—

চিন্তা দিয়ে যে মূর্তি গড়েছি,

সভাস্থি প্রণাম দিয়ে যাঁরে করেছি ধ্যান,

এ যে দেখি সেই মূর্তি জাগ্রত হইয়ে—

দাঁড়ায়েছে সম্মুখে আমার !

কে ! কে তুমি ! দাও পরিচয় ।

স্বপ্না

নয়ন-আনন্দ—ওরে,—

নয়নের ভ্রাস্তি কর দূর ।

চিনিতে তোর এতক্ষণ লাগে ?

ওরে,—যুগ—যুগ হ’তে

জন্ম হতে জন্মান্তরে—

স্নেহের বন্ধনে বাঁধা মোরা দুই জনে

ব্রতাস্বর

চোখে ত দেখিনি কভু

কোন দিন ত পাই নি দর্শন ।

তুমি মোর—

স্বপ্না

একান্ত আপন—

সতত মঙ্গলাকাজক্ষী ।

ব্রতাস্বর

মন তোমা জানে চিরদিন ।

কোন আকর্ষণে উন্মাদ পরাণ—

বুঝিয়াছি—বুঝিয়াছি—

তবে তুমি—তবে তুমি—

যা ভেবেছি আমি !

স্বপ্না

বৎস ! কেন রে চঞ্চল ?

ব্রতাস্বর

‘বৎস’ বলি সম্ভাষিলে মোরে !

তবে তুমি মোর—

স্বপ্না

আমি—আমি—ই্যা—ই্যা—

ব্রতাস্বর

পিতা ! তুমি মোর পিতা !

স্বপ্না

পুত্র ! পুত্র আমার !

ব্রতাস্বর

পিতা—পিতা—

বুকের মাঝারে তুমি ছিলে অশুষ্কণ,

- আসিয়া সম্মুখে—  
এত দিনে দিলে দেখা অভাগা সন্তানে ।
- স্বপ্না সে তোরই কল্যাণে ।  
ওরে,—তোর মুখ চাহি  
কোন দিন স্পর্শ দিষে দেখি নাই এই মুখখানি-  
বিশ্বকর্মা সার্থক কল্পনা—  
আয়-আয়—আরও আয় কাছে—  
স্বপ্না আজি—
- বৃদ্ধাস্বর সৌভাগ্য আমার ।  
বিশ্বকর্মা—স্বপ্না,—পিতা—  
পিতা !
- স্বপ্না পুত্র—ত্রিশিরা—  
অস্বরীর গর্ভে ওরে পরম দেবতা !  
ইন্দের নিধন নিতান্ত হিংসার বশে,  
অকারণ ইন্দের হিংসা,  
জাগলো মোর প্রতিহিংসা—
- বৃদ্ধাস্বর হিংসা—প্রতিহিংসা—  
তারপর—
- স্বপ্না তারপর তপস্যা—যজ্ঞ—  
অবশেষে শিবের করুণা ।  
নব দেহে ওরে প্রাণাধিক—  
তুই সেই মহেশ-প্রসাদ !
- বৃদ্ধাস্বর কে আমি—চিন্তা মর্মদাহী—  
এত দিনে হ'লো সমাধান ।



হিংসা-প্রতিহিংসা—

প্রতিহিংসা মোরে দিয়াছে জনম ।

শিব শত্রু !—হাঃ হাঃ হাঃ

রুদ্রপীড় কোথা তুই ?

শচীর সংবাদ কই ?

কোথা সে কিঙ্করী দানবের দাসী ?

দ্বষ্টা

ওরে শুক্ক হ—সাবধান—

কিঙ্করী বলিয়া কভু ভুলে,

শচী নাম ক'রো না উচ্চারণ ;

সেই ত কারণ

নিষেধ করিতে যাহা মম আগমন ।

বৃত্ৰাসুর

আস নাই মোর তরে ?

শচীর কল্যাণই তবে কামনা তোমার

দেবতা, তুমি পড়িয়াছ ধরা,

এত ছল হৃদয়ে তোমার ?

তপশ্চায় ল'ভেছ পুত্র—

ইন্দ্রজয়ী বৃত্ৰাসুর রূপে—

তবু রাখিয়াছ সকল সহানুভূতি—

দেবতার প্রতি !

দ্বষ্টা

নহে দেব-সহানুভূতি,

আমি রে শুভার্থী তোমার ।

বৃত্ৰাসুর

দেবতা হইয়া তুমি চাহ

অসুর মঙ্গল ? হাঃ হাঃ হাঃ

দ্বা

ই্যা-ই্যা—শচী চিন্তা ছাড়,

বুজাস্বর

কর ত্যাগ নরক-কল্পনা ।  
 অপরাধ উহা, ও যে মহাপাপ ।  
 হাঃ হাঃ হাঃ  
 অশ্বরে দিতেছ তুমি ধর্ম উপদেশ ?  
 কিস্ত বল দেখি দেব,  
 বুজাস্বর আমি—কি ধর্ম আমার ?  
 হিংসা আর প্রতিহিংসা—  
 দেবের বিরুদ্ধ আচার ।  
 ঐন্দ্রিলা—ঐন্দ্রিলা—শোন—শোন—  
 কোথা ইন্দুমতী—ওরে আয় স্বরা করি-  
 অপূর্ব কাহিনী—বিচিত্র কাহিনী—  
 পিতার বারতা—  
 উন্মাদ দেবতা !

[ প্রস্থান

ঘৃষ্টা

পুত্র, বুত্র—  
 ওরে শোন শোন—  
 ফিরে আয়—ফিরে আয় ।  
 কেমনে বুঝাব তোরে—  
 স্নেহ মোরে করেছে উন্মাদ  
 বুত্র,—পুত্র—  
 তবু নাহি আসে সম্মুখে আমার,  
 অমুরোধে না দেয় সম্মতি ।  
 নহে শচী একা—  
 আমারেও অবজ্ঞা তোঁর ।

এত গৰ্ব দেব সিংহাসনে ব'সি ?  
 কে তোরে দিল ও আসন ?  
 কার তপস্শায় ?  
 মহাশক্তি করিয়া সংগ্রহ  
 ইন্দ্রজয়ী কে করিল তোরে ?  
 দিন পেয়ে সব গেলি ভুলে !  
 পুত্র আজি নাহি শুনে পিতৃ উপদেশ ।  
 মহেশ্বর, এই ছিল ভাগ্যে মোর !

[ প্রস্থান

## পঞ্চম দৃশ্য

### কৈলাস

( নারদ ও নন্দীব প্রবেশ )

### গীত

সত্য শিব সুন্দর তুমি চির আনন্দ হে  
আদি ও অন্ত মধুর শান্ত তুমি অনন্ত হে  
দেবাদিদেব মহাদেব জ্যোতির্ময় হে  
পালক তুমি তাবক তুমি নির্ভয় কর হে ।  
অনলে তুমি অনিলে তুমি নীলকণ্ঠ হে  
মরুতে তুমি তরুতে তুমি সীমান্ত হে ॥

( মহাদেবের প্রবেশ )

মহাদেব

মহা সত্য হইল ধ্বনিত পার্বতীর মুখে ।  
আছাশক্তি স্বরূপিনী নারী,—  
সেই নারীকুল মধ্যমণি,—  
শচী দেবেন্দ্রাণী—  
চাহে তাঁর অপমান, অতীব অসম্মান,—  
দেব-সিংহাসনে বসি ।  
রে বৃদ্ধ !  
সতীর কটুক্তি কবি, করি অপমান,—  
হীন কার্ষ করিলি পামর ।

রমণীর রাখিব মান,  
সকল সম্মান  
ধর্ম সেই জগতে পুনঃ করিব প্রমাণ ।  
নারদ যোগীশ্বর ভোলানাথ,  
শিব বরে বুড়াস্বর লভেছে জনম ।  
মহাদেব রে বুড় !  
হরের আশিস ধরিয়া মাথায়—  
সে বর ঘৃণিত করিলি ।  
শচী চিন্তা পাপে  
বিশ্ব অপবিড় করিস অধম !  
রে ইহকাল-সর্বস্ব অস্বর,  
মহাকালে তুই করিলি জাগ্রত ।  
শূলপানি—কোথা রুদ্রানল শিখা—  
জলে উঠ অগ্নি নয়ন—  
নন্দী আখির পলকে বুঝি বিশ্ব হয় লয় ।  
আন্ততোষ—আন্ততোষ !  
নারদ হে নীলকণ্ঠ !  
এ আর বিষ কতটুকু ?  
সমুদ্র মন্থনে উঠেছিল যত হলাহল  
জগৎ কল্যাণ তরে,  
অবহেলে ধরিয়াছ আপনার গলে ।  
তার কাছে আজ  
এক বুড় আনিয়াছে কত বা গরল—  
যার তরে বিশ্বনাশে উদ্ভত ধূর্জটি ।

নন্দী	<p>হে জগৎঈশ্বর !</p> <p>বিশ্বে একা বৃদ্ধ করে না বাস ।</p> <p>কত মহাস্বা, পুণ্যস্বা মিলি</p> <p>আজিও তথা করিছে বিরাজ ।</p>
নাবদ	<p>সত্য দেব, মর্ত্যধামে</p> <p>এক দধীচি—অগ্নান জ্যোতি</p> <p>বিশ্ব কবিষা উজ্জ্বল</p> <p>নিত্য জীব দিতেছেন</p> <p>পথের সন্ধান ।</p>
মহাদেব	<p>ব্রহ্মা মানস-পুত্র !</p> <p>বে শিব অনুচর ।</p> <p>ভোলানাথ ভুলে নাই</p> <p>কোন কথা আজ ।</p> <p>ঘটনার পূর্ব হ'তে</p> <p>চিরদিন সব আছে স্থির</p> <p>ইঙ্গিতে আমার ।</p> <p>কিন্তু পূর্ণ এবে হয়েছে সময় ।</p> <p>বৃদ্ধের বিনাশ কাল এসেছে নিকটে ।</p> <p>মিটেছে স্বপ্নার সাধ—</p> <p>স্বর্গ সিংহাসনে—বৃদ্ধ—</p> <p>ইন্দ্র দর্প ধ্বংসকারী—</p> <p>আজি দানবরাজ ।</p> <p>কে কাঁদে ? কে ডাকে ?</p> <p>প্রাণের আকৃতি ল'য়ে—</p>

কে করে আহ্বান ?  
 কে ঢালিছে চরণে মোর  
 যত অশ্রুজল ?  
 ভুলি নাই—ওরে—  
 ভুলি নাই তোরে ইন্দ্র আমি ।  
 অপরাধ তোর হয়েছে স্থানন  
 আয় আয় রে কাছে,  
 কাতরে ডাকিলে মোরে  
 কোনদিন কারেও আমি  
 পারি না ফিরাতে ।

### নারদ ও নন্দীর গীত

প্রেমে ভরা ক্ষমায় গড়া আমার ভগবান  
 বসুন্ধরার কলুষ নিতে বিষ করেছে পান,  
 ললাটে তার ইন্দুলেখা উজল হয়ে জলে  
 শান্তি ঢালা সুরধনী জটার জালে দোলে,  
 আপন ভাবে আপনি বিভোর বিশ্বজনের ত্রাণ  
 এই বসুন্ধরার কলুষ-হরা আমার ভগবান ।  
 কর্তে বাজে ববম্ ধ্বনি সে যে অভয় বাণী—  
 আশি ছুটি করুণ মমতায়  
 মুক্তি সে যে পড়ল বঁধা নটরাজের পায়,  
 শুধু বিশ্বদলে গজাজলে তুষ্ট মন প্রাণ  
 এই বসুন্ধরার কলুষ-হরা আমার ভগবান ॥

( ইন্দ্রের প্রবেশ )

ইন্দ্র           কে মোরে আকর্ষিছে যেন প্রমত্ত বিক্রমে !  
 স্তনি যেন কার স্ততীত্র আদেশ—  
 স্নেহ কর্তৃস্বর,  
 কে যেন বলিছে মোরে,  
 অতীব আগ্রহ ভরে,  
 চলিতে সন্মুখ পথে,  
 দূবে—বহুদূবে—  
 সীমা যেথা মিলেছে অসীমে  
 বিশ্ব বক্ষে শোভে বিশ্বনাথ ।

মহাদেব       আমারে খুঁজিল তুই ?  
 নয়ন মেলিয়া ওরে,  
 দেখ্ একবার,—  
 এই যে আমি  
 অপেক্ষায় বয়েছি হেথাষ ।

ইন্দ্র           ভক্ত-বাঙ্গা—কল্পতরু !  
 প্রশন্ন দেবাদিদেব !  
 বল—বল—আন্ততোষ,  
 ক্রমা কি পেয়েছি আমি ?  
 অপগত পাপ ?

মহাদেব       অপরাধ মুক্ত তুই  
 পুত, পবিত্র, নিষ্পাপ ।

ইন্দ্র           বিদূরিত হত্যা কলঙ্ক—  
 সেই মহাপাপ— ?



- সার্থক মোর শিব আরাধনা  
শিব নামে কি অপার মহিমা !
- মহাদেব ওরে, আশা হ'তে বড় মোর নাম ।  
নামে ভক্তি—নামে মুক্তি—  
নামেই পুরে মনস্কাম ।
- ইন্দ্র হে মোর আরাধ্য দেবতা—  
পূর্ণ তবে কর মনস্কাম ।
- মহাদেব কি তব মানস ?
- ইন্দ্র হত রাজ্যে—স্বর্গরাজ্য—  
মান—যশ—গৌরব—  
অমর আকাজিক্ত সব—  
মোর পাপে গিয়াছে যাহা  
প্রতিটি দেবের ।
- মহাদেব পাইবে স্বরগ রাজ্য দেবতা কিরিয়া,  
দেব-সিংহাসনে পুনঃ বসিবে বাসব ।  
বৃত্রাসুর কাল হইয়াছে শেষ ।  
তুষ্ট আমি তব একান্ত সাধনে,  
ভক্তজন কল্যাণ তরে—  
সতত মঙ্গল দৃষ্টি ব্যাপ্ত চরাচরে ।  
ঐ পুনঃ মোরে করিছে স্বরণ  
ভক্তজন আর ।  
মৃত জনে প্রাণ লভে বীর মন্ত্র বলে  
প্রার্থনা তাঁহার—  
মর-জগৎ হইতে করিয়া উদ্ধার—

দানিতে আশ্রয় এই চরণের তলে ।

তাই হবে, ওরে—

তোরই মঙ্গল তরে

যত আয়োজন—

এত দিনে হইল পূৰ্ণ ।

ইন্দ্র

কে তিনি ?

কাহাব মঙ্গল তরে উতলা মহেশ ?

মহাদেব

হে বাসব !

কর তুমি নিষ্ঠাবান

শৈব তপস্বী দ্বিজ—

দধীচি সদ্ধান ।

উপস্থিত হও তাঁর কাছে ।

ভিক্ষা আকুতি দিবে লও চেয়ে

বন্ধ অস্থি তাঁর ।

বিশ্বকর্মা সৃষ্টা আসি যথা কালে ।

নিজেরে করিয়া মুক্ত মায়া পাশ হতে ।

নির্মান করিয়া দিবে,

সেই অস্থি দিয়া

মহা বজ্র এক—

অব্যর্থ—অব্যয়—

সেই বজ্র, হে দেবতার রাজা,

বৃদ্ধ বন্ধে করিয়া নিক্ষেপ,

বৃজাস্বর করিও নিপাত ।

ইন্দ্র

প্রভু,—প্রভু— !

ফিরাইয়া লহ তব করুণা যতেক ।

পাত্ৰাপাত্ৰ না করি বিচার,

এ কি আদেশ তুমি—

ও গো অন্তর্যামী—

আমারে করিলে প্রদান ?

কোন প্রাণে,—কেমনে—

দধীচি সকাশে গিয়া

বন্ধ অস্থি তার লইব চাহিয়া

বৃদ্ধ বধ তরে ?

দধীচি শুধু নহেন তাপস—

মহামুনি এক,

দেবতার হিতকামী

আশ্রয় দাতা যিনি শচীর আমার,

নিজ হস্তে তাঁরই প্রাণ করিয়া হরণ

তাঁরই দেহ অংশ ল'য়ে

সংহারিব বৃদ্ধাসুরে ?

না—না—তার চেয়ে—

থাক শচী দধীচি আশ্রমে

চিরদিন তরে ।

কাজ নাই স্বর্গ উদ্ধারিয়া ।

ভ্রমিব বিশ্বমাঝে ভিখারীর প্রায়

কল্প হ'তে কল্পান্ত সময়,—

তবুও—তবুও—

স্বার্থসিদ্ধি তরে—

পরম দ্বিতার্থী সেই দধীচি নিধন

আমা হতে হবে না সম্ভব ।

নন্দী

নহে স্বার্থসিদ্ধি ।

মহেশ আদেশ ইহা

কেন যাও ভুলে !

নাবদ

দধীচিব ঋণমুক্তি

সত্য যদি কামনা তোমার

এই তার সুবর্ণ স্ফোৰ্গ ।

দেহ হ'তে আত্মারে তাঁব

দিয়া মুক্তিদান

পরম ঈশ্বর পদে সংযুক্ত করিয়া

দাও তাঁরে প্রকৃত সম্মান,

তুমি যার একমাত্র যোগ্য অধিকারী ।

নন্দী

তপোবলে শ্রেষ্ঠ তুমি,

তোমা সম পুণ্যাত্মা সৃজন

ত্রিভুবনে কেহ নাহি আজি এইরূপ

যে জন স্পর্শিতে পারে

দধীচি জীবন ।

ইন্দ্র

হে ভক্ত-বাছা-কল্লভরূ !

নাহি জানি কে বলিবে মোরে,

কোন ভক্তে তুমি করিছ করুণা !

হায় দেব ! কেন মোরে

ইন্দ্র ক'রে সজ্জিছিলে এই কার্য দিয়া ?

নারদ

বিধাতৃ বিধান যাহা  
 তাই মাত্র পথ—  
 অত্র উপায় নাই ।  
 সকল কারণের হেতু যিনি,  
 নিবেদিয়া সর্ব কর্ম চরণে তাঁহার,  
 তাঁরে লক্ষ্য রাখি  
 উপলক্ষ্য রূপে হও অগ্রসর ।

ইন্দ্র

কি বলিব ? কি করিব ?  
 কর্তব্য কঠোর এত !  
 হে দেবর্ষি !  
 উপদেশ তব হৃদয়ে রাখিয়া  
 শিবাদেশ ধরিলাম শিরে ।  
 কোথা তুমি শচীর আশ্রয়দাতা,  
 দেবকুল-সুহৃদ তাপস,  
 ধূর্জটি-পাদপদ্ম সর্বস্ব জীবন,  
 স্মরময় তব এসেছে নিকটে—  
 শিব নাম কর তপোধন ।  
 যেই দীপে বিশ্ব হ'তো আলোকে উজ্জ্বল,  
 খড়্গাঘাতে চূর্ণ করি সেই দীপখানি,  
 নিজ হস্তে দেবরাজ আধার করিবে ভুবন ।

[ সকলের প্রস্থান ।

# তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

হিমালয়

( স্বপ্নার প্রবেশ )

স্বপ্না

ধর্ম গেল, কর্ম গেল,  
তপস্শ্রাব ধন মোর পব হয়ে গেল ।  
ঐ সে দুর্গম পার্বত্য পথ,  
এই উপত্যকা,  
ঐ সেই মহাপুণ্য স্থান,  
যজ্ঞ কবি যেথা  
লভিলু বুজ্রে শঙ্কবেব ববে ।  
সব কথা একে একে পড়িতেছে মনে ।  
হতাশায় ভেঙ্গে গেছে বুক—  
শান্তি চাই—  
কোথা গেলে শান্তি পাই—

( ইন্দুমতীর প্রবেশ )

ইন্দুমতী

পেয়েছি—পেয়েছি,  
বর্ণনার সাথে দেখি অপূর্ব মিলন ।  
স্বপ্না তুমি—  
বিশ্বকর্মা—শ্রেষ্ঠ শিল্পী ।

স্বপ্না

শ্রেষ্ঠ শিল্পী ?

বহুকাল পবে কে তুমি  
সম্ভাবিলে মোরে শ্রেষ্ঠ শিল্পী বলি ?  
ই্যা, শ্রেষ্ঠ শিল্পী ছিল বটে  
আখ্যা একদিন ।

ইন্দুমতী

স্বামী ফিরে দাও,  
একমাত্র তুমি পার বাঁচাতে তাঁহায় ।  
চেন নাই মোরে ?  
আমি যে তোমার অতি আদরের—

স্বপ্না

কে তুমি !  
দেখে মনে হয়—  
ব্যথিতা বিধুরা, সত্ত্ব অভাগিনী—  
স্বামীহারা—  
এ কি কেন কাঁদে প্রাণ ?  
অয়ি ভাগ্য-বিড়ম্বিতা, কোথা বাস ?  
কোন গৃহের গৃহলক্ষ্মী তুমি—  
কার পত্নী ?

ইন্দুমতী

তারে তুমি খুব ভালবাস ।  
আমি স্বর্গ-রাজ পুত্র-বধূ ।

স্বপ্না

স্বর্গ-রাজ পুত্র-বধূ !

ইন্দুমতী

রুদ্র-বধূ আমি ।

দাও-দাও—স্বামী ফিরে দাও ।

স্বপ্না

রুদ্রের বধূ তুমি ? রুদ্র নাই ?  
আসিয়াছ আমার নিকট

স্বামী-প্রাণ তবে ?  
 আমি দিব ফিরে ?  
 ইন্দুমতী      পিতা বুড়ে ত তুমিই দিয়েছ পরাণ ।  
 শুনিয়াছি—জানি—জানি—  
 মহাদেব অনুগ্রহ  
 তোমারই ইচ্ছা মাত্র সদা সুপ্রকাশ ।  
 স্বষ্টা      মহাদেব অনুগ্রহ !  
 ইন্দুমতী      আবার তপস্তা কবি,  
 শিবের করুণা ল'ভি,  
 সঞ্জীবিত ক'রে দাও পতির জীবন ।  
 স্বষ্টা      তপস্তা পুনরায় ?  
 শিবের করুণা ?  
 ইন্দুমতী      মোরে দাও আয়োজন ভার,  
 ব্রতী হও যজ্ঞে,  
 ধরি পায়—  
 ধুয়াই চরণ তোমার নয়নের জলে !  
 স্বষ্টা      কে আসে ধাইয়া ?  
 বিরাট বিশাল দেহ,  
 অধঃ উর্ধ্ব প্রসারিত,  
 প্রতি পাদক্ষেপে বিশ্ব করে টলমল ।  
 কক্ষচ্যুত গ্রহ-উপগ্রহ,  
 মুখ-গহ্বর হ'তে  
 বিচ্ছুরিত নিবিড় আধার  
 স্রষ্টি করে গ্রাস ।



- উরে জটাছুট—রক্ত চক্ষু—  
 ললাটে অনল জ্বলে  
 হস্তে কাঁপে সংহারী ত্রিশূল !  
 মহাকাল—ওয়ে মহাকাল—  
 ভয়ঙ্কর, ভৈরব মুরতি !
- ঐন্দুমতী মহাকাল সম্মুখে তোমার !  
 মহানিদ্রা ভেঙ্গেছে তাঁহার,  
 স্বামী পাব ফিরে,  
 বাঁচায়ে পতিরে মোর বাঁচালে আশায়
- বৃষ্টা কে এই নারী মূর্তি ?  
 বাসনা প্রতীক ?  
 কি বলিছ মোরে ?  
 কুহকিনী—মায়া এর নাম ?
- ঐন্দুমতী মায়া নহে মোর নাম ।  
 মনে পড়ে সেই দিন,  
 কুহকিনী বলিলে মোরে  
 হেসেছিলু প্রতি অনুরাগে—  
 স্মৃতি কি মধুর !
- বৃষ্টা নিষ্ঠুর স্মৃতিরে তুমি করালে চেতন ।  
 তপস্তা মোর রিপু পূজা তরে ?  
 মহেশ্বরে চেয়েছি মমতা ?  
 স্নেহায় দিয়েছি ধরা—  
 মোহ মায়াজালে ?  
 বলিতেছ—মুক্তিদাতার লভেছি সঙ্গ,

ইন্দুমতী

ল'ভেছি ছল'ভ সহজ সুযোগ—  
 তবু মুক্তি আমি চাই নাই—  
 মুক্তিদাতা পদে ।  
 পুত্রের প্রার্থনা সে যে প্রগাঢ় বন্ধন !  
 এ কি দেব !  
 কি কহিছ কাবে ?  
 য়োবে দেখ—দয়া কর ।  
 পতিহারা আমি অভাগিনী—  
 তোমাবই আপনজন ।  
 কোথা স্বামী ?  
 দাও শীঘ্র তাঁবে—  
 ফিবে আন—ফিবে আন—  
 দুইজনে এক সাথে  
 ও চবণধূলি তব লইয়া মাথায়—  
 চলে যাই আপন আলয়ে ।  
 সেই খেলা !  
 সেই স্বজনপ্ৰীতি,  
 সেই বিবহ ব্যথা,  
 জীবনসর্বস্ব জ্ঞান—  
 অজ্ঞান মনের ।  
 বুঝিয়াছি—বুঝিয়াছি—  
 এ যে মূর্তিমতী মায়া—  
 মুক্তি দাও—  
 আর ক'রোনা বঞ্চিত এই কৃপা হতে

স্বপ্ন

ঈর্ষার অনলে জ্বলি,  
 ভুলি মাযার ছলনে,  
 সাধনা করেছি হায় প্রতিহিংসা তরে !  
 মুক্তি দাও—মুক্তি দাও—  
 মুক্তিদাতা—দেব—মহাদেব—  
 দেবাদিদেব ।

[ প্রশ্নান

ইন্দুমতী

ফিরে চাও—ফিরে দাও—  
 স্বামীব জীবনভিক্ষা—  
 আমার জীবনভিক্ষা—  
 একটি দিয়ে রক্ষা কর দুইটি জীবন ।

[ প্রশ্নান

## দ্বিতীয় দৃশ্য

প্রান্তর

ঐন্দ্রিলা

রুদ্রপীড়—রুদ্রপীড় !

বাধা দিলি যদি সেই দিন,

অবাধ্য কেন হ'লি না আমার ।

ওরে মোর নয়নের মণি !

কেন তোরে না রাখিছু ধরি এই বুক ?

কোন প্রাণে মুদ্রি দিছু ছেড়ে ?

জলে গেল—জলে গেল—

বুক যায়—বুক যায় ।

ওরে রুদ্রপীড় বাছাবে আমার ।

না-না—আমি নহি জননী বে তোব ।

মা কি পারে রে কভু

আপন সন্তানে তার করিতে নিধন ?

( বুড়াস্বরের প্রবেশ )

বুড়াস্বর

কোথা হ'তে কি গেল হ'য়ে !

রুদ্রপীড় চলে গেল—

নিহত হইল রণে ।

আজীবন রণ আমি করেছি চালনা—

রণ যে ভীষণ এত ছিল না ধারণা ।

ঐন্দ্রিলা

রণ ভীষণ ?

না—না, রণ—রণ ।

ভীষণা আমি, যুদ্ধ পিয়াসিনী ।

কে বাধাল যুদ্ধ—আমি ।

কৌশল কাহার—আমার ।

নিজ স্বার্থে সকলি ভুলিয়া,

সামীরে বঞ্চনা,—

পুত্র—পুত্রবধূরে

বিস বাক্যে জর্জর করিল কেবা ?

পুত্রঘাতিনী—আমি—আমি—এই ঐন্দ্রিলা

( ইন্দুমতীর প্রবেশ )

ইন্দুমতী

ফিরেও দেখিল না ।

ঝষ্ঠাদেব চলে গেল

দূর শূন্যে হলো অন্তর্ধান ।

বুকভরা যত আশা—সব শেষ—

মুহুর্তে হলো অবসান ।

ওরে সোভাগ্যবতী, দানবের ভাগলক্ষ্মী,

কপালে তোর কেন রে আগুন ?

বুভুক্ষর

হাসি মুখে খেলাছিলে

যে আগুন জ্বলেছিল

মোরা দুই জনে

স্নেহের ছালায় যায় দিয়েছি আহুতি—

তাহারই বিছুতি মাঝি

মর্মে মর্মে বুঝিতেছি  
কপালে তোর কে দিল আগুন !

শাস্তি দে—

বিচারে যে আমি অপরাধী ।

ঐন্দ্রিলা

ওরে কণ্ঠা—বুকে আয়,

মাব বুকে আয়—

তোর স্পর্শ দিয়ে করিব শীতল

দগ্ধ এই প্রাণ ।

ইন্দুমতী

স্বর্গে বসি পাপ আচরণ,

সতী অপমান কবেছিলে,

হ'লো সতী সর্বনাশ ।

ওঃ হো হো—

বিধবার ব্যথা কি ভীষণ !

ঐন্দ্রিলা

ওবে শান্ত হ । কর তিরস্কার মোরে ।

কাদিলে কি ফিরে পাবি তবে ?

যে যাবার সে গেছে চলে ।

ইন্দুমতী

মরে জাব কোথা যায়

আমায় দাও-না মা ব'লে ।

আমি যাব, আমি যাই

মা—মা—দেখ—দেখ—

ঐ যে তিনি দাঁড়ায়ে ওখানে—

মুখে সেই হাসি—

আহা-হা—

কি গভীর আঘাতের চিহ্ন সারা দেহে—

সব যে রক্তে গেল ভেসে ।  
কি অসহ ব্যথা—কি তীব্র যন্ত্রনা—  
প্রতি অঙ্গে সহিতেছ তুমি !

আমারে অংশ দাও—  
আমি দেখিব, সহিব, বুঝিব—  
মরণ-যন্ত্রণা কত ভীষণ তোমার !

ঐশ্বিনী

তিন লোক ভয়ে যার কাঁপে থরথর,  
সেই ব্রতাস্থর কেন নীরব নিশ্চল ?  
জননী যার আঁখিজলে ভাসে,  
পুত্রহন্তা যার নাচিছে উজ্জ্বলে,  
কেন নাহি করে সেই দণ্ডের বিধান ?  
পুত্রঘাতী পাবে না চরম শাস্তি ?  
অন্ধমের ক্ষমা-ধর্ম শিথিলে কোথায় ?  
কোথা তব সে রণোন্মাদনা—  
সে বীরবিক্রম ?

ব্রতাস্থর

পুত্রহত্যার লহ প্রতিশোধ ।  
উত্তম—সেই ভাল ।  
এই হলো ভাল ।  
রক্ত বক্ষস্থল—  
প্রতিশোধ হবে এর যোগ্য প্রলেপ ।  
দেবকুল করিব নিমূল ।  
জয়ন্ত বালক বলি পাইবে না ক্ষমা ।  
অনুকম্পা দেখাব না কভু  
ইন্দ্র প্রতি আর ।

হিংসায় যার হয়েছে জন্ম,  
 হিংসা কর্ম, হিংসা ধর্ম—  
 হিংসা মাত্র এক অস্ত্র তাব ।  
 হিংসা- -হিংসা—

জল—জল বে হৃদয়—  
 হৃদয়ে মোব নাহি প্রয়োজন ।  
 ওঠ রাণী—আয়বে জননী—  
 দুইজনে দাঁড়া দেখি সশুখে আমাব—  
 নয়নের অশ্রু বিন্দুগুলি—  
 একটি—একটি করি—  
 ব্রতাসুখ হৃদে  
 জেলে দিক দীপ্ত দাবানল ।

[ সকলের প্রস্থান



## তৃতীয় দৃশ্য

আশ্রম

( নন্দীর প্রবেশ )

নন্দী

ত্বমেব মাতা চ পিতা ত্বমেব  
ত্বমেব বন্ধুশ্চ সখা ত্বমেব  
ত্বমেব বিদ্যা দ্রবিণং ত্বমেব  
ত্বমেব সর্বং মম দেবদেব ।

| প্রস্থান

( দধীচির প্রবেশ )

দধীচি

মহানন্দে পূর্ণ আজি হৃদয় আমার ।  
এত আনন্দ এলো কোথা হ'তে ?  
কে দিল আমায় ?  
অন্তর যেন কহিছে কথা  
চায দিতে কোন সে সঙ্কেত ?  
শক্তি দাও প্রভু, অসহায় আমি,  
প্রণিধান করিবারে তোমার নির্দেশ ।  
অধরের ভাষা যত  
মুক হ'ক অন্তরের ভাবে,  
মুছে যাক বাহির জগৎ,  
সেথা দৃষ্টি নাহি চাই  
চেয়ে আছি তাই

সর্বদৃষ্টি করিয়া সংগ্রহ,  
আপন অন্তর মাঝে  
তারে যদি দেখিবারে পাই ।

( নন্দীর প্রবেশ )

নন্দী                      প্রণমামি শিবম্ শিবকল্পতরুম্ ।  
দধীচি                    তুমি সেই শিবভক্ত !  
বহুদিন পূর্বে একবার,  
দিয়েছিলে দেখা,  
নিতান্ত করুণা ক'রে,  
দেবতা দর্শন তাই মিলেছে আমার ।  
আজি পুনঃ শুনাইলে আশার বারতা-  
মহাভাগ্য মোর ।  
কিন্তু সে ভাগ্যের কবে হইবে উদয়,  
পঞ্চভূতে দেহ মোর হ'য়ে যাবে লয়,  
পুরিবে প্রার্থনা—

আত্মা যেন লভে স্থান  
মহেশ্বর পদে—অবিনশ্বর হ'য়ে !  
নন্দী                    মহাতপোধন ! তাই হবে ।  
নাম ও নামী, আত্মা—পরমাত্মা—  
তোমার নিকট—  
এক হ'য়ে মিলিবে সকল ।  
সফল জনম তব,  
সার্থক জীবন ।

[ প্রস্থান

দধীচি

সফল জনম !

জীবন সার্থক হবে ?

কেমনে—কোন সে উপায়ে ?

দয়া ক'রে ব'লে দাও মোরে ।

কই ? তিনি নাই—কেহ নাহি কাছে—

আছে—আছে—

আছেন দেবতা এক একান্ত নিকটে,

চির দিন পরিচর্যা তাঁরে করেছি কেবল—

কায়-মন-প্রাণে—

আজি এ সংশয় মাঝে লইব শরণ ।

কোথা তুমি দেবী ?

মা—মা—পুত্রে বুঝি গেছ ভুলে তুমি ।

একি ! কেন তাঁরে ডাকিতেছি আমি ?

ইন্দ্র-ধেয়ানে আসীনা জননী—

কোথা তুমি দেবরাজ !

উদ্দেশ্য কি সিদ্ধ নহে আজিও তোমার ?

প্রভু ! কত কাল আর—

আসিবে বলিয়া তুমি—

বুদ্ধ আমি,

আশায় রাখিব এ কায় ?

শচীরে ফিরায়ে দিব,

ফিরাইয়া দিব দেব কার্যভার—

হে ঈশ্বর ।

এ অজ্ঞীকার অপূর্ণ কি রহিবে আমার ?

( ইন্দের প্রবেশ )

কে তুমি প্রভু ?  
 অপূর্ব মুরতি !  
 আখি যুগে ঝরিছে করুণা,  
 রূপা করি দিলে দরশন—  
 আশ্রম করিলে ধন্য শুভ পদার্পণে ।  
 এ কি ? মুখে কেন নাহি কথা—  
 অপ্রসন্ন বদনমণ্ডল,  
 অপরাধ বুঝি করিয়াছি আমি ?.  
 ক্ষমা কর, দাও পরিচয়,  
 কহ কুশল বারতা —  
 ভিক্ষুক কুটীরে কে তুমি দেবতা ?  
 এত যত্নে বাঁধিলাম বুক,  
 সত্যে করিব প্রকাশ,  
 হ'ক সে যতই নিষ্ঠুর,  
 কিন্তু, হে তাপস—  
 তোমারে ছেঁরিবামাত্র  
 সব কেন হ'য়ে গেল ভুল ?  
 সত্য বাহা—শিব তাহা—  
 মঙ্গলস্বরূপ,  
 অসংকোচে বল তুমি—  
 কি সে সত্য—  
 সত্যের সাধনা জীবন উদ্দেশ্য মোর  
 ক্লান্ত, কাতর ব্যথিত এ হিয়া,

ইন্দ্র

দধীচি

ইন্দ্র

দধীচি

তবু নিরুপায় আমি ।  
 দয়া করে, হে সাধু,  
 আরো কিছু দাও হে সময়,  
 তোমারে হানিতে সেই চরম আঘাত ।  
 বুঝিয়াছি, কি এক জালায়—  
 তব জ্বলিছে অন্তর,  
 কিন্তু অন্তর ত আপনার ধন ;  
 জালা বাহিরের ।  
 বাহির করেছি দূর বহুদিন হ'তে.  
 অন্তর শুধু রেখেছি আপন ।

ইন্দ্র

তুমি যাহা পারিয়াছ.  
 তাহা অসাধ্য জীবের ।  
 বাহির ও অন্তর মাঝে  
 কোথা বা প্রভেদ তোমার ?  
 হে পবনিত্ত্ববতী,  
 হে তাপস, হে সাধক,  
 হে দধীচি—ইন্দ্র আমি ।

দধীচি

শচীপতি তুমি !  
 এসেছ আজিকে—  
 হয়েছে সময় ?  
 উমেশের পেয়েছ বর ?  
 বিশ্বেশ্বর, করুণা-নিধান—  
 ভিক্ষুক কুটারে—  
 এক সাথে বাসব-ইন্দ্রাণী !

কোথা তুমি মাতা,  
 ধ্যানের দেবতা তব—  
 ইন্দ্র আনন্দিত তুমি দেখিয়া আমারে ?  
 দধীচি মহানন্দে পূর্ণ আমি ।  
 আজি সূর্যোদয়ে  
 যবে দেবে নিবেদিব প্রথম প্রণাম,  
 অপূর্ব এক জ্যোতিরিশি  
 বক্ষ মোর করিল পরশ—  
 তৃপ্ত হ'য়ে লভিবু অপার শান্তি আপনার চিতে  
 তখন ত জানি নাই  
 বক্ষে উঠিল বাজি কি শুভ সংকেত !  
 ইন্দ্র হে তপোধন !  
 তপস্কার পুণ্য বলে,  
 চিরদিন বহু হিত করেছ সাধন—  
 তুমি সত্য, শিব সত্য ;  
 সত্য আমি অতীব নিষ্ঠুর ।  
 দধীচি তুমি নিষ্ঠুর !  
 ইন্দ্র শুন ঋষি,  
 বৃদ্ধাসুরে জিনিতে সমরে,  
 অমরের অমরাবতী করিতে উদ্ধার,  
 রত হনু হরের তপস্কার ।  
 সমুদ্র হইয়া দেব মম কঙ্কু সাধনে,  
 যেই বর করিলেন দান,  
 তাহা আছে—

- হে পর-হিতে উৎসর্গ-জীবন,  
তোমারই নিকট ।
- দধীচি      আমার নিকট !  
আমি বনবাসী, তাপস, ভিক্ষুক ।
- ইন্দ্র      কে ভিক্ষুক ?  
নহ তুমি—  
আমি—আমি ।
- দধীচি      হে ত্রিদিব-অধিপতি—  
তোমাতে ভিক্ষা দিব আমি ?  
না—না, বুঝি বা—  
ভুল তোমার হয়েছে বাসব ।
- ইন্দ্র      ভুল যদি হ'তো,  
সেই হ'তো ভাল ।  
কিন্তু সত্য এত কঠিন হইয়া  
দেয় নাই দেখা জীবনে আমার ।  
তুমি মোরে দিয়েছ অনেক—  
তাই আরো চাই ।
- দধীচি      কে আমি ?    কি দিয়েছি ?  
কতটুকু শক্তি মোর ?  
যাঁর কার্য করিছেন তিনি—  
তুমি, আমি—উপলক্ষ্য শুধু ।  
না—না—কাতরতা কর পরিহার ।  
বল মোরে,  
অতীব ব্যাকুল আমি,

পারি না কি সাহায্যে কোন করিতে উপায় ?  
 দেব-কার্য তরে ধরি এ জীবন,  
 হলে প্রয়োজন,  
 দেব-কার্য তরে,  
 অনায়াসে দিব বলি  
 এ তুচ্ছ জীবন ।  
 ইন্দ্র কি বলিলে ঋষি ?  
 সত্য, প্রাণ দিবে  
 দেবের কারণ ?  
 দধীচি কেন নয় ?  
 দেবতার পূজা তরে এ দেহ ধারণ,  
 দেহ দ্বাৰা যদি হয় সে পূজা সাধন,  
 সে ধর্ম কেন না আচরিব ?  
 বল দেব, সত্য বল—  
 প্রাণ মোর লাগিবে কি কোন উপচারে ?  
 একি—কেন নিরুত্তর ?  
 কেমনে প্রসন্ন করিব তোমা ?  
 কোন মন্ত্র করিব সাধন—  
 কিম্বা এ শরীর-পাতন—  
 ইন্দ্র শরীর-পাতনই নহে উদ্দেশ্য আমার—  
 আরো চাই আমি ।  
 দধীচি আরো কি চাও দেব ?  
 ইন্দ্র ঋষি !  
 দধীচি-পতনে হবে দেবের উত্থান ।



তুমি মাত্র ভরসা দেবের বিপদের দিনে ।

একদিন দেব-বৈঠে তুমি

প্রাণমস্ত্র করেছ প্রদান ;

একদিন শচীরে তুমি দিয়েছ আশ্রয় ;

আজ নহে এক শচী

অথবা দুইজন অশ্বিনীকুমার ।

প্রতিটি দেবতা তোমার ল'য়েছে শরণ ।

তাই আমি আসিয়াছি,

প্রসারিয়া হস্ত জেনো ভিক্ষা চাহিবারে—

ভিক্ষা দাও মুনিবর ।

দধীচি

কি আছে আমার !

ভাগ্যগুণে কিছু যদি থাকে,

বল দেবরাজ—

অর্ঘ্য দিয়ে ধন্য হই আমি ।

ইন্দ্রে প্রহীতা রূপে পাইব কোথায় ?

ইন্দ্র

ঋষিবর !

তোমারে আজিকে তুমি

দিয়ে দাও মোরে

পরিপূর্ণরূপে ।

দাতা নাম তব হইবে অক্ষয়—

যত দিন চন্দ্র সূর্য রহিবে আকাশে ।

দধীচি

কি করিব দান ?

ইন্দ্র

তোমারে আজিকে তুমি

কর মোরে দান ।

বৃদ্ধ সংহারের তরে,  
 স্বর্গ করিতে উদ্ধার,  
 কর মোরে দান—  
 ঐ বক্ষ অস্থিখান ।

দধীচি      বক্ষ অস্থি মোর ?  
 ইন্দ্র      অস্থিতে মহাবজ্র এক হইবে নির্মাণ,  
             নির্মাতা যাহার—  
             স্বপ্না-বিশ্বকর্মা হইবেন নিজে ।  
             কহি সব শিবের আদেশে,  
             বলেছি ত, মহেশ প্রেরিত আমি ।

দধীচি      ইন্দ্রদেব এসেছেন মহাদেব আদেশে,  
             মর্তের মানুষ আমি, আমার সকাশে ।  
             দেবতা অস্তুর মাঝে তুচ্ছ মানব !  
             মহতের হিত আর ছুঁষ্টের দমন,  
             বিশ্বেশ্বর ! তুমি দিলে তার মাঝে—  
             আমার আসন !

            এ যে স্বপ্ন মোর, প্রভু,  
             এরই তরে হৃদয়-বেদনা ?  
             এত কাতরতা সামান্য এক মানবের তরে ?

ইন্দ্র      ওগো মহামতি ! মহাপ্রাণ !  
 দধীচি      জীবনের শ্রোতধারা—  
             প্রতিটি পলক পাতে ছইতেছে ক্ষয় !  
             সেই 'ত' সার্থক জন্ম—  
             নিস্বার্থ মোক্ষের পথ যে লভে সন্ধান ।

নন্দী ! মহেশ কিঙ্কর !

ধন্য তুই,

প্রভু ইচ্ছা তোরই কণ্ঠে

মূর্ত হ'য়ে উঠিল আমার ।

ইন্দ্র

হে শ্রেষ্ঠ সাধক ! পূজারী সত্যের,

প্রভু ইচ্ছা এই জেনেছ নিশ্চয় ?

দধীচি

নর জন্ম লভে জীব বহু পুণ্য ফলে ।

অমূল্য নরজন্ম হইবে সার্থক,

শিব-হে, তোমার কৃপায় ।

তুচ্ছ দেহ, অতীব নশ্বর,

মোর কাছে চিরদিন অবহেলা পেয়েছে কেবল,

আজি দেখি এ-য এক অমূল্য রতন,

দেব প্রয়োজনে নিয়োজিত হবে ।

ইন্দ্র

হে দধীচি, ত্যাগী শ্রেষ্ঠ, যোগীবর !

দধীচি

অবশ্য ত্যজিব দেহ,

দিব অস্থি দেবতার হিতে,

অসুর নাশিতে ।

এ নহে দুঃখ কভু

নহেক মরণ আমার ;

দেব আশীর্বাদ ইহা

জীবন সমান ।

কোথা তুমি ভগবান

প্রেমময় করুণা-নিধান—

শিরে মোর রাখ তব চরণকমল—

ପୂର୍ଣ୍ଣ କବ, ସାର୍ଥକ କବ—

ପଦ୍ମପତ୍ରେ ନୀବ ସମ—

ମାନବ ଜୀବନ ।

ଓଁ ନମଃ ଶିବାୟ ଶାନ୍ତାୟ

କାବ୍ୟତ୍ରୟ ହେତବେ ।

ନିବେଦ୍ୟାମି ଚାନ୍ଦ୍ରାମ୍

ତ୍ବଂ ଗତି ପବନେଶ୍ବର ॥

| ଉଭୟେନ ପ୍ରସ୍ଥାନ

## চতুর্থ দৃশ্য

### কৈলাস

( নারদ ও নন্দীর প্রবেশ )

### গীত

নারদ ও নন্দী      অনল হ'লো হোমের আগুন শুচি  
তোমার তপোবলে,  
মন্ত্রে সাধা মহেশ বাঁধা হে দধীচি  
তোমার আঁখিজলে,  
মৃত্যু নিলে বরণ করি দেবের লাগি  
হে বৈরাগী—  
মৃত্যু-জয়ী মানুষ তুমি, হে বৈরাগী  
জীবন হবির অর্থ্য ল'য়ে  
আত্মা-প্রদীপ জলে ॥

নারদ      কি হেরিহু মূর্তি অপরূপ !  
ব'সি যোগী ধ্যান-স্তিমিত-লোচন,  
প্রশান্ত শান্তির জ্যোতি বদনমণ্ডলে,  
ঈশং বঙ্কিম গ্রীবা সম্মুখে পড়েছে ঢলে,  
যুক্ত করে ভঙ্গিমা প্রকাশ—  
খুঁজিছে রাতুল চরণ বুঝি,  
নিবেদিতে সভক্তি প্রণাম,  
ব্রহ্মরক্ত বিদীর্ণ

নন্দী

ক্ষীণ শোগিতের ধারা  
 গণ্ডোপরি পথহারা—  
 চিরু মাত্র রেখেছে আঁকিয়া ।  
 হে নন্দী, দেখেছ কি তুমি  
 সাধক আত্মা কেমনে ছেড়ে যায় দেহ ?  
 ইচ্ছা মৃত্যু কবিতা বরণ  
 মহামুনি তপোধন  
 অমরত্ব ক'রেছেন লাভ  
 এ মটী মণ্ডলে ।  
 সার্থত্য্যে থাকে যদি  
 কোন পুণ্য কভু,  
 হে দধীচি, তোমা হতে পুণ্যবান  
 জন্মেনি জগতে ।  
 পবেব সেবায়  
 দিয়া আত্মবলিদান  
 দেখালে জগতে তুমি  
 অভিনব পথেব সন্ধান ।

( মহাদেবের প্রবেশ )

মহাদেব

হে নিকাম-যোগী—  
 পর-হিতে-উৎসর্গ জীবন !  
 দেবের কল্যাণে  
 অবহেলে ডালি দিলে প্রাণ,  
 চাহিলে না কোন প্রতিদান !

কৈলাসপতি জগৎঈশ্বর আমি,  
 করি বর দান,  
 এই তনু ত্যাগ তব  
 প্রাতঃস্মরণীয় নিত্য হবে নরকূলে ।  
 তব বংশে জনমি  
 মহর্ষি দ্বৈপায়ণ  
 বসিয়া ঐ আশ্রম মাঝে  
 রচিবেন অমর ভারত কথা  
 মৃত জন যাহে পাইবে পরাণ ।  
 ভারতের পুণ্যভূমি 'পরে  
 দধীচি তীর্থ ঐ  
 হইবে জগতে খ্যাত—  
 নিস্বার্থ মোক্ষের পথ—  
 বদরিকাশ্রম নামে ।

## পঞ্চম দৃশ্য

### প্রান্তর

স্বষ্টা                      শিব মঙ্গলময়, শিব কল্যাণময় ।  
কি শুনিলাম—কি দেখিলাম—  
কেন এই আধো আলো—আধো ছায়া ?  
দিয়ে কেন দাও না আমায় ?  
কোন সে পূজা উপচার ?  
কার হাতে আছে পরিজ্ঞান ?  
কেন এই অর্ধলব্ধ জ্ঞান ?

( নারদ ও নন্দীর প্রবেশ )

নারদ                      নিয়মের বিরুদ্ধ আচার  
                                 প্রকৃতি নাহি সহ—  
                                 চিন্ত মাঝে তাই দেখি  
                                 বেধেছে সংঘাত ।  
স্বষ্টা                      কে যেন আমারে খোঁজে ?  
                                 দেখেছি, চিনি তারে—  
                                 তবু যেন জানি না কিছুই ।  
                                 কি যেন আমারে দেয়,  
                                 আমি দেই ফিরাইয়া তাহা  
                                 ভিন্ন অস্ত্র রূপে ।



কে যেন কাঁদে,  
শান্তি পাই আমি ।

নারদ হিংস। জাগি কেমনে  
উন্মত্ত করে মহৎ হৃদয়  
আপনার মধ্যে ভুলে  
বিশ্বকর্মা সৃজেছিল সেই মূর্তিখানি ।

নন্দী সেই মূর্তি এবে  
রত্নাকরের অতল গহ্বরে  
বিসর্জিত নিমর্জিত প্রায়  
স্তম্ভ লগ্নের হইল উদয় ।

স্বপ্না কেন এই অসম্পূর্ণ জ্ঞান ?  
বিরাট প্রস্তরখণ্ড হেথা  
করিয়া স্থাপন,  
আমারে আড়ালে রাখে,  
পেয়ে তাই আবার হারাষ্ট ।

## গীত

নারদ ও নন্দী

যোগী হে,  
কে কর হৃদয়তীর্থ আলো,  
মেঘ জটাজালে শোভিত শিয়রে  
আধো চন্দ্রমা জ্বাল ।  
মহা আনন্দে বিভোর কায়  
ভাবের গঙ্গা উছলি যায়  
কাল ভুজঙ্গ অবশ চায়  
গরল পিয়ে কে স্বেদা ঢালো ।

স্বপ্না

দেবদূত ও দেবভৃত্য দেখি  
সম্মুখে আমার ।  
এসো-এসো—হওগো সহায়—  
না-না—আর ভুল বুঝিব না,  
স্বার্থ লয়ে মাতিব না,  
আর না লজ্জিব কভু  
শঙ্কর আদেশ ।

নারদ

আজো সেই অবসন্ন,  
হাত ধরি তুমি লবে না আমায় ?  
হাত ধরি তোমাতে জইবেন যিনি  
তিনি ঐ সম্মুখে তোমার ।

নারদ ও নন্দীর প্রশ্নান

( ইন্দ্রের প্রবেশ )

ইন্দ্র

তোমারই মিলন আশায়,  
বহু আকাজক্ষায়,  
ভ্রমিতেছি খুঁজিয়া তোমায় ।  
অনুরোধ মোর —  
ভুলে যাও পূর্ব কথা যত ।  
তোমাতে মোর অতি প্রয়োজন,  
সকল দেবের কারণ ।

স্বপ্না

সেই চেনা মুখ !  
তুমি ? তুমি,—ইন্দ্র ।  
কোন সে অর্ধলব্ধ জ্ঞান ?  
কত ব্যথা দিয়েছি—

ইন্দ্র

আবার পেয়েছি তোমার হাতে,  
 কত দেওয়া-নেওয়া  
 এক স্ত্রে গাঁথা—  
 আজো তার ঘটেনি সমাপ্তি ।  
 আরো নেব, আরো দেব ;  
 বহুব্যাধা এখনও গচ্ছিত,  
 পরিশোধ ক'রে দিয়ে সব  
 তবে মোর শেষ ।  
 ব্যাধা দিতেই বুঝি জনম আমার ।  
 কি ব্যাধা যে দিলাম আমি—  
 সেই একজনে,  
 আমা হ'তে য়ার—  
 দয়াময় ভগবান,  
 কত দিনে ছুঃখের হবে অবসান !  
 কেন চোখে জল ?  
 দেখ, আমি আজ নাহি কাঁদি—  
 আশ্রয়জন স্মরি—  
 পূর্বস্মৃতি সব বিস্মরণ,  
 কিছু নাহি মনে  
 দিবসে নিশার স্বপন ।  
 ছিল বটে একদিন  
 যেই দিন পারি নাই ঠেলিবারে দূরে  
 মোর পুত্রে—বৃদ্ধাসুরে—  
 বিধির বিধান করি অবহেলা,

বৃষ্টি

পিতা পুত্রে হয়েছে মিলন ;  
 গায়া মোরে দেছে পরাজয় ।  
 সেট পরাজয় আনিয়াছে  
 আজিকার জয় ।  
 এ জয় তোমার জয়,  
 দেবতার জয় ।  
 ক্ষমা কর—ক্ষমা কর—  
 বাসব দেবেন্দ্র,  
 দেবতার মধ্যে এট হিংসা পরায়ণে ।  
 ছবু'দ্ধি আমার—  
 প্রতিহিংসা ল'য়ে প্রাণে  
 গেছ হিংসা রুধিবার ।  
 অনুতাপের এই অশ্রুজল  
 পূত মন্দাকিনী ধারা সম  
 হৃদয় তব ক'রেছে নির্মল ।  
 দেব-ঈশ্বর,—বিশ্বকর্মা—শ্রেষ্ঠশিল্পী  
 কেন ভোল কার্য আপনার ?  
 দেবের মুক্তির ভার তোমার উপর ;  
 তব হস্তে আছে পরিজ্ঞান ।  
 পরিজ্ঞান ? সেই অর্থলব্ধ জ্ঞান !  
 মোর হস্তে আছে পরিজ্ঞান ?  
 কিন্তু, কি কার্য সেই ?  
 কার্য দাও মোরে ।  
 বিশ্বকর্মা আকুল আজিকে—

নব সৃষ্টি লাগি ।

ধৌত করি অতীত কালিমা,

নির্মল উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ

নেত্র আগে হ'ক উদ্ভাসিত ।

দাও, পূর্ণ কর—

সেই অসম্পূর্ণ—

সেই অর্ধলব্ধ জ্ঞান ।

কি কার্য ?

ইন্দ্র

বজ্রসৃষ্টি ।

ঋষী

বজ্র ! সে ত অস্ত্র ।

কি উদ্দেশ্য তাহায় ?

ইন্দ্র

বৃত্তের নিধন ।

ঋষী

বৃত্তের নিধন ?

কি বলিছ হে বাসব !

সংহারিতে আপন সন্তানে

স্বজিব আয়ুধ ?

ইন্দ্র

এই তব শাস্তি ।

করি অনুমান—বিধাতা বিধান !

ঋষী

এই শাস্তি ।

বিধাতা বিধান ।

ইন্দ্র

শঙ্কর আদেশ ইহা—

ঐব, সত্য জানিও নিশ্চয় ।

ঋষী

হায় প্রভু !

ব্রত নাশ তরে

বধোপায় করিয়া নির্ণয়,  
 আমারে করিলে প্রধান,  
 বজ্র নির্মাণের ছলে ।  
 উত্তম, অতি চমৎকার,  
 হয়েছে যথার্থ বিচার ।

ইন্দ্র তুল্যদণ্ডে মাপা তার স্বপ্ন বিচার  
 নিখিল বিধে চিরদিন ।  
 শীঘ্র কর, পাল দেব শঙ্কর আদেশ ।

তৃপ্তা কবিব, পালিব, অবশ্য মানিব ।  
 কে পাবে কবিতাে রোধ বিধির বিধান ?  
 বজ্রসৃষ্টি—বজ্রসৃষ্টি !  
 বিশ্বকর্মা বজ্রসৃষ্টি !  
 সেই অসম্পূর্ণ—সেই অর্ধলব্ধ জ্ঞান !  
 কৈ,—কোথা উপাদান ?

ইন্দ্র আছে—আছে মোর কাছে ।  
 তৃপ্তা কি দিয়ে সৃজিব বজ্র ?  
 পিতা হ'য়ে পুত্রে মৃত্যু দিব—  
 বিচিত্র—অদ্ভুত !  
 সামান্তে হবে না দেব,  
 অসামান্ত সামগ্রীর কোন  
 জান কি সন্ধান ?

ইন্দ্র কি চাহি তোমার ?  
 তৃপ্তা বিশীর্ণ, বিস্ময়, নিরস, কর্কশ—  
 কোমলতার নাহি কোন স্থান ।

হন্য ফেলিয়া দূবে,  
আবরণ তাব—শুধুই কঙ্কাল—  
অস্থি—শুষ্ক অস্থি—এক্ষ অস্থি ।  
ক্ষ অস্থি ।

২৫

২৬

৩।—হ্যা—মর্মছেড়া শুষ্ক অস্থি—  
বক্ষ অস্থি,  
পূত অস্থি, শক্তি অস্থি—  
অস্থি পনিজ্ঞান—  
সহ অর্ধলক্ষ জ্ঞান ।

২৭

এবাতা বিধান, রূপ বিবর্তন ।  
এথাব বেথায় দেখি  
আগবত নির্দেশ উঠিছে ফুটিয়া ।  
অস্থি তামি বেথেছি যতনে,  
বক্ষ মাঝে আশান বসনে,  
এব স্বপ্না, লও বিশ্বকর্মা,  
বঙ্গ কব হ' নির্মাণ ।

২৮

হুমি দিবে—আমি নিব—  
আবাব ফিবায়ে দিব ভিন্ন অঙ্করূপে ।  
জন্ম যাব মোন অক্ষ জলে,  
নিজ বজ্রে তাবে কবির সংগাব ।  
স্বংস তাব অনিবার্য—  
লয়-কর্তা নিজে যাব করেন বিধান ।  
অস্থি । অস্থি কোথা পেলে দেব ?  
বলেছি ত, পূত অস্থি চাই ।

ইন্দ্র

পুত্ৰ অস্থি এ,  
পবিত্ৰ মহান,  
এ হ'তে পবিত্ৰতন—  
মণাদেব জানে না সন্ধান ।

অশ্বা

কাব অস্থি এ ?

ইন্দ্র

কাব অস্থি ?

মায়া না', নাহিক সমতা,  
চিন্তা, কৰ্ম, ধ্যান ও ধারণা,  
এক স্তত্ৰে গাঁথি,  
ক'বেছেন যিনি আজীবন মহেশে অৰ্চনা  
দেহ যাঁব ছিল শুদ্ধ আত্মাব মন্দির  
অন্তরে বাহিৰে যাঁব ছিল না 'ক ভেদ,  
জীবন ও মরণ যাঁব উভয় সমান,  
সেই শৈব তপস্বী দ্বিজ,  
ইচ্ছা মৃত্যু কথিয়া বরণ —  
দেবের কল্যাণে নাশিতে অশ্রুব,  
পুত্ৰ অস্থি ক'রেছেন দান ।

অশ্বা

শৈব তপস্বী দ্বিজ  
কেবা আছে আর শ্রেষ্ঠতর—  
দধীচি হইতে ?  
আদর্শ সাধক ।

ইন্দ্র

দধীচির অস্থি এই !

অশ্বা

হায় দধীচি ! ওঃ হোঃ হোঃ  
মানব নহ তুমি দেবতা প্রধান ।



আমি কি স্পর্শিব উহা,  
হিংসার কল্পনা যোরে  
করেছে অশুচি !

ইন্দ্র

এতক্ষণ কি বুঝালাম তবে ?  
গহেশ আদেশে তুমি  
আজি অমরা-রক্ষক—  
দ্রাণকর্তা—

তুমি পুণ্যবান !

ব্রহ্মা

পুণ্যবান-দ্রাণকর্তা  
ঐ মহাতপা মহামুনি ।  
পাপের প্রায়শ্চিত্ত যাহা  
আছিল আমার,  
মোর হ'য়ে, হে দধীচি,  
তুমি গেছ করি,  
দিয়া নিজ প্রাণ বলিদান ।  
দাও-দাও—

অস্থি তুলে দাও মোর হাতে ।

দধীচির অস্থি এই—

বিদূরিত করিবে বিশ্বের  
দেব হিংসা যত ।

মহাবজ্র—মহাবজ্র—

বিশ্বকর্মা পেয়েছে কর্ম—

না—না—এ যে যোর—

কর্মফল—কর্মফল ।

[ প্রস্থান ।

ইন্দ্র

সর্বকর্ম সার—তপস্তা আমার—

তুমিই তার দিয়েছ সন্ধান ।

ঈশা—বিশ্বকর্মা—

তুমিই কারণ দেব—

যার তরে পুনঃ আমি হয়েছি নিষ্পাপ,

লভেছি সত্যের সন্ধান ।

মদদপী ব্রতাসুর !

জীবিত তুই ততক্ষণ—

যতক্ষণ নাহি হয়

বজ্রের স্রজন ।

[ প্রস্থান

ষষ্ঠ দৃশ্য

হিমালয়

( বৃত্রাসুরের প্রবেশ )

বৃত্রাসুর

রুদ্রপীড়, রুদ্রপীড় !

জয়ন্ত—জয়ন্ত— !

একজন নাহি দিবে দেখা কোনদিন

অন্তের কেন পাই না সন্ধান ?

পুত্রহত্যা করি কোথায় লুকাবি তুই ?

বিশ্বমাঝে বৃত্রের অগোচর কোন স্থান

অসুর কৃতান্তরূপে—

বৃত্র আজি পশ্চাতে রে তোর ।

প্রতিজ্ঞা আমার কভু হয় না বিফল ।

( ইন্দ্রের প্রবেশ )

ইন্দ্র

অবশ্য হইবে বিফল ।

দেবেরে কেমনে পাইবি রে তুই,

ওরে-রে অসুর ।

বৃত্রাসুর

হাঃ হাঃ হাঃ

তোরে যেমনে পেয়েছি সম্মুখে ।

এক আঘাতে আমি—

শিখা খুঁজি উভয়ে করিব সংহার ।

ইন্দ্র                    নহি আমি ইন্দ্র আজি,  
শিয়রে দাঁড়ায়ে তোর সাক্ষাৎ শমন !

বজ্রাস্ত্রর            রাজ্যহারা গৃহহারা যেই  
তার দম্ভ এত—হাঃ হাঃ হাঃ  
শোনবে ভিক্ষুক—  
শিব শস্ত্র দিয়েছেন বৃজের জীবন.  
মৃত্যু গোর নাট ।

ইন্দ্র                    রে দানব !  
দানব অমন নহে,  
অমর দেবতা ।

বজ্রাস্ত্রর            নহে বৃজের নিকট ।  
শোকানলে জল বুকে,  
প্রতিহিংসা চাই  
লব প্রতিশোধ ।  
বল, কোথা পুত্র তোব  
পুত্রহারা যেই করিয়াছে মোরে ?

ইন্দ্র                    পুত্রহারা ?  
মাত্র এক পুত্রহারা—  
তাই জল বুকে ?  
ভেবেছিল কোন দিন.  
তুই হ'তে কি না হারায়েছি আমি ?  
গেছে সব—  
সর্বহারা মোরে ক'রেছিল তুই ।

বজ্রাস্ত্রর            সত্য যদি তাই,

কোন সাহসে মূৰ্খ,  
আসিস্ পুনঃ সম্মুখে আমার ?  
ইন্দ্র নহে মাত্র পুত্রহারা—ওরে মৃঢ়,  
সমুচিত শাস্তি কভু তোর ।  
কতক্ষণ তুই রহিবি জীবিত,  
শিবের আদেশে নির্মিত,  
বিশ্বকর্মা-স্বষ্ট মহাবজ্র প্রহারে ?  
ব্রতাস্বর বিশ্বকর্মা ক’রেছেন বজ্রের স্বজন,  
শিবের নির্দেশে ?  
মিথ্যা—মিথ্যা—কভু নহে ।  
শিব শঙ্কু স্বজেছেন মোরে—  
বিশ্বকর্মার তপস্যার ধন আমি ।  
ইন্দ্র সেই যায় !  
আমি শ্রেষ্ঠ—এই স্বার্থবোধ—  
এই যায় ;—  
একদিন বিপথে মোরে নিয়েছিল টানি ।  
বিশ্বকর্মা কর্মভ্রান্তি যাহার কারণ,  
আজি দেখি পুনঃ সেই ভুলায়েছে তোরে ।  
আয়—মোর হস্তে আছে পরিভ্রাণ ।  
ব্রতাস্বর ত্রিজগৎ কাঁপে যার ত্রাসে  
তার পরিভ্রাণ আশে—  
আসে পথের ভিক্ষুক !  
ইন্দ্র এত দস্ত তোর !  
ওরে-রে—অতুর !

অবিধ্বাসী, ঘৃণ্য অপরাধী !  
 সমর পিপাসা তোর—  
 চিরতরে মিটুক এবার ।  
 বৃত্রাসুর ওঃ কি ভীষণ,  
 দুর্মদ অস্ত্র ঐ—  
 ইন্দ্র বজ্র এ'ব নাম,  
 তোর ভাগ্যে এই পরিণাম । ( বজ্র নিক্ষেপ )  
 বৃত্রাসুর ওঃ হোঃ হোঃ  
 পারি না—পারি না—  
 হ'লো না—হ'লো না—  
 প্রতিহিংসা অপূর্ণ রহিল ।  
 রুদ্রপীড়—রুদ্রপীড় !  
 পুত্র—পুত্র !

( স্বর্গার প্রবেশ )

স্বর্গা পুত্র-পুত্র—  
 ক্ষমা কর—মোরে ক্ষমা কর  
 বৃত্রাসুর ক্ষমা ?  
 তপস্কার ধনেরে তুমি  
 বজ্র হান বুকে !  
 আমি হ'তে ইন্দ্র হলো  
 তোমার আপন ?  
 স্নেহময় পিতা বটে তুমি !  
 স্বর্গা ওরে পুত্র—ওরে বৃত্র !

ব্রহ্মাসুর

স্বপ্না

ইন্দ্র

স্বপ্না

যে মহান জনম তুই

করেছিস লাভ—

সেই মহান মরণ তুই

করিলি বরণ—

সেই শিবের করুণা—

আর তপস্যা দেবের

তাতে কি লাভ ব্রতের ?

এ প্রশ্নের কে দিবে উত্তর ?

আমি—আমি দিব ।

ওরে ব্রত !

বিশ্বের লাভ তুই ।

অন্ধকাব মূর্তি পবিগ্রহী,

সত্যের অরুণালোক দেখালি জগতে ।

দধীচির ত্যাগ-ধর্ম,

সুস্ত হ'য়ে স্ফুটিলে কবিলি ধারণ ।

ওরে মহাবীর্গবান—ত্রিভুবন ত্রাস—

হিংসা রূপে লভিয়া জনম,

অভয় পথের সেতু করিলি নির্মাণ ।

সত্য—সত্য—

তুই মোর কর্মফল,

তুই মোর শান্তি,

তুই মোর শান্তি—

আধার হৃদয়ে তুই আলোর বিকাশ ।

স্নেহ গেছে, গেছে প্রীতি,

তোরে আশীর্বাদের আর নাহি অধিকার  
সর্বনিয়ন্তা সেই মহাদেব পদে  
প্রার্থনা কেবল, একান্ত মিনতি—  
যেথা হ'তে দিয়েছিলে প্রভু,  
সেথা লও ফিরে ।

( মহাদেবের প্রবেশ )

মহাদেব

তাই আয়—তা'ই আয়—  
আয় ফিরে পুনঃ মোর পায় ।  
ওরে, কেউ নহে কারো—  
আমিই সবার ।  
এক জন্ম ভুগেছি স তুই  
যাহার ইচ্ছায়—  
তাবও যে হৃদয়ে আমি ।

( নন্দী ও নারদের প্রবেশ )

নন্দী ও নারদ

জয় দেবাদিদেব  
মহাদেব, ভোলানাথ, আশুতোষ !

মহাদেব

ভক্তি কই ? ভক্ত কই ?  
কে নিবিরে মোর ভালবাসা ?  
নিকাম সাধক হ'—দেহধারী যত ।  
সাধনার যন্ত্র দেহ  
ভুলিস না-'ক কেহ ।  
যে করে সাধন  
সে মোর হৃদয়-রতন,  
তার ধ্বংস নাই কোনদিন ।



দেখ চেয়ে মোর বুকে,  
দধীচি,—মর্তের মানব,  
ধরারে অমরা সাথে করিয়া সংযোগ,  
কেমন হাসিছে বসি—  
অপাখিব স্ত্রবিমল  
সুধামাখা হাসি ।  
এই তৃপ্তি নে, এই শান্তি নে—  
নিজেরে বিলায়ে দিয়ে,  
ত্যাগ-ধর্ম করি উদ্‌যাপন,  
মনে প্রাণে সত্য পথ ধ'রে—  
মোর বন্ধ কর রে গ্রহণ ।

বুত্রাসুর

জয় পরমেশ্বর—জয় ব্যোমকেশ !

মহাদেব

শান্ত হ' ।

তুই হ'তে শান্ত হ'ক জগৎ পরাণ ।

মম বরে, নভস্থলে,

মুক্ত বায়ু পথে কর অধিষ্ঠান ।

বক্ষে ধরি চকিত চপলা—

নবীন জলদরূপে বিচ্ছে চিরদিন,

স্নেহধারা সম বারিধারা করিয়া বর্ষণ—

রসময়, প্রাণময়, মধুময়—

ক'রে তোল সর্ব চরাচরে ।

( সকলের মহাদেবের ধ্যান ও প্রণাম মন্ত্র পাঠ )

॥ শবনিকা ॥

